সংসার বা মনুষ্য-জগৎ।

শ্রীচন্দ্রমোহন গুহ

প্রণীত

কোচবিহার।

রাজকীয় সাহায্যে রাজকীয় যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৯৩।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

কোচবিহার রাজ্যাধিপতি

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ

ভূপ বাহাদুর।

মহারাজ!

বঙ্গদেশে আপনি রাজকুলের গৌরব রত্ন। ছয় লক্ষেরও অধিক লোক ভবদীয় রাজ্যে বাস করিতেছে; আমিও তন্মধ্যে একজন। অধিকন্তু ভবদীয় বেতনভোগী চাকর, অতি ক্ষুদ্র বেতন ভোগী চাকর। দুর্নিবার দরিদ্রতা নিবন্ধন আমি নিতান্ত মন্দভাগ্য মনুষ্য। এরূপ মন্দভাগ্য লোকের কৃত পুস্তকে ভবদীয় জগদ্ব্যাপ্ত নামোল্লিখিত হইলে, সেই নামই বা কলঙ্কিত হয়, এটীও মহাভয়। তবে সাহস এই যে ক্ষুদ্রতম প্রজা ও ভৃত্যের অপরাধ সর্ব্বদাই ক্ষমার্হ। সেই সাহসের উপর নির্ভর করিয়াই এই ক্ষুদ্র পুস্তক ভবদীয় গৌরবান্বিত নামে উৎসর্গ করিলাম। রাজদত্ত সম্পূর্ণ সাহায্যে ইহার জন্ম হইয়াছে, সুতরাং রাজাই ইহার জনক ও প্রতিপালক। ইহাতে আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, রাজা ও প্রজা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ আছে। অন্ততঃ সেই প্রবন্ধটী পাঠচ্ছলে ইহা যদি একবার মাত্রও স্পর্শমণি স্বরূপ ভবদীয় শ্রীহস্ত স্পর্শ করিতে পারে, তবেই আমি বামন হইয়াও চন্দ্র ধরিতে পারিলাম; নিঃসহায় এবং নিতান্ত দীন দরিদ্র হইয়াও রাজেন্দ্র সঙ্গমে সুদূর তীর্থদর্শনের ফল লাভ করিতে পারিলাম; তবেই আমার সকল আশা পূর্ণ হইল।

বিনয়াবনত

শ্রীচন্দ্রমোহন গুহ,

গ্রন্থকার।

বিজ্ঞাপন

যে উদ্দেশ্যে এই পুস্তক প্রণয়ন করা গেল, তাহা পুস্তকের নামেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু এই রূপ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। সুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞ পাঠকগণ ইহাকে কিঞ্চিৎ কৃপাকটাক্ষ নয়নে দর্শন করিলেই কৃত কৃতার্থ হইব।

বালক হইতে বৃদ্ধ, বালিকা হইতে বৃদ্ধা, রাজা প্রজা, সকল শ্রেণীর লোকেরই ইহা পাঠ্য। ইহাতে কোন রূপ অশ্লীলতা নাই। তবে সংসার ক্ষেত্রে মানবের স্থূল স্থূল কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয় ভিন্ন ইহাতে বিশেষ আর কিছুই নাই। ইহাতে অনুপ্রাসের বিদ্যুচ্ছটা নাই; মেঘের গভীর গর্জ্জন নাই; বজ্রের ভৈরব নিনাদ নাই; যুদ্ধের ভয়াবহ হুহুঙ্কার ধ্বনি নাই; অথবা বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য নব নব আবিষ্কার নাই কিম্বা জটিল দর্শন শাস্ত্রের দুর্ব্বোধ কুটীল মিমাংসা নাই। আছে কেবল সেই সে কালের বাঙ্গলা ভাষায় কতকগুলি কথা। সুতরাং ইহা যদি এই ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানালোকসম্পন্ন ব্যক্তিগণের কথঞ্চিৎ রূপেও সন্তোষদায়ক হইতে পারে, সকল শ্রম সফল বিবেচনা করিব।

এই আমার প্রথম উদ্যম; তাহাতে আবার প্রুফ সংশোধনাদি করিবার সময় আমার এককালেই নাই। তন্নিবন্ধন এই পুস্তকে বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি যে দোষ ঘটিয়াছে, তন্নিমিত্ত পাঠকগণ নিকটে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি। অন্যান্য মূল বিষয়ে যে দোষ ঘটিয়াছে, যিনি তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন, চিরদিনের জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিব। ইহাকে যে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত করিতে হইবে, সে আশা বড়ই দুরাশা; তথাপি বলি, সহৃদয় পাঠকগণ কর্ত্তৃক যে ভ্রম প্রদর্শিত হইবে, দ্বিতীয় বারে তাহা সংশোধনের চেষ্টা পাইব। ইতি।

কোচবিহার
বৈশাখ, ১২৯৩ সন।

শ্রীচন্দ্রমোহন গুহ।

অশুদ্ধি-শোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
২	১৪	বিভাষিত	বিভাসিত
৩	১৪	জ্ঞানবৃক্ষ	জ্ঞানের বীজ
৪	১৪	দশজনের	দশজন গণ্য লোকের
৭	১৮	মৃত কপ্পা	মৃতকল্পা
৯	১	রোগ গ্রুস্থ	রোগগ্রস্ত
১০	১৮	তাঁহাদিগকে	তাঁহাদিগের নিকট
১১	১২	স্থবীর	স্থবির
১৩	১৪	বিভাষিতা	বিভাসিতা
১৬	৮	জাগরুক	জাগরূক
১৮	১৮	ন্যাস্ত	ন্যস্ত
২৩	১৮	বিকারগ্রুস্থ	বিকারগ্রস্ত
৩৩	৭	পরিগণিত	পরিণত
৪১	২১	পরিগণিত	পরিণত
৪৩	১ ও ৪	আদীম	আদিম
৫০	৮	প্রাপ্যধন	লভ্যধন
৫১	১	ভারগ্রুস্থ	ভারগ্রস্ত
৬১	৩	পরিগণিত	পরিণত
৬৮	১১	মুল্যে	মূল্য
৮৮	১৭	পরিগণিত	পরিণত
৯৪	৮	রোগগ্রুস্থ	রোগগ্রস্ত
১১২	৫	স্বভাবিক	স্বাভাবিক
১১৪	১০	আধ্যাত্মিত	আধ্যাত্মিক
১৪০	২৪	পরিগণিত	পরিণত
১৭০	১৭	রাজ্যে	রাজ্য
১৭০	১৭	সম্বন্ধ	সম্বন্ধে
১৭১	১১	সমরকুল	সমরকুশল

সংসার বা মনুষ্য-জগৎ।

প্রথম অধ্যায়।

বালক ও বালিকা।

মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরক্ষণ হইতেই মনুষ্যের বুদ্ধির কার্য্য আরম্ভ হয়। সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের মানব জাতির সৃষ্টির প্রকরণ চিন্তা করিলে, মানব হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। জন্মিবা মাত্রই শিশু সন্তান মাতৃস্তন্য পান করিতে পারে। এটি সাধারণ বুদ্ধির কার্য্য, বিকশিত জ্ঞানের কার্য্য নহে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে যেরূপ ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, বুদ্ধি এবং জ্ঞানও সেইরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রথম যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তখন প্রসুতি আপন স্তন সন্তানের মুখে ধরিলে, সন্তান দুগ্ধ পান করিয়া থাকে। ক্রমে যখন বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, সন্তান ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে মাতৃস্তন ঠিক করিয়া লয়। সন্তান মাতার কোলে আছে, ক্ষুধা লাগিল, অমনি মাতার স্তনটী হস্ত দ্বারা ধারণ করতঃ মুখ বাড়াইয়া স্তনপান করিতে লাগিল। ঈশ্বরের কৌশল কি বিচিত্র!

দেখিতে দেখিতে আমাদিগের বালক বালিকার ক্রমে পাঁচ ছয় বৎসর বয়ঃক্রম হইল। এইকাল মধ্যে তাহাদিগের

শিশূচিত বুদ্ধির কার্য্য পরম্পরা সকলও বিকশিত হইতে লাগিল। এক্ষণ পিতা মাতা তাহাদিগের বিদ্যা শিক্ষার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। বালক! বালিকে! এক্ষণ তোমাদিগের হস্তে শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ। ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণ সকল পড়িতে আরম্ভ করিয়াছ। ক্রমে শিশুশিক্ষা প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভাগের পাঠ সমাপন করিলে। ক্রমে তোমাদিগের বয়ঃক্রমও সাত আট বৎসর হইল। শিশু-শিক্ষার পর যে যে পুস্তক পাঠ্য তাহাও পড়িতে আরম্ভ করিলা; ক্রমে তোমাদিগের বয়ঃক্রমও দশ বৎসর হইল। এক্ষণ হইতে ঈশ্বরের এই বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ডের কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছ। এক্ষণ পিতা মাতার অনন্ত স্নেহের বিষয় কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছ। ভ্রাতা ভগিণী-গণের অকৃত্রিম প্রণয় কিঞ্চিৎ পরিমাণে তোমাদিগের অন্তঃ-করণে বিভাষিত হইতেছে। বিদ্যা শিক্ষার অন্ততঃ একবিন্দু স্বাদও তোমরা গ্রহণ করিতে পারিতেছ। সহাধ্যায়ী, খেলার সঙ্গী এবং প্রতিবাসী সমবয়স্কদিগের প্রতি তোমাদিগের আসঙ্গ-লিপ্সা জন্মিতেছে। এক্ষণ আমার গুটীকতক কথা শুন। আমি তোমাদিগকে বারম্বার বলিতেছি, যে কয়েকটী কথা বলিব তোমরা সেইরূপ আচরণ কর, সেইরূপ চল। পরে যখন সম্পূর্ণ যুবক যুবতী হইবে, সংসারে প্রবেশ করিবে, যখন রীতিমত গৃহস্থ ও গৃহিণী হইবে, তখনও আবার তোমাদিগকে কতগুলি কথা বলিব। ভরসা করি আবার সেই গৃহস্থ ও গৃহিণী হওয়া সময়ে আমার কথা মত গৃহস্থাশ্রমোচিত কার্য্য করিবে। কখনও তোমাদিগের অসুখ হইবেনা।

আমাদিগের দেশে পূর্ব্বে শিশুদিগের মুখস্থ রূপে শ্লোক শিক্ষার নিয়ম ছিল। এক্ষণ পাশ্চাত্য সভ্যতার বৃদ্ধির

সঙ্গে সঙ্গে, সেই শিক্ষা তিরোহিত হইয়াছে। অন্যের সমালোচনায় এই নিয়মটী ভাল ছিল কি মন্দ ছিল বলিতে পারিনা কিন্তু আমার বিবেচনায় নিময়টী ভালই ছিল। এইরূপ শিক্ষা শেষে কার্য্যতঃ অনেক উপকারে লাগিত। আমি ঐ রূপ শিক্ষার পক্ষপাতী, আবার তোমরাও অতি শান্ত, সুবোধ বালক বালিকা। আমার কথা তোমরা শুনিয়া থাক। সেই জন্যই আমার কথা মত তোমরা একটী শ্লোক শিক্ষা করিয়া রাখিয়াছ—যথা

"মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাম্।
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্ব প্রযত্নতঃ॥"

পূর্ব্বে তোমরা এই শ্লোকটীর অর্থ বুঝিতে পার নাই; কেবল মুখস্থ শিক্ষা করিয়া রাখিয়াছ। এক্ষণ তোমাদিগের বয়ঃক্রম, ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। তোমাদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে জ্ঞানবৃক্ষ কিছু কিছু অঙ্কুরিত হইয়াছে। আইস! এই সময়ে ঐ শ্লোকের অর্থ তোমাদিগকে বুঝাইতে থাকি।

পরম পিতা পরমেশ্বরের পরই জন্মদাতা পিতা এবং জননী মাতা। নিরাকার পরমব্রহ্ম জগদীশ্বর ভিন্ন যদি সাকার দেব দেবীর কোন প্রত্যক্ষ অস্তিত্ব থাকে, তবে তাহা পিতা মাতা। যাঁহার প্রসাদে বিশ্বপতির বিচিত্র বিশ্ব-কৌশল স্বচক্ষে অবলোকন করিতেছি, যাঁহার প্রসাদে পৃথিবীতলে কত আমোদ প্রমোদ কত সুখ সম্ভোগ উপভোগ করিতেছি, যাঁহার অসীম স্নেহদ্বারা প্রতি পালিত না হইলে, এক মুহূর্ত্ত মধ্যেই মানবলীলা সম্বরণ করিতে বাধ্য হইতাম, সেই জনক জননী ভিন্ন এ জগতে তোমার ও আমার আর পরমারাধ্য কি আছে? যদি পিতার পিতা জগদীশ্বরকে সুখী করিতে চাও,

তবে তোমরা শরীর মন ও বাক্যদ্বারা পিতা মাতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে থাক, সর্ব্বশাস্ত্র এক মত হইয়া তোমাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিতেছে। দেখ সন্তানের বাক্য প্রস্ফুটিত হইবা মাত্রই, তাহার শিক্ষাদান সম্বন্ধে উপায় অবলম্বনে পিতা যাত্নিক হইয়া থাকেন। কিরূপে সন্তানকে বিদ্বান করিবেন, দিবা নিশি কেবল তাহারই সুযুক্তি চিন্তা করেন; সন্তানের বিদ্যালাভ জন্য কত অর্থ ব্যয় করেন; এমন কি সন্তানকে বিদ্বান ও সুমনুষ্য করিতে যদ্যপি সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া অশেষ কষ্টরাশি সহ্য করিতে হয়, পিতা তাহাতেও কুণ্ঠিত হন্ না। আপনার পরিধানের প্রতি দৃষ্টি নাই, কিন্তু পুত্রের ইচ্ছানুরূপ বসন ভূষণ যোগাইয়া থাকেন। নিজের আহা-রের প্রতি দৃক্‌পাত নাই, সন্তানটীকে ইচ্ছানুরূপ ভোজন করাইতে পিতা কত যত্ন করিয়া থাকেন। সন্তান যাহাতে বিদ্যালাভ করিয়া দশজনের মধ্যে একজন হইতে পারে, সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত ভবিষ্যত জীবন নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়, যাহাতে সমস্ত লোকের প্রশংসা ভাজন হইতে পারে, কায় মনোবাক্যের সহিত পিতা মাতা দিবা রাত্রি কেবল তাহারই চিন্তা করিয়া থাকেন। পিতা মাতার তুল্য গুরুজন এ সংসারে আর কেহই নাই। ভক্তি, শ্রদ্ধা, এই দুই কমনীয় মনোবৃত্তি জগদীশ্বর যে আমাদিগের হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দ্বারা আমরা সর্ব্বাগ্রে জনক জননীর প্রতি ভক্তিমান ও শ্রদ্ধাবান হইব। আমরা যদ্যপি কোন অংশে পিতা মাতার প্রতি অভক্তিমান বা অশ্রদ্ধাবান হই, ভ্রম ক্রমেও যদি তাঁহাদিগের প্রতি কটু কথা প্রয়োগ করি, ঈশ্বর অবশ্য আমাদিগকে শাস্তি দিবেন। ইহকাল পরকালের নিমিত্ত নরক ভোগ সার হইবে। সন্তানের অন্যায় দেখিলে,

মাতা প্রায় কখনই রাগ করেন না। তাহাকে কোন কটু কথা বলেন না। যদিও বা কখন কখন কোনরূপ অন্যায় কার্য্য দেখিয়া পিতা ক্রুদ্ধ হন কিম্বা শাসনানুরোধে অবশ্য কর্ত্তব্য কোনরূপ কটু কাটব্য বলেন, তাহা কেবল সন্তানের মঙ্গল কামনার জন্য। সন্তান ভবিষ্যতে ঐ রূপ কার্য্য আর না করে, শুদ্ধ এই মাত্রই কি উদ্দেশ্য নহে? নিঃস্বার্থ ভাবে একে অন্যের মঙ্গল চিন্তা, উন্নতি কামনা, এই বিপুলা পৃথিবীতে প্রায় কেহই করেন না। অন্যের উন্নতিতে সুখ, অন্যের অবনতিতে দুঃখ, অন্যের মঙ্গলে নিজের মঙ্গল, অন্যের অমঙ্গলে নিজের অমঙ্গল, কয়টা লোকে বোধ করিয়া থাকে? যাহারা করে, তাহারা মহাপুরুষ। কিন্তু এইরূপ মহাপুরুষ পৃথিবীতে আজ কাল্ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে পৃথিবীতে অনেক মহাত্মা আছেন, যাঁহারা বিষয় বিশেষে অন্যের উপকার করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রায়শঃই সেই উপকার করার সঙ্গে সঙ্গে, কেমন কেমন একটী সুনাম বা সুখ্যাতি পাইবার বাসনা থাকিয়া যায়। সুতরাং বল দেখি অপরের মঙ্গলে নিজের মঙ্গল, জনক জননী ভিন্ন এ পৃথিবী মণ্ডলে আর কে গণ্য করিয়া থাকে? জগদীশ্বর সন্তানের জন্য পিতা মাতার হৃদয়ে কি আশ্চর্য্য মমতাই নিহিত করিয়াছেন। সেই অনুপম মমতার সহিত এই জড় জগতে, কিছুরই তুলনা হয় না। আমাদিগের সুখেই পিতা মাতা সুখ, আর আমাদিগের দুঃখেই পিতা মাতা দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন। আপন শরীর ও প্রাণ অপেক্ষা, সন্তানের শরীর ও প্রাণ অধিক বিবেচনা করেন। সন্তানের মুখ প্রফুল্ল দেখিলে, পিতা মাতার মুখ প্রফুল্ল হয়। আর সন্তানের মুখ মলিন দেখিলে, পিতা মাতার মুখ মলিন হয়। বাস্তবিক পিতা মাতার তুল্য পরম

হিতকারী, পৃথিবী মধ্যে আমাদিগের আর দ্বিতীয় কেহ নাই।

সন্তানের জন্য পিতা অপেক্ষাও মাতার কষ্টরাশির সীমা নাই। সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা কাল হইতেই, ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্য্যন্ত, মাতাকে যে সকল অসহনীয় যাতনা, ও অপার কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, কোন্ পাষণ্ড হৃদয় দুঃখে অবসন্ন না হইয়া থাকিতে পারে। প্রথমতঃ মাতা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়া, দশটী মাস যেরূপে শয়ন, ভোজন, উপবেশন, ও পদচালন প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যে অবলীলাক্রমে যে সকল শারীরিক ও মানসিক পরিতাপ সহিয়া থাকেন, তাহা মনে করিলেও হৃদয় ভক্তি রসে আপ্লুত হয়। গর্ভাবস্থায় জননী শয়নে ভোজনে কিছুতেই সুখানুভব করিতে পারেন না। অতি সুখাদ্য দ্রব্যও আহার করিতে প্রবৃত্তি জন্মেনা। শরীর একান্ত অবসন্ন ও নিতান্ত বিবর্ণ হইয়া যায়। কোনরূপ ব্যাধি জন্মিলে পাছে গর্ভস্থ সন্তানের কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে, এই ভয়ে সেই ব্যাধির উপশম জনক ঔষধও ব্যবহার করেন না। গর্ভস্থ সন্তান যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, মাতার উদর ও ততই গুরুতর হইতে থাকে। তৎকালে সেই উদরের সেই গুরুভার বহন করা, মাতার যে বিষম কষ্টের কারণ হয়, তাহা বলাই অধিকন্তু; উঠিবার বসিবার শক্তি পর্য্যন্ত রহিত হইয়া যায়। আহা! সন্তানের জন্য মাতা কত কষ্টই না সহ্য করিয়া থাকেন! এত কষ্ট সহ্য করিয়াও গর্ভস্থ সন্তান কিরূপে ভাল থাকিবে, কিরূপে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবল হইবে, মাতা কেবল তাহারই যত্ন করেন। তৎপর প্রসব সময় মাতা যে বিষম বেদনা সহ্য করিয়া থাকেন, তাহা ত লিখাই

যায় না, হৃদয়েও ধারণা করা যাইতে পারে না। এরূপ যাতনা কি আর কোন প্রাণী সহ্য করিতে পারে? অসহ্য বেদনার প্রবল পীড়নে, জননী অস্থিরচিত্তা হইয়া, কেবল মৃত্যুর জন্যই প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। বাস্তবিক সেই সময়ে একমাত্র সেই সর্ব্ব-সন্তাপ-নিবারিণী মাতার মাতা অনাথবন্ধু জগদীশ্বরের প্রসাদ ভিন্ন, ঐ কঠিন বেদনার হস্ত হইতে উদ্ধার হইবার আর উপায়ান্তর নাই। কে বলে করুণা-ময় পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখা যায় না? যিনি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে ইচ্ছা করেন, প্রসূতির প্রসব বেদনা উপস্থিত হওয়ার সময় হইতে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কাল পর্য্যন্ত, প্রসব গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি যেন স্বচক্ষে সমস্ত ঘটনা অবলোকন করেন, দেখিতে পাইবেন, জগদীশ্বর প্রত্যক্ষ বিরাজমান। আমাদিগের সাধারণ একটুকু বেদনা হইলে কত অসুখ বোধ করিয়া থাকি, কত আর্ত্তনাদ করি, কিন্তু হায়! প্রসব বেদনা যে ইহা হইতে কত অধিক, কত বড় কষ্ট জনক, কাহার সাধ্য যে চিন্তা করিয়া সীমা লাভ করিতে পারে? সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরেও বেদনা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকে। প্রসবান্তে মাতা একবারে মৃতকল্পা হইয়া পড়েন। কথাটী বলিবার পর্য্যন্ত শক্তি থাকে না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মাতার হৃদয়ে কতই যে মমতা. অতুল মাতৃ স্নেহের কি অনির্ব্বচনীয় গুণ! এত যে কষ্ট, এত যে ক্লেশ, এত যে দুঃখ, এত যে যাতনা তথাপি ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র সন্তানটী রোদন করিলে, মাতা অমনি তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া, শান্ত করিতে থাকেন এবং তাহার মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া, মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত দুঃখ বিস্মৃতাহন।

স্নেহময়ী মাতাকে এইরূপ প্রাণ শঙ্কট যাতনা দিয়া, সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, আবার তাহাকে

লালন পালন করিতে মাতাকে যে কত ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা কোনরূপ দুর্গন্ধ জনক বস্তু অবলোকন করিলে, ঘৃণায় নাসিকা বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া ত্রস্তে দূরে সরিয়া যাই, কিন্তু সন্তানের মল মূত্র মাতা স্বহস্তে দূর করিয়া থাকেন, তাহাতে কিছুমাত্র ঘৃণা বোধ করেন না। কত সময়ে সন্তানের মল মূত্র মাতার পরিধেয় বস্ত্রে লাগিয়া থাকে, মাতার তাহাতে দৃক্‌পাতও নাই। বরঞ্চ ঈশ্বরের নিকট সদা সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যের সহিত প্রার্থনা করেন, যেন জন্মে জন্মে সন্তানের মল মূত্র তাঁহাকে স্বহস্তে কাঁচিতে হয়, জন্মে জন্মে সন্তানের মল মূত্র যেন পরিধেয় বস্ত্রে লাগিয়া থাকে। আমরা শীতের সময় দিনের বেলায়ও জল স্পর্শ করিতে কষ্ট বোধ করিয়া থাকি, কিন্তু দিনের বেলায় দূরে থাকুক, অতি বড় শীতের সময় রাত্রি কালেও সন্তান যদি শয্যায় প্রস্রাব করে, তবে মাতা তাহাকে আপন স্থানে আনিয়া, ঐ মূত্র মধ্যে আপনি শয়ন করিয়া রাত্রি শেষ করেন। আহা! মাতার কি আশ্চার্য্য মমতা! সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে মাতার দুগ্ধের ধার কিছুতেই শোধ করা যায় না, বাস্তবিকও ইহা ঠিক সত্য কথা। এমন্ যে হিতৈষিনী জননী, কত কত দুঃশীল বালক বালিকা তাঁহাকেও নানা প্রকারে বিরক্ত করে। কখন কখন বা পদাঘাত পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। এইরূপ দুষ্ট স্বভাব বালক বালিকা যে অধম হইতেও অধম তাহার আর কোন সন্দেহই নাই। এরূপ বালক বালিকার প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ন হন্ না। দুঃশীল সন্তান মাতাকে এইরূপ কত বিরক্ত করে, কত যন্ত্রণা দেয়, কিন্তু মাতা তাহাতেও বিরক্ত হন্ না, কটু বাক্য বলেন না, বরঞ্চ সন্তানের বাসনা পূর্ণ করিবার নিমিত্তই সর্ব্বদা যত্ন করিয়া থাকেন। সকলেই জানেন

সন্তান রোগগ্রস্থ হইলে মাতা কত কষ্ট সহ্য করেন। রোগের উপশম জন্য যে পথ্য এবং যেরূপ আচরণ করিতে হয়, মাতাই তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। মাতার আহার থাকে না, নিদ্রা থাকে না, কেবল অহর্নিশি সন্তানের আরোগ্য কামনায় ঈশ্বরের নিকট আরাধনা করেন। যে রোগ সন্তানের হইয়াছে, সে রোগটী আমার শরীরে হউক, আমার সন্তানটী আরোগ্য লাভ করুক, মাতা জগদীশ্বরের নিকট হৃদয়ের সহিত এই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যদি কেহ বলে, সর্ব্বস্ব দিলে সন্তান নিরোগী হইবে, তাহাতেও মাতা অস্বীকার করেন না। আপন প্রাণাপেক্ষাও সন্তানকে অধিক বিবেচনা করেন। কি শয়ন করিতে, কি ভোজন করিতে, কি ঈশ্বরের আরাধনা করিতে, সকল সময়ই সন্তানের মঙ্গল কামনা ভিন্ন মাতার অন্য কোন কামনা নাই। কোন সুখাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিলে, অগ্রে সন্তানের মুখে অর্পণ করেন, পরে অন্যকে দেন কিম্বা নিজে আহার করেন। এমন কি, দেবার্চ্চনা প্রভৃতি কার্য্যোপলক্ষে যদি কোন খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন করেন, তবে তাহারও অগ্রভাগ সম্বন্ধে মাতা সন্তানকেই অগ্রণী করেন। আহা! জগতে মাতা কি পরম পদার্থ! জগতে এমন কিছুই নাই যাহার সহিত স্নেহময়ী জননীর তুলনা হইতে পারে। মধুর 'মা' সম্বোধন এই জন্যই শ্রবণেন্দ্রিয় শীতল করে।

বালক বালিকে! বোধ হয় তোমাদিগের মুখস্থ শিক্ষা করা শ্লোকটীর তাৎপর্য্য এক্ষণ বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিলে। বুঝিতে পারিলে, কি জন্য এই পৃথিবী মণ্ডলে পিতা মাতা হইতে গুরুতর ব্যক্তি আর কেহই নাই। এক্ষণ সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন জনক জননীর প্রতি তোমার কি করা কর্ত্তব্য সংক্ষেপতঃ সেই বিষয়ে তোমাকে উপদেশ দিতেছি,

মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। প্রাণপণে সর্ব্বদা সেই উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবে, কদাচ অন্যথা করিবেনা। বালক বালিকে! যাবজ্জীবন একাগ্র মনে, জনক জননীর সেবা করিতে থাক। যাহাতে সেই পরম গুরুর আত্মা সর্ব্বদা পরিতুষ্ট থাকে, তাহাতে যত্নবান হও। তাঁহাদিগের যাহা প্রিয় হইবে, তাহাই করিবে, তাঁহাদিগের অপ্রিয় কার্য্য কখনই করিবে না। যাবজ্জীবন পিতা মাতার আজ্ঞা প্রতি পালন করা পুত্রের প্রধান কর্ম্ম। পিতা মাতা যদ্যপি তোমাদিগকে কোন অসাধ্য কার্য্য করিতে বলেন, তাহাও হটাৎ অস্বীকার করিবেনা, বরঞ্চ যতদূর সাধ্য, করিবে। সেই কার্য্যের যে অংশ তোমার করিবার সাধ্য নাই, পিতা মাতা তাহা বুঝিবেন, বুঝিয়া তোমার প্রতি সন্তুষ্ট বৈ অসন্তুষ্ট হইবেন না। পিতা মাতা যদ্যপি কোন অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে বলেন, তাহাতেও হটাৎ বিরোধী হইবেনা, বরঞ্চ যে যে দোষ নিবন্ধন উহা অকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত, তাহা বিনয় ও মিষ্ট বচনের সহিত সবিস্তারে নিবেদন করিবে। তাহা হইলে সে কার্য্য করিতে' তাঁহারা আর পুনরাজ্ঞা করিবেন না, বরঞ্চ কার্য্যটী যে অকর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিপন্ন করিতে পারিলা, তজ্জন্য তাঁহারা জগদীশ্বরের নিকট তোমার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিবেন। কায়মনোবাক্য এবং ইন্দ্রিয় সকলকে সদাসর্ব্বক্ষণের জন্য অপার ভক্তি ও শ্রদ্ধা ভাজন পিতা মাতার সেবায় নিয়োজিত রাখিবে। পিতা মাতা রুগ্ন হইলে, সর্ব্বদা তাঁহাদিগের নিকটে থাকিয়া প্রাণপণে শুশ্রূষা করিবে। রোগের শান্তি নিমিত্ত চিকিৎসকেরা যে সমস্ত ঔষধ ব্যবস্থা করেন, তাহা যথা নিয়মে সেবন করাইবে। রোগের আতিশয্য নিবন্ধন সকলেরই কুপথ্য আহার করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। রুগ্না-

বস্থায় পিতা মাতাও যদি কোনরূপ কুপথ্য করিতে চাহেন, তবে তাহা খাইতে দিবে না। তজ্জন্য যদি তাঁহারা রাগ করেন কি কটু ভাষা বলেন, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিরক্ত হইবেনা, বরঞ্চ মিষ্ট বাক্যের সহিত ঐ ককল কুপথ্যের যে যে দোষ, তাহা প্রকাশ করিয়া বুঝাইয়া দিবে, তাহা হইলেই তাঁহারা কুপথ্য আহার করিবেন না। রোগাধিকারে পিতা মাতা যদ্যপি শয্যাতে কি গৃহের কোন স্থানে মল মূত্র ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তন্নিবন্ধন কিছু মাত্র ঘৃণা বা অশুচি বোধ করিবে না, বরং ঐ মল মূত্র স্বহস্তে দূরীকৃত করিয়া সেই শয্যা ও স্থান তৎক্ষণাৎ পরিষ্কার করিয়া দিবে। মনে কর, যে পিতা মাতা সন্তানের মল মূত্রে কিঞ্চিন্মাত্রও ঘৃণা বোধ করেন নাই, স্থবীর বা রুগ্নাবস্থা নিবন্ধন পিতা মাতার পরিত্যক্ত মল মূত্র দেখিয়া, যদি সন্তান ঘৃণা বা অশুচি বোধ করিল, তাহা হইলে পিতা মাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হইল কোথায়? আহা! জগতে পিতা মাতা কি অনু-পম পদার্থ! যে পিতা মাতার প্রতিপালনে এই শরীর বৃদ্ধি হইয়াছে, যাঁহারা স্নেহান্তঃকরণেরসহিত প্রতিপালন না করিলে, জন্মিবা মাত্রই কালগ্রাসে পতিত হইতে হইত, বালক! বালিকে! সর্ব্বক্ষণের জন্য মহোপকার ব্রতে ব্রতী, পরম ভক্তি ভাজন সেই জনক জননীর উপকার সাধন করিতে সকল সময় সকল কার্য্যে বদ্ধপরিকর হও। পিতা মাতার উপকার করিতে যাইয়া, যদি নিজে কষ্টরাশি উপভোগ করিতে হয়, তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইও না। এই পৃথিবী মণ্ডলে পিতা মাতার ন্যায় পরম হিতকারী আর কেহই নাই, এই কথাটী যেন সর্ব্বদা তোমাদিগের অন্তঃকরণে জাগরূক থাকে।

বালক বালিকে! পিতা মাতা বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত যাঁহা-

দিগের হস্তে তোমাদিগকে সমর্পণ করেন, তাঁহারা তোমাদিগের শিক্ষা গুরু। শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীকে পিতা মাতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করা তোমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। পিতা মাতা আমাদিগকে জন্মদিয়াছেন, তজ্জনিত আমরা জগদীশ্বরের বিশাল সাম্রাজ্যের কত কত বিচিত্র শোভা নয়ন ভরিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি, আবার শিক্ষক শিক্ষাদানদ্বারা আমাদিগের সেই সামান্য চক্ষুকে দিব্যচক্ষু রূপে পরিগণিত করিয়াছেন। এ জগতে শিক্ষক পরমহিতৈষী গুরুদেব। তিনি অপরের সন্তানের জন্য এত চিন্তা এত কষ্ট সহ্য করিয়া থাকেন। কিরূপে বালক ও বালিকাটী বিদ্বান ও বিদুষী, বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিমতী হইবে, কিরূপে সমাজে তাহাদিগের আদরের সীমা থাকিবেনা, সকলে প্রশংসা করিবে, পিতা মাতার আনন্দ বৰ্দ্ধিত হইতে থাকিবে, শিক্ষক সর্ব্বদা সেই জন্য ব্যস্ত। বালক বালিকাগণ যাহাতে পবিত্র ভাবে ধর্ম্ম পথে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, ভবিষ্যতে যাহাতে তাহারা পবিত্র গৃহস্থাশ্রমে অশেষ সুখ সম্ভোগ করিতে পারে, সে সকল বিষয়ে, এবং বিদ্যা শিক্ষা, নীতি শিক্ষা ও ব্যবহার পদ্ধতি শিক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয়ে, কায়মনোবাক্যের সহিত শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রী সদা সর্ব্বক্ষণ উপদেশ প্রদান করিতেছেন। বল-দেখি, অপরের সন্তানের নিমিত্ত আত্ম সুখ অধিকাংশে বিসৰ্জ্জন দিয়া, এরূপ নিরপেক্ষ ও নিস্বার্থ ভাবে, সন্তানগণের মঙ্গল কামনা আর কে করিয়া থাকে? শিক্ষক আমাদিগকে শিক্ষা-দান না করিলে, আমাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ না দিলে, ভবিষ্যতে সংসারে প্রবেশ করিলে কিরূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, সে সকল বিষয়ের সদুপদেশ প্রদান না করিলে, আমরা কদাচ বিদ্বান, এবং তন্নিবন্ধন ধার্ম্মিক ও ন্যায়বান হইতে এবং

ভবিষ্যতে দক্ষতার সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতাম না। তাহা হইলে অরণ্যবাসী পশুতে আর আমাদিগেতে কি প্রভেদ থাকিত। সুতরাং শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রী আমাদিগের পরম হিতৈষী, পিতা মাতার সমান স্থানীয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সমান ভাজন। আমরা যে বিদ্যাশিক্ষা করিব, তদ্দ্বারা আমাদেরই উপকার হইবে, আমাদিগেরই আত্মীয় স্বজনের সুখ সম্ভোগ বৃদ্ধি হইবে, আমাদিগেরই সৌভাগ্য। বাস্তবিক যাঁহাদিগের প্রসাদে এই ফল, তাঁহারা কত কষ্ট, কত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আমাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতেছেন! আহা! কি নিস্বার্থ ভাব! কতদূর স্নেহ! কতদূর বাৎসল্য! আর কতদূরই বা করুণা! হে বালক বালিকে! এমন যে মহোপকারী শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রী, আমরণ কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিও, ভক্তি ও শ্রদ্ধাদ্বারা সেই কৃতজ্ঞতা সর্ব্বদা বিভাষিতা রাখিও, জীবন তাঁহাদিগের চরণ কমলে উৎসর্গ করিও।

বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাশিক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। শাস্ত্র কর্ত্তারা বলিয়াছেন "বিদ্যারত্নং মহাধনং"। বাস্তবিকও বিদ্যা অমূল্য ধনই বটে। বিদ্যার সহিত কোনরূপ ধনেরই তুলনা হইতে পারেনা। সসাগরা পৃথিবীর একাধিপত্যও বিদ্যার তুল্য নহে। সম্রাটের সাম্রাজ্য অদ্য আছে, হয়তো কল্যই অন্যের হইতে পারে। কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তির অমূল্য সম্পত্তি বিদ্যা, মরণ পর্য্যন্ত তাঁহার সর্ব্বদাই নিজ-স্ব। বিদ্বান ব্যক্তির সর্ব্বত্র সমান সমাদর। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত চাণক্য বলিয়াছেন "বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈবতুল্যং কদাচনঃ, স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে"। অর্থাৎ রাজা ও বিদ্বান ব্যক্তি কখনও সমতুল্য নহে; কেননা রাজা

কেবল আপন দেশেই মাননীয় কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি সকল দেশেই সম্মানিত। বিদ্যাশিক্ষা না করিলে কখনই মনুষ্যের জ্ঞান জন্মে না, বুদ্ধি বিমার্জ্জিত হয় না। যে দেশের অধিবাসিগণ বিদ্বান্ সেই দেশই সভ্যদেশ, আর যে দেশের অধিবাসিগণ মূর্খ সেই দেশই অসভ্য দেশ। বালক বালিকাগণ! একটী দীপ্যমান দৃষ্টান্ত সমালোচনা কর, বুঝিতে পারিবে, বিদ্যাবলে আশাতিরিক্ত কার্য্য সকলও অনায়াসে নির্ব্বাহ করা যায়। অতি পুরাকালে এই অধঃপতিত দুঃখী ভারতবর্ষ এবং রোম প্রভৃতি দেশ সকল সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরূঢ় ছিল। ভারতবর্ষের মধ্যেই যে বাল্মীক, ব্যাস, গৌতম, কপিল, মনু, অত্রি, হারীত, এবং যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মহা মহোপাধ্যায়গণ জন্মিয়া ছিলেন এবং রামায়ণ মহাভারত, দর্শন, সংহিতা, বেদ এবং বেদাঙ্গ শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি জগদনুপম শাস্ত্র সকল যে, ভারত মাতার তদানীন্তন সন্তানগণের বিদ্যা বৃক্ষের প্রত্যক্ষ ফল, ইহা এক্ষণ অলিক কল্পনা বলিয়া বোধ হয়। আবার দেখ, আমাদিগের বর্ত্তমান রাজ পুরুষ ইংরাজগণ, যাঁহারা পুরাকালে যারপর নাই অসভ্য ছিলেন। যাঁহারা অস্মদ্দেশীয় পর্ব্বতবাসী অসভ্য লোকদিগের ন্যায় অখাদ্য আহার এবং বৃক্ষ তলে শয়ন করিতেন, বিদ্যার অসাধারণ মহিয়সী শক্তিবলে, এবং বিদ্যা জনিত জ্ঞানালোকে, আজ তাঁহারা সর্ব্ব দেশীয় সর্ব্বপ্রকার অধিবাসিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং আলোকিত। রোম সম্রাট জুলিয়সসিজর যৎকালে পর্ণকুটিরাবৃত ব্রিটনদ্বিপ আক্রমণ করেন, তখন তৎকালীয় ব্রিটনরাজ কেসিভিলেনস, রোমীয়গণের জাঁক জমক এবং পারিপাট্য দেখিয়া ভয়চকিত এবং একান্ত বিহ্বলচিত্ত হইয়াছিলেন। সেই পর্ণকুটীরময় ব্রিটনদ্বিপ, এক্ষণ ইন্দ্রের

অমরাপুরী! যদ্যপিও এ সকল কাল চক্রের মহিমা সত্য, তথাপি বিদ্যার অবনতি ও উন্নতিই এইরূপ অধঃপতনের ও উত্থানের প্রকৃত ও চরম নিদান। উচ্চ আশা উচ্চ ভরসার বিষয় ছাড়িয়া দাও, বিদ্যা শিক্ষা না করিলে কেহ আপনা আপনাকেই প্রকৃত প্রস্তাবে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। মূর্খতাই আমাদিগের দেশের অসভ্য ও ইতর লোকদিগের দুরবস্থার প্রকৃত নিদান। বিদ্যা শিক্ষা করিলে সকলই হয়, সকলই পাওয়া যায়। বিদ্যা বিনয় দেন, ঈশ্বর কি, পরলোক কি, পাপ করিলে নিরয়গামী হইতে হইবে কেন? এবং পুণ্য কার্য্য করিলে ঈশ্বরানুগৃহিত এবং স্বর্গগামী হইতে পারা যাইবে কেন? এ সমস্ত বিষয় বিদ্যা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। বিদ্যা অবিনশ্বর সম্পত্তি! তোমার প্রচুর অর্থ আছে, তুমি তাহা অজস্র ধারে দান করিতে থাক, অল্পাদিনের মধ্যে সমুদয় অর্থ ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে কিন্তু অজস্রধারে বিদ্যা দান কর, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। কি চমৎকার সম্পত্তি! একটী মূর্খ ও একটী পণ্ডিতের তুলনা কর, দেখিবে একটী নিরেট পাষাণ, একটী মূর্ত্তিমান প্রেম, একটী পশু, আর একটী দেবতা। দ্রুতগতি বাষ্পীয়যান এবং তাড়িৎ বার্ত্তাবহ প্রভৃতি যে সকল অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভূত ঘটনা সকল নিষ্পন্ন হইতেছে সমস্তই বিদ্যার ফল। অতএব হে বালক বালিকে! কায়মনোবাক্যের সহিত বিদ্যা শিক্ষা কর, তাহাতে অনুমাত্রও ত্রুটী করিবেনা। মূর্খ হইয়া পৃথিবীতে জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

প্রত্যেক বালক বালিকারই সময়ের সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সময়ও অমূল্য সম্পত্তি। বিশেষতঃ যে সময় একবার বিফলে গত হয়, লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দান করিলেও তাহা পুনঃ

প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে বালক বালিকাগণ সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে, অবশ্যই তাহাদিগের মনুষ্যত্ব জন্মে, এবং নিশ্চয়ই সংসারে তাহারা সুখী হয়। খেলার সময় খেলিবে, পড়িবার সময় পড়িবে, অর্থাৎ বালকজীবনের যে সকল কার্য্য নিতান্ত করণীয়, তাহার প্রত্যেক কার্য্য তদুপযুক্ত সময়ে সম্পন্ন করিবে।

পিতার পিতা জগদীশ্বরের উপাসনা করা, তাঁহাকে হৃদয় মধ্যে সদা সর্ব্বক্ষণ জাগরুক রাখা, প্রত্যেক বালক বালিকার একান্ত কর্ত্তব্য। পাপের সংসর্গ হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবে এবং বিজ্ঞজনগণের উপদেশমত পুণ্য জনক কর্ম্ম সাধ্যমত সাধন করিবে। প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা ব্যবহার করিবেনা। বালক বালিকাগণের সম্বন্ধে মিথ্যা কথন যেমন ঘোরতর অনিষ্ট জনক, এমন আর কিছুই নহে। একটী মিথ্যা কথা বলিলে, উহা প্রতিপন্ন করিতে আবার সহস্রটী মিথ্যা কথা বলিতে হয়। কি জঘন্য বিষয়! মিথ্যা বাদী বালক বালিকাকে সকলেই ঘৃণা করে। অতএব কখনও মিথ্যা কথা বলিবেনা! পিতা মাতা এবং অপরাপর গুরুজনদিগকে সর্ব্বদা শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে। কনিষ্ঠগণের প্রতি নিতান্ত বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করিবে এবং আপন পর সকলের নিকটই বিনয়ী হইবে। পরের দ্রব্যে কখনও লোভ করিবেনা। কাহারও কোন পরিত্যক্ত বস্তুও যদি পাওয়া যায়, তাহাও লোষ্ট্রবৎ উপেক্ষা করিবে। পরের উপকার করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে, কিন্তু কদাচ কোন অনিষ্ট করিবেনা। অসৎ সংসর্গে কখন যাইবেনা, অসৎ বালকের মুখ দর্শন পর্য্যন্ত করিবেনা। বালক বালিকে! সর্ব্বশেষে তোমাদিগকে একটী উপদেশ প্রদান করিতেছি, সাবহিত চিত্তে শ্রবণ

কর। প্রত্যেক মনুষ্যেরই জগতের উপকারে লাগা কর্ত্তব্য। তোমার যেন এইটী বেস্ লক্ষ্য থাকে, যে আমি সর্ব্বপ্রকারে জগতের সম্যক্ উপকার সাধন করিতে না পারিলেও কোন না কোন বিষয়ে অবশ্যই পৃথিবীর উপকার সাধন করিয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের কথঞ্চিৎ সাফল্য সাধন করিব।

বালক বালিকে! ক্রমে ক্রমে তোমাদিগের বাল্যকাল গত হইয়া যৌবনের প্রারম্ভ হইল, সংসারে প্রবেশ করিতেছ, সুতরাং এক্ষণ তোমরা গৃহস্থ ও গৃহিণী। আইস, গৃহস্থ ও গৃহিণী জীবনী বিষয়ে সাধ্যমত উপদেশ দিতেছি। আশা করি তোমরা মনোযোগের সহিত তাহা শ্রবণ করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গৃহস্থ ও গৃহিণী।

গৃহস্থ

মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পিতা মাতার যত্নে প্রতিপালিত হইতে থাকে। কাল সহকারে শৈশব, কৌমার প্রভৃতি অবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনে উপনীত হয় এবং এই কালে ক্রমে সংসারে প্রবিষ্ট হইতে থাকে। যে প্রথমাবস্থায় শিশু ছিল সে এক্ষণ যুবক অথচ সংসারী। পিতা মাতা এক্ষণ সাংসারিক বিষয়ে অনেকাংশে মুক্তভার। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত, উপযুক্ত এবং সংসারী হইয়াছে আর তাঁহাদিগের চিন্তা কি! পুত্রকে এতদিন পর্য্যন্ত পিতা মাতা যত্নের সহিত লালন ও পালন করিয়াছেন; ভবিষ্যতে সংসারে প্রবেশ করিলে কি কি নিয়মে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, সে সমস্ত বিষয়ের সদুপদেশসহ রীতিমত বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছেন। সেই পুত্র এক্ষণ বাস্তবিকই সংসারে প্রবেশ করিল, সুতরাং এক্ষণ সে প্রকৃত গৃহস্থ। এই গৃহস্থ যখন শিশু ছিল, তখন কেবল ক্ষুধা লাগিলে আহারীয়, নিদ্রা বোধ হইলে শয্যান্বেষণ প্রভৃতি কতিপয় শিশু বুদ্ধিগম্য চিন্তা ব্যতীত আর তাহার কোনই চিন্তার কারণ ছিলনা, কিন্তু এক্ষণ আর সে শিশু নয়, এখন কি উপায়ে সুচারু রূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, সে সমস্ত চিন্তা তাহার উপর ন্যাস্ত হইয়াছে। এক্ষণ তাহার প্রত্যেক পদক্ষেপণেও অতিশয় সাবধানতা ও সতর্কতা আবশ্যক করে।

পরম করুণাময় পরমেশ্বরের উদ্দেশে সংসারের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করা গৃহস্থের সর্ব্ব-প্রধান কার্য্য। যে গৃহস্থ সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সকল সময়েই জগদীশ্বরকে চিত্তে ধ্যান করিয়া থাকে, সেই প্রকৃত সংসারী এবং তাহার সংসারই যথার্থ সুখের সংসার। এ সংসারে সাগর তরঙ্গ-বৎ পর্য্যায় ক্রমে সুখ ও দুঃখ বিরাজমান। এমন কোন ব্যক্তিই নাই, যিনি বলিতে পারেন, আমাকে কখন দুঃখের কঠোর আঘাত সহ্য করিতে হয় নাই, কিম্বা ভবিষ্যতে কখনও আমাকে নিদারুণ দুঃখযন্ত্রনা সহ্য করিতে হইবে না। অতএব সম্পদে উদ্‌ভ্রান্ত, এবং বিপদে মুহ্যমান না হইয়া, ধৈর্য্য সহকারে সকল সময়, সর্ব্ব প্রকার অবস্থায়, সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত, সেই দয়াময় বিশ্ব বিধাতার পূজা করিবে, যেন তাহাতে অণুমাত্র ত্রুটী না হয়। রজনী সুপ্রভাতা হইবা মাত্র গৃহস্থ বিশ্রাম শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ সর্ব্ব প্রথমেই জগদীশ্বরের আরাধনা করিবে, এবং তাঁহার নিকট বিনীত ভাবে সহৃদয়ে প্রার্থনা করিবে "দয়াময়! অদ্য আমি যে সকল কার্য্য করিব, অর্থাৎ অদ্য সংসারক্ষেত্রে আমাকে যে সকল কার্য্য করিতে হইবে সে সমস্ত কার্য্যই যেন তোমার শুভ উদ্দেশে সাধিত হয়। তোমার মঙ্গল ভাব যেন আমার প্রত্যেক কার্য্যের অন্তস্তল পর্য্যন্ত অধিকার করে। করুণা সিন্ধো! আমার সহায় হও, যেন কোনরূপ অসাধুতা আমার কৃত সাংসারিক কোন কার্য্য স্পর্শ করিতে না পারে। সাধুতার পবিত্রাবরণে সর্ব্বদা আমাকে আবরিত করিয়া রাখ। দুর্ব্বলের বল! আমাকে বল দেও, যেন আমি প্রবল পাপের হস্ত হইতে সর্ব্বক্ষণ আপনাকেআপনি রক্ষা করিতে পারি"।

আবার সন্ধ্যার সময় রীতিমত তাঁহার উপাসনা করিবে, এবং হৃদয়ের সহিত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে, "হে করুণাময়! আমি তোমার পবিত্র পদচ্ছায়াশ্রয়ের বলে সমস্ত দিন যে রূপ নির্ব্বিঘ্নে কর্ত্তন করিতে পারিয়াছি, তেমনই যেন সমস্ত যামিনী পরিবার গণ সহ নির্ব্বিঘ্নে যাপন করিতে পারি" ইত্যাদি।

গৃহস্থ যে কেবল এই দুই সময়েই জগদীশ্বরের আরাধনা করিবে এমত নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতি দিবস সর্ব্বক্ষণই ঈশ্বরকে চিন্তা করিবে। তবে যদি সাংসারিক কার্য্যাবল্য জনিত নিতান্ত অনবসর হয়, তাহা হইলে প্রাতঃকালে কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ব্ব সময়ে, এবং কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিশ্রাম লাভ সময়ে তাঁহাকে উপরের প্রণালিতে উপাসনা করিবেই করিবে। যে গৃহস্থ সংসারের প্রত্যেক কার্য্য সেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া সম্পন্ন করে, সেই ধার্ম্মিক গৃহস্থের গৃহ বাহ্যিক চাকচক্যশালী না হইলেও নিতান্ত সারগর্ভ। ধার্ম্মিক গৃহস্থের ধর্ম্মগৃহস্থিত সমস্ত পরিবারের মধ্যে কেমন যে এক মঙ্গলময় আনন্দোৎস প্রতি নিয়ত প্রবাহিত হইতে থাকে তাহা বর্ণনা করা যায় না। ধার্ম্মিক গৃহস্থের ধর্ম্মোপদেশের বলে আর তাঁহার সাধু দৃষ্টান্ত সকল অনুকরণ করিয়া সমস্ত পরিবার ধার্ম্মিক হয় এবং বিশ্বপতি তাহার গৃহে সর্ব্বদা বিরাজমান। পক্ষান্তরে যে গৃহস্থ ঐরূপ কার্য্যের বিপরিতাচারী, সে গৃহস্থপদের বাচ্য নহে। তাহার গৃহ বাহ্যিক সুন্দর ও শোভমান হইলেও নিতান্ত অন্তঃসার শূন্য। তথায় আনন্দোৎসের পরিবর্ত্তে সর্ব্বদা নিরানন্দের, বিবাদ কলহের এবং অপ্রণয়ের উৎস প্রবাহিত। পরিবার গণের মধ্যে কাহারও সহিত কাহারও ঐক্য নাই বরঞ্চ

তন্নিবন্ধন পরস্পরের মানসিক কষ্টের সীমা নাই। ধার্ম্মিক লোকের চক্ষে সেই অধর্ম্মগৃহ প্রেতপুরীবৎ প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক ঐরূপ অধার্ম্মিক ব্যক্তির সংসার এক সময় না এক সময় অবশ্যই যে সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে ইহা নিঃসন্দেহ, ধ্রুবনিশ্চয়! অতএব পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে প্রত্যেক পদ বিক্ষেপে সেই অখিল বিশ্বনাথের প্রতি নির্ভর করিয়া গৃহ কর্ম্ম সম্পন্ন করা গৃহস্থের সর্ব্ব প্রথম এবং প্রধান কার্য্য।

সাংসারিক কার্য্য সৌকার্য্যার্থে অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং গৃহস্থকে এক্ষণে অর্থাগমের চেষ্টা করিতে হইবে। ধনোৎপত্তি করিতে অন্য কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতে না পারিলে, প্রথমতঃ সহজশ্রমসাধ্য সহজ উপায় অবলম্বন করিয়া ধনোৎপাদন করিতে থাকিবে। বিজ্ঞ জনেরা সেই উপায় দ্বারা যে ধন অর্জ্জন করেন, তাহার সমুদয়ই ব্যয় না করিয়া কতকাংশ রক্ষা করেন, উহা সঞ্চিত ধন হয়। ঐ সঞ্চিত ধন আবার মূলধনে পরিণত করিয়া পুনরায় নূতন ধন অর্জ্জন করেন। মূলধনদ্বারা ধন বৃদ্ধি করিতে হইলে লাভ জনক কর্ম্মে তাহার প্রয়োগ করা আবশ্যক। তাহা হইলে যত ধন প্রয়োগ করা যায় তাহা অপেক্ষা অধিক উৎপন্ন হইয়া ধন বৃদ্ধি হইতে থাকে। অর্থাৎ লাভ জনক কার্য্যে অর্থ প্রয়োগ করিলে যে অধিক ধন লাভ হয়, ঐ লভ্য ধনের কিয়দংশ বাঁচাইয়া মূল ধনে যোগ করা গেলে ক্রমশঃ ধনবৃদ্ধি হইতে থাকে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে অর্থোপার্জ্জনের পথ ত্রিবিধ যথা ১ম বাণিজ্য, ২য় কৃষিকার্য্য এবং ৩য় রাজসেবা। এই ত্রিবিধ উপায়ের মধ্যে বাণিজ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তৎপর কৃষিকার্য্য, কৃষিকার্য্যের পর রাজসেবা। অর্থাৎ বাণিজ্য প্রথম শ্রেণী, কৃষিকার্য্য দ্বিতীয় শ্রেণী,

এবং রাজসেবা তৃতীয় শ্রেণী। গৃহস্থ যদি ভাগ্য ক্রমে পৈতৃক কোন ধন সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারেন তবে সেই ধন বৃদ্ধি করিতে হইলে (যাহা করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম) সংসারে প্রবেশ করতঃ সেই ধন কিম্বা তাহার একাংশ মূলধন করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পরিণামদর্শী বিচক্ষণ এবং তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন অথচ ন্যায়পরায়ণ কত কত লোক যে এক মাত্র এই বাণিজ্য ব্যবসায়াবলম্বন করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া গিয়াছেন এবং হইতেছেন তাহা এস্থলে লিখা বহুলতা মাত্র। সুতরাং ধনাগম ও ধন বৃদ্ধি সাধন করিতে বাণিজ্যই প্রথম ও প্রধান উপায়। আর যদি পৈতৃক কোন ধন সম্পত্তি না থাকে তাহা হইলে প্রথমতঃ গৃহস্থকে তৃতীয় উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এই উপায়াবলম্বন দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জন করা যাইবে সেই অর্থের আয়ব্যয় সম্বন্ধে প্রথম হইতেই এরূপ সাবধান হইতে হইবে যেন কিছু কাল পরে এই তৃতীয় উপায় জনিত উপার্জ্জিত অর্থের ব্যয়াবশিষ্ট সঞ্চিত আয় দ্বারা কোন রূপ ব্যবসায় আরম্ভ করা যাইতে পারে। অর্থোপার্জ্জন বিষয়ে সকল কথার মূলই ব্যয় সম্বন্ধে সতর্কতা। অপরিমিতব্যয়ী ব্যক্তি কস্মিন্ কালেও ধনাগম বা ধনবৃদ্ধি সাধন করিতে সক্ষম হইবে না। মনে কর আমি তৃতীয় উপায় রাজসেবা অবলম্বন করিলাম, আমার মাসিক বেতন পনর টাকা অবধারিত হইল। এক্ষণ আমার সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য, যেন আমি ব্যয় বাদে প্রতি মাসে ছয় সাত টাকা সঞ্চয় করিতে পারি। ছয় সাত টাকা সঞ্চয় করিতে না পারিলে নিতান্তপক্ষে এবং নিশ্চিতরূপে মাসিক পাঁচ টাকা সঞ্চয় করিতে হইবেই কি হইবে। অবশিষ্ট দশ টাকা

দ্বারা যেরূপেই হউক আমার যাবতীয় সাংসারিক মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। এস্থলে এইরূপ আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, মাসিক দশ টাকা দ্বারা ব্যয় কুলন হইতে পারে না। এ আপত্তি কার্য্যকারী নহে। একখানি পরিধেয় বস্ত্রের মূল্য চারি আনা হইতে চারিশত টাকা কি তদূর্দ্ধ হইতে পারে। আমার যখন পরিধেয় বস্ত্রের প্রয়োজন হইবে, তখন আমাকে দেখিতে হইবে কি মূল্য দ্বারা ঐ বস্ত্র ক্রয় করিলে আমার আয় ব্যয়ের সহিত সামঞ্জস্য থাকিবে। এইরূপ যাবস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের সহিত আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিলে বরঞ্চ সুখ সচ্ছন্দতার সহিত ঐ দশ টাকা দ্বারাতেই সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে। আমি দেখিতেছি রাজস্থানের রাজচক্রবর্ত্তীর প্রধান সচিব বড় বড় লোক। সহস্র মুদ্রা তাঁহার মাসিক আয়, কত দাস দাসী আছে; কেহবা হাট বাজার হইতে ফল মূল তরকারি আদি খাদ্য দ্রব্য এবং পরিধেয় নানা রূপ বসন ভূষণ প্রভৃতি সামগ্রী সম্ভার বহন করিতেছে, কেহবা তাঁহার শরীর সুশ্রুষা করিতেছে, পাচক পাক করিয়া দিতেছে, ইত্যাদি। • তাহা দেখিয়া আমাকে বিকারগ্রস্থ চিত্ত হওয়া উচিত নহে। আমার মাসিক বেতন মাত্র পঞ্চদশ মুদ্রা, সুতরাং আমার ও তাঁহার অবস্থা পরস্পার তুলনা করা যাইতে পারে না। জগদীশ্বর আমাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছেন আমার সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যে খাদ্য দ্রব্য এবং যে বসন ভূষণ আহরণ জন্য সচিবপ্রবরের অনুচর বর্গের সাহায্য আবশ্যক করে, আমার ন্যায় অবস্থাপন্ন ব্যক্তির উপযোগী সেই সমস্ত নিজে অর্জ্জন ও আহরণ করা বিধেয়। আমি গাছ লাগাইব তরকারি অর্জ্জন করিব। বাজারে যাইয়া বসন ভূষণ

প্রয়োজন মত ক্রয় করিয়া লইব। তন্নিবন্ধন আমার মাত্র অপমান বোধ করা উচিত হয় না। স্থূল কথা এই যে অবস্থানুসারে চলিলে এবং কার্য্য করিলে সকলই বজায় থাকে এবং যখন যে অবস্থায় থাকা যায় তখনকার সেই অবস্থাই সুখপ্রদ জ্ঞান করিতে হয়। সুখ দুঃখ মনের ধর্ম্ম। অমুক বড় লোক, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে তাহা হইতে দুরবস্থাপন্ন করিয়াছেন, এই রূপ দুর্ভাবনা ক্ষণ কালের জন্যও অন্তঃকরণে উদয় হইতে দেওয়া উচিত নয়। জগৎ সংসার পর্য্যালোচনা করিলে, যেমন আপনার অবস্থা হইতে কত উচ্চ শ্রেণীর লোক দেখা যায়, তেমনই আবার আমা হইতে হীনাবস্থ লোকও শত সহস্র নয়ন গোচর হয়। সুতরাং অবস্থা মন্দ বিবেচনা না করিয়া, সাহস ও উদ্যমের সহিত সাংসারিক কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করা উচিত। যে সচিবপ্রবরকে উপলক্ষ করিয়া এই রূপ সমালোচনা করিলাম, গার্হস্থ ধর্ম্মের নিয়মানুসারে তিনিও গৃহস্থ, আমিও একজন গৃহস্থ, আবার আমা হইতে হীনাবস্থাপন্ন যে ব্যক্তি সেও একজন গৃহস্থ। অতএব অবস্থার প্রতি কখন অসন্তুষ্ট না হইয়া, বরঞ্চ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া, যাহাতে সেই অবস্থার দিন দিন উন্নতি সাধন করিতে পারাযায়, তৎপক্ষেই বিশেষ মনঃ সংযোগ করা গৃহস্থের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আবার এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, আমি যেন বুঝিলাম যে ভবিষ্যদুদ্দেশ্যে আমার মাসিক বেতন উল্লিখিত পনর মুদ্রার ন্যূন সংখ্যা তৃতীয়াংশ নিয়মিত রূপে সঞ্চয় করিতে হইবে। কিন্তু হয়ত আমার স্বীয় পোষ্য পরিবার বর্গ তাহাতে কষ্ট বোধ করিলেন। এরূপ ঘটনা স্থলে গৃহস্থের কর্ত্তব্য যে, পারিবারিক গুরুতর ও লঘুতর

ব্যক্তিগণকে বিনয় ও বৎসলতার সহিত যথোচিত রূপে বুঝাইয়া দিবে, যে আমার অবস্থানুসারে না চলিলে সংসারে সামঞ্জস্য থাকিবেনা। তাহা হইলে ভবিষ্যতে সংসারের উন্নতি না হইয়া বরঞ্চ গার্হস্থ্য নিয়ম ভঙ্গ জনিত, অপকার সংঘটিত হইবে। এইরূপ বিনয় ও দৃষ্টান্তের সহিত তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলে, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন এবং প্রতিপালক গৃহস্থের অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া দিন যাপন এবং স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে, বোধ হয় কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না।

উপরে যাহা যাহা লিখিত হইল, তদ্দ্বারা ইহা একরূপ প্রতিপন্ন করা গেল যে, তৃতীয়পন্থা রাজসেবাদ্বারা উপার্জ্জিত অর্থের তৃতীয়াংশ, যেরূপেই হউক সঞ্চয় করিতে হইবে। আমরা পঞ্চদশ মুদ্রা লইয়া দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়াছি। সে হিসাবে আমার পাঁচ টাকা মাসিক এবং ষাইট টাকা বার্ষিক সঞ্চিত হইল। এক, দুই, তিন বৎসরে ক্রমান্বয়ে ষাইট, এক শত বিশ, এবং একশত আশি টাকা হইল। এক্ষণ আমি একশত মুদ্রা মূল ধন লইয়া কোন রূপ ক্ষুদ্র ব্যবসায় অবলম্বন করিলাম। যে কাল পর্য্যন্ত ন্যায় পথে থাকিয়া উক্ত ব্যবসায়ের, বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে না পারি, সে কাল পর্য্যন্ত রাজসেবাটিও ক্ষান্ত করিলাম না, অথচ অবলম্বিত উক্ত ব্যবসায়টিও উন্নতির দিকে চালাইতে লাগিলাম। পরে যখন দেখিলাম এবং বুঝিলাম যে এক্ষণ ব্যবসায়ের উন্নতির দ্বারাই ধনাগম বা ধনবৃদ্ধি সাধন করা যাইবে এবং অধীনতা রাজসেবা পরিত্যাগ করিলে, আর কোন ক্ষতির কারণ হইবেনা, তখন আমি উক্ত অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া, ব্যবসায়ের উন্নতি পক্ষেই দৃঢ় রূপে মনঃ সংযোগ করিলাম। ক্রমান্বয়ে

ঐ একশত মূল ধন দ্বিশতে, দুই শত চারিশতে, এবং চারিশত পাঁচশতে পরিবর্দ্ধিত এবং বাণিজ্যের আয়তনও ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এক্ষণ আমি রীতিমত ধন সঞ্চয় কার্য্যে ব্রতী। কিন্তু এস্থলে ইহা বক্তব্য যে, বাণিজ্য ব্যবসায় অতি সাধারণ মনে করিলে চলিবে না। সংসারে যত প্রকার কার্য্য আছে, বাণিজ্য তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। বাণিজ্য অতিশয় বিচক্ষণতার সহিত নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ইহাতে ছল প্রবঞ্চনা করিলে কিম্বা কোন প্রকার অধর্ম্মাচরণ করিলে, কস্মিন্ কালেও উন্নতি লাভ হইবেনা, অথবা আশু হইলেও, পরিণামে থাকিবে না। সুতরাং বাণিজ্য কার্য্যে অতিশয় ন্যায়-পরায়ণ এবং সত্যবাদী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যতদূর পারা যায়, পরিণামে কি ফল ফলিবে, অগ্রে তাহা বিশেষরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করা উচিত। অনৃতবাদী, দুশ্চরিত্র এবং অপরিণামদর্শী অসভ্য ব্যক্তির বাণিজ্য ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করা বিড়ম্বনা মাত্র। এস্থলে আর কয়েকটী কথা বক্তব্য। ব্যবসায়ী কখনও একক ব্যবসায়টী চালাইতে পারেন না। আয় ব্যয়ের কাগজপত্র হিসাবাদি লিখিত পড়িত করিতে এবং তহবিল আদি মূলধন রক্ষা করিতে হয়। একই সময়ের মধ্যে সহজ মূল্যে অন্যত্র হইতে পন্য দ্রব্য আমদানি করিয়া, অধিক মূল্যে বিক্রী করিতে হয়, আবার অল্প মুল্যে ক্রীত ও সঞ্চিত এখাকার পন্য দ্রব্য অধিক মূল্যে বিক্রী করিয়া লাভ করিবার নিমিত্ত, অন্যত্র রপ্তানি করিতে হয়, ইত্যাদি। কেবল মাত্র দুইটী হস্ত দুইটী পদ বিশিষ্ট একটীমানব-মূর্ত্তিদ্বারা এই সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া যে সুদূরপরাহত, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। সুতরাং ব্যবসায়ীকে বাধ্য হইয়া অনেক অধীন কর্ম্মচারী অর্থাৎ

সাহায্যকারী নিযুক্ত করিতে হয়। এই কর্ম্মচারী নিয়োগ, ব্যবসায়ীর পক্ষে অতিশয় তীক্ষ্ণ বিবেচনার কার্য্য। যাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে হইবে, নিযুক্ত করার অগ্রে তাহাদিগের চরিত্র সম্পূর্ণ রূপে পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত। প্রবঞ্চনা, প্রতারণা যেন অণুমাত্র তাহাদিগের চরিত্রে না থাকে। অথচ তাহাদিগকে অতিশয় কর্ম্মঠ ও পরিশ্রমী হইতে হইবে, যেন মূলধনীর ব্যবসায়ের একটী পয়সাও অপব্যয় হইলে, তাহাদের শোণিতে পর্য্যন্ত বেদনা বোধহয়। কর্ম্মচারিগণ সুচতুর অথচ বিনয়ী হইবে, প্রাপ্যাদায়ী অথচ মিষ্ট ভাষী হইবে, বিশুদ্ধ হিসাবী অথচ সরল হইবে। ব্যবসায়িন্! সাবধান, পরীক্ষোত্তীর্ণ এবং পবিত্র চরিত্র ব্যক্তি ব্যতীত কখনও অন্য লোককে নিযুক্ত করিও না। যদি কর তবে তোমার ব্যবসায়কে অতল সমুদ্র গর্ভে নিক্ষেপ করিও, তথাচ আর কোন আশা ভরসা মনে স্থান দিও না। ব্যবসায়ে অসাধু চরিত্র লোক নিযুক্ত করা আর জানিয়া শুনিয়া স্বহস্তে বিষপান করা এবং তজ্জন্য জ্বালায় জ্বলিয়া মরা, সকলই এক কথা, পরিণামে একই ফল ফলিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে ব্যবসায়ী অগ্রে সাবধান হইয়া, বিশেষ জানিয়া শুনিয়া এবং উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া, লোক নিযুক্ত করিলেও, আবার সেই লোকেই সময় বিশেষে ছল চক্রান্ত করিতে পারে। তেমন তেমন স্থলে যখনই তাহার দুশ্চরিত্রের অঙ্কুর প্রকাশ পাইবে, তখনই তাহাকে বিদায় দিবে. তাহাতে কদাচ ঔদাস্য করিবে না। যদি বিশ্বাসী এবং সাধু চরিত্র লোক সংগ্রহ করা যাইতে না পারে, তাহাহইলে, বরঞ্চ বাণিজ্য ব্যবসায় এক কালে নাকরাও শ্রেয়, তথাপি সতর্ক হওয়া উচিত, যেন অসাধু চরিত্র দুঃশীল ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া, অবশেষে পূর্ব্ব সঞ্চিত মূলের সহিত সর্ব্বস্বান্ত হইতে

না হয়। স্থূল কথা এই যে, একদিকে বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রম, সাহস এবং উদ্যোগ, অন্যদিকে সাবধানতা, ন্যায়, এবং সত্য। এই সকল নিতান্ত প্রয়োজনীয় গুণ-গ্রামের সহিত বাণিজ্য কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিলে, নিশ্চয় ধন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

বাণিজ্য ব্যবসায় না থাকিলে, কেবল টাকাদ্বারা পৃথিবীর কোনই উপকার হইত না। আমরা যে সমুদয় পদার্থ প্রয়োজন মত প্রাপ্ত হইতেছি এবং ব্যবহার করিতেছি, বাণিজ্য না থাকিলে তাহা আমরা পাইতে পারিতাম না, সুতরাং অভাব পূর্ণ না হইলে, পৃথিবীর কোন উপকার সাধিত হইত না। বাণিজ্য, শিল্প কার্য্যেরও উন্নতি সাধক, সুতরাং তন্নিবন্ধন দেশেরও মহোপকার সাধিত হইতেছে। আমাদিগের ব্যবহার জন্য যে সকল বস্তুর প্রয়োজন, শিল্প বিদ্যা প্রভাবে শিল্পী তাহা প্রস্তুত করিতেছে, বাণিজ্যের সাহায্যে আমরা তাহা প্রাপ্ত হইতেছি। মনে কর, পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকেই যেন শিল্প বিদ্যা শিক্ষা করিল, কিন্তু বাণিজ্য ব্যবসায় প্রচলিত নাই, তাহাতে দেশের কি উপকার হইবে? 'একজন শিল্পী ইচ্ছা করিল, আমি একখানা কাষ্ঠাসন প্রস্তুত করিব। এই আসন প্রস্তুত করিতে তাহার কাষ্ঠ চাই, লোহা চাই এবং আর আর উপকরণ যাহা যাহা আবশ্যক, তাহার সমুদয়েরই প্রয়োজন। সুতরাং এক্ষণ তাহাকে কাষ্ঠ-বিক্রেতা এবং লৌহবিক্রেতা 'অর্থাৎ যাহারা কাষ্ঠ ও লোহার বাণিজ্য করিয়া থাকে' তাহাদিগের সাহায্যের প্রয়োজন হইল। কিন্তু পৃথিবীতে বাণিজ্য নাই সুতরাং শিল্পীর বিদ্যা শিক্ষা পর্য্যন্তই থাকিল; প্রত্যুত তাহার বিদ্যায় দেশের উপ-কার দূরে থাকুক, তাহার নিজেরই কোন উপকার হইল না। বাণিজ্য না থাকিলে রীতিমত সভ্যতার সহিত সংসার

যাত্রা নির্ব্বাহ করা যাইতে পারিত না। সভ্যতা বাণিজ্য কর্ত্তৃক বৃদ্ধিশালিনী, বোধহয় ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যে দেশে যে পরিমাণে বাণিজ্যের উন্নতি, সভ্যতাও সেই পরিমাণে উন্নতিশালিনী। আমাদিগের রাজপুরুষগণ যে সম্প্রতি সভ্যতার উন্নতি সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, বাণিজ্যই তাহার মূল কারণ। আমাদিগের দেশ পূর্ব্বে যেরূপ অবস্থাপন্নই থাকিয়া থাকুক, এক্ষণ ইংলণ্ডের সহিত তুলনা করিলে, সভ্যতা বিষয়ে নিকৃষ্টাবস্থায় পরিণত হইয়াছে; বাণিজ্যের উন্নতি না থাকাই তাহার প্রধান কারণ। আবার আমাদিগের দেশও অন্য কোন না কোন দেশ হইতে অপেক্ষাকৃত সভ্য। অত্যন্ত উন্নতাবস্থ না হউক, আমাদিগের দেশে এখনও বাণিজ্য চলিতেছে, তাহা না থাকিলে আমাদিগের অবস্থা কত যে মন্দ হইত, তাহা বলা যায় না। অসভ্য পার্ব্বত্য জাতি, গারো মেচ্ প্রভৃতির অবস্থা এতদূর মন্দ কেন? এ প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, তাহাদিগের মধ্যে কোনরূপ বাণিজ্য নাই। পর্ব্বত ও পাহাড়ে স্বতঃ যে সমুদয় উদ্ভিদ জন্মিতেছে, তাহার ফল মূল আর বন্য পশ্বাদির কাঁচামাংস আহার, বৃক্ষ-বল্কল ও পশ্বাদির চর্ম্ম দ্বারা গাত্রাবরণ প্রস্তুত, এবং পর্ণ কুটিরে বা বৃক্ষতলে বাস করিতেছে। কৃষিকার্য্যও কিছুই নাই; কোথায় কোথায় দেখা যায়, কোন কোন গারো মেচ্ প্রভৃতি পর্ব্বতবাসিগণ, কথঞ্চিৎ প্রকারের ফল মূল ও ধান্যাদি শস্য কিয়ৎ পরিমাণে উৎপন্ন করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐরূপ কৃষিকার্য্যের অবস্থা নিতান্তই জঘন্য, তদ্বিষয়ে অধিক বলা বহুলতা মাত্র। বাণিজ্য ব্যবসায়দ্বারা কেবল ব্যবসায়ীর নিজেরই যে উপকার হয়, তাহা নহে, প্রকৃত পক্ষে তজ্জনিত দেশেরও অনেক

উপকার হয়, উল্লিখিত বিষয়পরম্পর দ্বারাই তাহা এক রূপ দেখান হইল। দেশের সম্বন্ধে যে যে উপকারের বিষয় উল্লেখ করা গেল, তদ্ব্যতীত আরও অনেক প্রকৃত উপকার সাধিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলাগিয়াছে, একক কেহই বাণিজ্য ব্যবসায় করিয়া উঠিতে পারে না। ব্যবসায়ীকে বাধ্য হইয়া সাক্ষাতে ও পরোক্ষে অনেক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হয়। তাহারা আয় ব্যয়ের হিসাব পত্র লিখিত পড়িত করে এবং তহবিলাদি রাখে। এই উপায়ে অনেক লোকের উপার্জ্জনের পথ হইল, সুতরাং দেশের মঙ্গল সাধিত হইল। উপরোক্ত কর্ম্মচারী শ্রেণীর লোক ব্যতীত, ব্যবসায়ীকে আরও লোক নিযুক্ত করিতে হয়। অর্থাৎ জিনিসপত্র আমদানি রপ্তানি করিতে, খাতকদারাণের নিকট প্রাপ্য আদায় করিতে, এবং অন্যান্য বহুবিধ কার্য্যে শ্রমজীবী লোকদিগকে নিযুক্ত করিতে হয় এবং তদুপলক্ষে অনেক শ্রমোপজীবী লোকের ভরণ-পোষণ সংসাধিত হয়, ইহাও দেশের প্রকৃত মঙ্গল। বাণিজ্য ব্যবসায়দ্বারা নিজের ও দেশের সভ্যতা বৃদ্ধি ও নানা রূপ মঙ্গল সাধিত হয়, বিশেষতঃ বাণিজ্য অর্থোপার্জ্জনের সর্ব্ব-প্রধান উপায়। অর্থোপার্জ্জনের যে যে উপায় অবধারিত আছে, সকল অপেক্ষা বাণিজ্য প্রধান এবং সকল অপেক্ষায় অধিক ধন অর্জ্জনকারী, উপরে বিশদ রূপে তাহা দেখান গেল। যদি দৃষ্টান্তে পরিগণিত করিয়া দেখাইয়া দিতে বল, তবে অতি প্রাচীন কাল হইতে দেখ। পদ্মাপুরাণের প্রসিদ্ধ চাঁদ সদাগরের জীবনচরিত পর্য্যালোচনা কর, দেখিতে পাইবে, বাণিজ্য ব্যবসায়দ্বারা চাঁদ সদাগর এত বড় ধনাঢ্য হইয়াছিল যে, তাহা মনেও ধারণা করা যাইতে পারে না। যে ব্রিটেইনবাসিগণ এক্ষণ ভারতবর্ষের কর্ত্তা,

সেই ব্রিটেইনের আদিম নিবাসিগণ যখন অসভ্যের একশেষ ছিলেন, যখন তাঁহারা উক্ত ব্রিটেইনবাসী ড্রুইডাখ্য অন্যতর লোকগণের খেলার পুত্তলী ও বলির উপকরণ স্বরূপ ছিলেন, সমুদ্রোপকুলে ব্রিটেইনাখ্য কোন দ্বীপ এবং তাহাতে মনুষ্য বাস যখন সভ্যজন পদে অজ্ঞাত ছিল, তখন সর্ব্ব প্রথমে জগদ্বিখ্যাত প্রাচীন ফিনিকিয়ান বণিকগণই বাণিজ্যোপলক্ষে ইংলণ্ডের উপকুলে উপস্থিত হয়। তাহাদিগের নিকট হইতেই ব্রিটনেরা সুসভ্য জন-সমাজের আভাস প্রাপ্ত হন, পরে রোমানেরা তাঁহাদিগকে মনুষ্যত্বেরদিকে অগ্রসর করে। বাস্তবিক ফিনিকিয়েনারা বাণিজ্যে যারপর নাই উন্নতি করিয়াছিল এবং তন্নিবন্ধন ক্ষুদ্রায়তনের ফিনিকিয়া রাজ্যের নাম, বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যের নামাপেক্ষায়ও দিগন্তব্যাপী হইয়াছিল।

আমরা বাল্যকালে প্রাচীনাদিগের মুখে যে সমস্ত উপকথা শ্রবণ করিতাম, তাহার অধিকাংশই সদাগরের বাণিজ্য সম্বন্ধীয়। তুমি বোধ হয় বলিবা যে, পদ্মাপুরাণের চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যের কথা আর প্রাচীনা পিতামহী, মাতামহী প্রভৃতির মুখে যে সকল উপন্যাস শুনা গিয়াছে, সে সকলই উপকথা, অলীক প্রবাদ মাত্র। আমিও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু উহা উপকথাই হউক, আর যাহাই হউক, উহার মূল যে বাণিজ্য এবং সেই মূল হইতেই যে, সে সকল কথা বা উপকথা বাহির হইয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। আরও দেখ, পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশে সভ্যতার উন্নতি হয়। ইদানীন্তন কাল অপেক্ষা, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ অধিক সুসভ্য দেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল, সুতরাং ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, ভারতবর্ষে বাণিজ্যেরও বহুলতা ছিল। এই গেল প্রাচীন কালের দৃষ্টান্ত। মধ্য সময় দেখ, মুর্শিদা

বাদের সুপ্রসিদ্ধ বণিক-শ্রেষ্ঠ জগৎশেঠ, অর্থ রাশির উপর কেমন সুন্দর বেশে সুগৌরবে বিরাজমান ছিলেন। এ কথাত আর উপকথা নহে। অধুনাতন সময়ে দেখ, প্রসিদ্ধ মারওয়ার জাতি স্বদেশে এবং বিদেশে বাণিজ্য ব্যবসায়দ্বারা প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতেছে। আরও দেখ, একজন কৃতবিদ্য যুবক, কেবল মাত্র পাঁচ টাকা মূল ধন লইয়া, প্রথমতঃ ক্ষুদ্রতম ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া, ক্রমে ক্রমে অল্প দিনের মধ্যেই সেই পাঁচ টাকা মূলধন, পাঁচ কি সাত হাজার টাকাতে পরিবর্দ্ধিত করিয়া লইতে ক্ষমবান হইয়াছেন। সর্ব্বোপরি এক দৃষ্টান্ত দেখ, ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজ। ইংরাজেরা প্রথমত বণিক বেশে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। ইতিহাস তাহার সাক্ষী। এক্ষণ সেই ইংরাজেরা ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় রাজা। রাজরাজেশ্বরী ভিক্টরিয়া ভারতবর্ষের বর্ত্তমানা সম্রাজ্ঞী। আমরা এক্ষণ সর্ব্বতোভাবে বিলাতি বাণিজ্যের মুখাপেক্ষী। আমাদিগের দেশে আর তন্তুধর নাই। ম্যান্‌চেষ্টারের কাপড় ভিন্ন আর আমাদিগের পরিধেয় কিছু নাই। অধিক কি পাক করিবার সময় যে অগ্নি টুকের প্রয়োজন হয়, তাহাও বিলাতি দিয়াবাতি আমাদিগকে যোগাইয়া দিতেছে। এই সকল দৃষ্টান্তাপেক্ষা বাণিজ্যের সুখদ ফলের বিষয় আর কি জানিতে চাও? কিন্তু বাণিজ্য ব্যবসায়দ্বারা উত্তরোত্তর ধনবৃদ্ধি হইতে থাকিলে, একটী অশুভ ফল ফলিবার ভয় হয়, অর্থাৎ তদ্দ্বারায় দেশের বিলাসপ্রিয়তা দোষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এবং উত্তর কালে বিলাসপ্রিয়তা দোষে কোন বাণিজ্যকৃত উন্নতশীল দেশ যে অকালে লয় প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। আবার কোন কোন স্থলে এই বিলাস বাসনাও নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় নয়। যদি ক্ষতির

কারণ না হয়, যদি আয় ব্যয়ের সহিত সামঞ্জস্য থাকে এবং যদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধনের দ্বারা মূলধন বৃদ্ধির এবং আবার ঐ বর্দ্ধিত মূলধন দ্বারা নূতন ধন বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্য্যের ব্যাঘাত না জন্মে, তাহা হইলে, সমাজের অনুরোধে, সভ্যতার অনুরোধে, কিম্বা নিজেরই বা বাসনানুরোধে হউক, ব্যবসায়ীকে যে কখন কখন মূল্যবান বসন, কি মূল্যবান ভূষণ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা জন্মিবে, এবং সেই ইচ্ছা যে ফলে পরিগণিত হইবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এরূপ স্থলে উল্লিখিত বিলাসপ্রিয়তা তত দূর দোষণীয়ও নহে, বরঞ্চ কিছু কিছু প্রার্থনীয়। কিন্তু যে স্থানে তাহার বিপরীত ভাবে বিলাসপ্রিয়তা সাধিত হয়, অর্থাৎ ব্যবসায়ী যখন বাণিজ্য জনিত অর্জ্জিত বহুল অর্থ রাশি দৃষ্টে আর পরিণামের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, কেবলই বিলাসপ্রিয়তা সাধন করিতে থাকেন, সেই খানেই বিপদ। যদি কোন দেশে বহুল ব্যবসায়ী থাকে, এবং সেই বহুল বাণিজ্য ব্যবসায়ীগণ এক হইতে দুই, দুই হইতে তিন এই রূপে ক্রমে সকলেই বিলাসপ্রিয় হইয়া উঠেন, তাহা হইলে ব্যবসায়ীকে, ক্রমে ব্যবসায়ীদিগকে, এবং তৎপরে সেই দেশকেই উচ্ছিন্ন হইতে হইবে, এরূপ আশঙ্কার কারণ হইতে পারে। কোন কোন দেশে সেরূপ ঘটনাও ঘটিয়াছে। বাণিজ্যের মহোন্নতি নিবন্ধন যে ফিনিকিয়া রাজ্যের গৌরবধ্বজা দেশ বিদেশে উড্ডীয়মান হইয়াছিল, যাহার রাজধানী বিখ্যাত "টাইয়র" নগরকে কবিগণ সুবর্ণময়ী বলিয়া বর্ণন করিতেন, যাহার এক এক জন বণিক অন্য দেশীয় রাজাদিগের অপেক্ষায়ও প্রভূত সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্যশালী ছিল, এক্ষণে সেই টাইয়রের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে সেই টাইয়রের অধিবাসী কয়েকজন জালজীবী মাত্র। যাহা হউক সে সম্বন্ধে অধিক বলিবার আমা-

দিগের মুখ্যোদ্দেশ্য নহে। আমাদিগের বলিবার বিষয় কেবল ধনোপার্জ্জন সম্বন্ধে। অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে বাণিজ্য যে সর্ব্বোচ্চ-শ্রেণীয় উপায়, উপরে যাহা যাহা লিখিত হইল, বোধ হয় তদ্দ্বারাই উহা বিশদ রূপে প্রতিপন্ন করা হইল বলা যাইতে পারে।

বাণিজ্য সম্বন্ধে আর একটী কথা;—দুঃখের বিষয় অনেক দিন হইতে আমাদিগের দেশ একতা হারাইয়াছে। জন্মের মত একতার বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে এক্ষণ রাজায় রাজায় একতা নাই, প্রজায় প্রজায় একতা নাই, কোন সমাজের সহিত কোন সমাজের একতা নাই; যদি থাকিত তবে বাণিজ্যের জন্য মূলধন সঞ্চয়াণুরোধে প্রথমতঃ তৃতীয় উপায় রাজসেবা অবলম্বন করার সম্বন্ধে যাহা বলা গিয়াছে, তাহারও কোন প্রয়োজন হইত না। হইতে পারে, একজন দুই জনের পৈতৃক কোন অর্থ নাই যে, তাহা মূলধন করিয়া ব্যবসায় অবলম্বন করা যায়, কিন্তু দেশসুদ্ধ সমস্ত লোকই যে নিঃস্ব হইবে, এমন কোন কথা নাই। ধনী নির্ধনী দশজনে মিলিয়া যদ্যপি ব্যবসায় আরম্ভ করা যায়, চাকুরি দ্বারা ক্রমে অর্থ সঞ্চয় করিয়া মূলধন সংগ্রহের আর কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকেনা। তাহা হইলে কাচের গ্লাস, মাটীর খেলনা ও কেরসিন ল্যাম্পের বিনিময়ে, রাশি রাশি অর্থ সাগর পার হইয়া যাইত না। আমুটী কোম্পানী, থেকার স্পিঙ্ক কোম্পানির পরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে ঘোষ, বসু, চক্রবর্ত্তী ও চাটুয্যা কোম্পানির নাম অধিক শুনা যাইত, শিল্প কার্য্যের উন্নতি হইত, সুতরাং এদেশের ধন এদেশেই থাকিত। কিন্তু এদেশে আর তাহা কখনও হইবে না। ব্যবসায়ের জন্য এরূপ সংমিলন এক্ষণে প্রায় স্বপ্নেরও অগোচর, অধিক বক্তৃতা বহুলতা মাত্র।

অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে কৃষিকার্য্য দ্বিতীয় উপায়। বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে যে পরিমাণে মূলধনের প্রয়োজন, ঠিক তাহা না হইলেও কৃষিকার্য্যেও কথঞ্চিত মূলধন আবশ্যক করে। কৃষিকার্য্যে চাষ আবাদ জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির এবং পশ্বাদির আবশ্যক, সুতরাং তন্নিবন্ধন অর্থেরও প্রয়োজন। যদি পৈতৃক ধনের কিম্বা পৈতৃক কৃষির উপযোগী প্রোক্ত যন্ত্র ও পশ্বাদির উত্তরাধিকারী হওয়া যায়, তবেত সহজেই কৃষিকার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে, তাহা না হইলে বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করা সম্বন্ধে প্রথমানুষ্ঠানে যে যে পথ ও উপায় অবলম্বন করার বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা গেল, সেই রূপ উপায়াবলম্বন করিয়া, প্রথমতঃ কতেক অর্থ সঞ্চয় করতঃ কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে বাণিজ্য ব্যবসায় যেমন প্রথম শ্রেণীর বর্ণনা করা গিয়াছে, তেমনই কৃষিকার্য্য যে দ্বিতীয় শ্রেণীর, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। অস্মদ্দেশীয় অধিকাংশ কৃষিজীবী, নিরক্ষর মূর্খ এবং ইতর লোক; পিতা পিতামহ এবং প্রপিতামহদিগের সময় হইতে যে প্রকারে এবং যে নিয়মে কৃষিকার্য্য করিয়া আসিতেছে, কস্মিন্ কালেও তাহা হইতে কোন প্রকার উন্নতি সাধন করিবে না, বা করিতে চেষ্টাও করিবে না, তথাপি ইহা বলা বাহুল্য যে অনেক পরাধীন জীবন রাজসেবারত কর্ম্মচারী অপেক্ষা তাহারা স্বাধীন চিত্তে সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত আপন স্ত্রী-পুত্র পরিবার লইয়া সুখে কাল কর্ত্তন করিতেছে। যদি তাহাদিগের কৃষিকার্য্যে বিদ্যার সহিত যোগ থাকিত, তাহা হইলে তাহারাও কৃষিকার্য্যে ক্রমিক উৎকর্ষ সাধন করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিত, এবং অবস্থারও উন্নতি সাধন করিতে পারিত। অস্মদ্দেশীয় অনেক ভদ্র লোকও

কৃষিজীবী; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তাঁহারা স্বয়ং কৃষক নহেন। তাঁহারা কৃষাণ রাখিয়া শস্যোৎপাদন সাধন করিয়া, অংশ বিশেষ কৃষাণকে প্রদান করেন, অংশ বিশেষ বা তন্মূল্য রাজস্ব আদায় করেন, এবং অপরাংশ নিজে গ্রহণ করেন। আরও আক্ষেপের বিষয় এই যে, কৃষিকার্য্যের পর পর উন্নতি সাধনে অস্মদ্দেশীয় উক্ত ভদ্র লোক শ্রেণী তত মনোযোগ বা নিপুণতা প্রকাশ করেন না। আমাদিগের দেশের ভূম্যধিকারীগণ (জমিদারগণ) কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনে আরও শিথিল, ইহা বিশেষ কলঙ্ক। কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে ভূমিই প্রাকৃতিক প্রধান সাধন। সেই ভূমির অধিকারিগণই যখন তাহার উন্নতি সাধনে পরাঙ্মুখ, তখন যে, দেশের সম্বন্ধে উহা আরও অবনতির বিষয় তাহার আর সন্দেহ কি! মূল ধনের বৃদ্ধি সহকারে কৃষির ও বাণিজ্যের উন্নতি হয়। সামান্য শ্রমোপজীবী লোক বা গরিব ভদ্র লোক অপেক্ষা উক্ত ভূম্যধিকারীগণের যে মূলধনের অসংস্থান নাই, কিম্বা হইতে পারে না, ইহা আর বুঝাইয়া দিতে হয় না। আমাদের দেশের ধনবান ভূস্বামীগণ অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নহেন। তাঁহারা নৃত্য গীত এবং অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় কার্য্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, কিন্তু কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করিতে তাঁহারা মাত্রও অর্থব্যয় করেন না। তাঁহাদিগের অধীন প্রজারা কৃষিকার্য্য অর্থাৎ জমী আবাদ ইত্যাদি করে, তাঁহারা ঐ জমীর কর আদায় করেন। প্রজার আবাদী ভূমিতে শস্যোৎপন্ন হইল, কি না হইল, তাহা তাঁহারা বড় তত্ত্ব করেন না। তাঁহাদের উদ্দেশ্য কর প্রাপ্ত হওয়া, তাহা পাইলেই হইল। তাঁহারা উক্ত কর আদায় সম্বন্ধে যেরূপ পেড়াপিড়ি করেন, কেন উত্তম শস্যোৎপন্ন হইল না, যে স্থানে যেরূপ আবাদ করা উচিত

ছিল, তাহা কেন করা হয় নাই, ইত্যাদি বিষয়ে যদি তাঁহারা স্বয়ং সেই রূপ হৃদয়ের সহিত গূঢ় অনুসন্ধান করিতেন এবং অধীন প্রজাকে বিশেষ শাসন ও তৎসম্বন্ধে নানা রূপ তত্ত্বাবধান করিতেন, তাহা হইলে কৃষিকার্য্যের অপেক্ষাকৃত যে অনেক উন্নতি হইত, তাহার সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে কৃষিকার্য্যোপযোগী এখনও অনেক স্থান পতিত আছে, যাহাতে কৃষিকার্য্য চলিতেছে, তাহার কার্য্যের অবস্থা উল্লিখিত কারণ পরম্পরায় উন্নতি শালিনী নহে।

ইদানীন্তন অনেক কৃতবিদ্য যুবকদিগের মধ্যে কতেক কতেক কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন পক্ষে যত্নবান হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সংখ্যাও অল্প। কৃষিকার্য্যের প্রধান সাধনই ভূমির উর্ব্বরতা। যে ভূমি অধিক উর্ব্বরা, অল্প শ্রমে তাহা হইতে অধিক পরিমাণে শস্যোৎপন্ন হয়। আর যে ভূমি অল্প উর্ব্বরা অধিক শ্রমে তাহা হইতে শস্যোৎপন্ন হয়। অতএব স্বভাবতঃ উর্ব্বরা ভূমিতে উত্তরোত্তর অধিক শ্রম করিলে, নিঃসন্দেহে কৃষিকার্য্যেরও উন্নতি হয় এবং শস্যও প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। পরিশ্রমই কৃষিকার্য্যের মূল। যেমন বিদ্যা বুদ্ধি চাই, তেমনই পরিশ্রম করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শারীরিক মানসিক উভয় বিধ পরিশ্রমই প্রয়োজনীয়। আমাদিগের দেশবাসিগণ মানসিক পরিশ্রমে যত কাতর হউন কি না হউন, শারীরিক পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। বোধ হয় সেই নিমিত্তই অন্যের কথা দূরে থাকুক, অনেক কৃতবিদ্য যুবকও কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনে যত্নবান হয়েন না। আমাদিগের রাজধানী ইংলণ্ডের অপেক্ষা মাতৃভূমি ভারতবর্ষ অধিক উর্ব্বরা, তথাচ কেন ইংলণ্ড বাসীগণ কৃষিকার্য্যে আমাদিগের দেশাপেক্ষায় শতগুণ উন্নতি সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

বাস্তবিক বিদ্যা, বুদ্ধি এবং চেষ্টা, উদ্যোগ আর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, এই সমস্ত গুণ প্রয়োগ করিলে, অবশ্যই কৃষিকার্য্য দ্বারা প্রভূত অর্থ অর্জ্জন করা যাইতে পারে। অস্মদ্দেশীয় অনেক ভদ্রলোক অপেক্ষাকৃত অতিশয় জঘন্য কার্য্য করিতে ঘৃণা বোধ করেন না, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, স্বহস্তে হল চালনা করা সমাজ বিরুদ্ধ এবং কেবলমাত্র অভদ্র জনোচিত কার্য্য মনে করিয়া, স্বয়ং তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন না। বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য এ উভয় কার্য্যদ্বারা যে কেবল কর্ত্তারই উপকার হয় তাহা নহে, প্রত্যুত দেশেরও অনেক মঙ্গল সাধন হয়। কৃষিকার্য্য দ্বারা বরঞ্চ দেশের প্রকৃতি গত অধিক মঙ্গল সাধিত হয়। বাণিজ্য ব্যবসায়ের অতিশয় উন্নতি দ্বারা ব্যবসায়ী নিজে প্রভূত অর্থরাশি অর্জ্জন করিতে পারেন, কিন্তু তজ্জনিত সমস্ত দেশ সম্বন্ধে যে পরিমাণ উপকার হয়, কৃষিকার্য্যে তত অর্থ উপার্জ্জিত না হইলেও দেশের সম্বন্ধে সমধিক উপকার হয় তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। বাণিজ্য এবং কৃষিকার্য্য আজ্‌কাল্‌ আমাদিগের দেশে এ উভয় কার্য্যেরই হীনাবস্থা। তথাপি বাণিজ্যাপেক্ষা কৃষিকার্য্যের বিস্তৃতি অধিক। আমরা সাধারণ ক্রয় বিক্রয় হইতে উচ্চ শ্রেণীর বাণিজ্য পার্য্যন্ত সমুদয়ই, এক বাণিজ্য সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করিলাম। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নগর এবং হাট, বাজার, বন্দর প্রভৃতি স্থানেই বাণিজ্য চলিতেছে। কিন্তু নগরে, গ্রামে, পল্লিগ্রামে এবং উপগ্রামে, গৃহে গৃহে প্রায় সকলেই কৃষিকার্য্য করিতেছে। তবে পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, আক্ষেপের বিষয় এই যে, কৃষিকার্য্য চলিতেছে বটে কিন্তু প্রকৃত উন্নতি নাই কিম্বা উন্নতি সাধন করিতে কাহারও যত্ন নাই। যে ভাবে চলিতেছে সেই ভাবেই চলুক, এক্ষণকার প্রায় সকলেরই এই মত, সুতরাং কৃষির উন্নতি কিসে হইবে!

বিদ্যা বুদ্ধি এবং পরিশ্রম এই সমুদয় গুণসহ কৃষি কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, অবশ্যই উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। আমাদিগের দেশে অনেক গ্রাম্য ভদ্র লোকের এই সংস্কার আছে যে, কৃষিকার্য্য সাধারণ কর্ম্ম, উহাতে বিদ্যা বুদ্ধির কোন আবশ্যক করে না। এই হীন বুদ্ধির দোষেই বাস্তবিক কৃষিকার্য্যের এত অবনতি। কৃষিকার্য্যে বিদ্যা চাইনা তো আর প্রকৃত বিদ্যা কিসে চাই! কৃষিকার্য্যের ফল প্রকৃতি সাধিত। ভূমিই কৃষিকার্য্যের প্রধান প্রকৃতি সাধন। এই ভূমির এক এক অংশ, এক এক জন কৃষকের অধিকৃত। আবার সেই সেই অংশের সমস্ত স্থানই যে একই পরিমাণে উর্ব্বরা হইবে, ইহা সম্ভবপর নয়। তাহার কোথাও উর্ব্বরা, কোথাও অনুর্ব্বরা। উর্ব্বরতা ভেদে ভূমির উৎপাদিকা শক্তির ন্যূনাধিক্য হয়, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। অনুর্ব্বরা ভূমির উৎপাদিকা শক্তির শ্রীবৃদ্ধি করিতে অধিক শ্রম আবশ্যক করে। আবার কেবল কতকগুলি পরিশ্রম করিলেই যে হইল, তাহাও নহে। মনে চিন্তা হইতেছে কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া, ঐ অনুর্ব্বরা ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করি, বুদ্ধি বলিতেছে উহাতে অধিক পরিমাণে সার দেও, সহজ শ্রমসাধ্য করিবার নিমিত্ত কোন রূপ যন্ত্র প্রস্তুত ও ব্যবহার কর, যেন একশত জনের পরিশ্রমের ফল এক যন্ত্রে উৎপন্ন হয়। আবার কিরূপ সার দেওয়া উচিত এবং কিরূপ যন্ত্র কি ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, বিদ্যা তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। এখন দেখ বিদ্যা বুদ্ধি এবং পরিশ্রম সহযোগে উর্ব্বরা ক্ষেত্রের ন্যায় ঐ অনুর্ব্বরা ক্ষেত্রও ফলে পরিণত হইতে চলিল।

ধন শব্দের অর্থ কেবল টাকা পয়সা নহে। যাবতীয় শস্য, কাগজ, কলম, বস্ত্র, কাষ্ঠাদি, যেসকল বস্তুর বিনিময়ে অন্য

বস্তু পাওয়া যায়, সে সমুদয়ই ধন। টাকাদ্বারা আমরা ধান্য পাইতে পারি, আবার ধান্যদ্বারা আমরা বস্ত্র পাইতে পারি, সুতরাং টাকা পয়সার ন্যায় বিনিময় সাধক পদার্থ মাত্রই ধন। অতএব কৃষিকার্য্য দ্বারা যে সকল ধান্য, কলায়, তিল, সরিষা প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন হইতেছে, প্রকৃত প্রস্তাবে উহাই ধন রাশি। অতএবই গৃহস্থের কর্ত্তব্য যে, যত্ন ও উদ্যোগের সহিত, বিদ্যা বুদ্ধি সহকারে কৃষিকার্য্যে মনোযোগ করে, তাহা হইলে তদুন্নতি দ্বারা ধনোপার্জ্জনে ক্ষমবান হইতে পারে। বাণিজ্যাপেক্ষা কৃষিকার্য্য যে নিজের ও দেশের অধিক মঙ্গলকর, তাহা দেখান যা তেছে। বাণিজ্য না থাকিলে সমাজ এক্ষণ যে অবস্থায় আছে, তাহা হইতে অধঃপাতিত হইবে। যে পরিমাণ সভ্যতা এক্ষণ পর্য্যন্তও আছে, বাণিজ্যের অন্তর্দ্ধান হইলে, ক্রমে তাহার হ্রাস হইয়া অসভ্যতার বৃদ্ধি হইবে। সুচিক্কণ মনোহর পরিধেয় এবং সুমিষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য আর পাওয়া যাইবে না। তথাচ কোন না কোন প্রকারে লোকের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবেই কি হইবে। কিন্তু কৃষিকার্য্য দেশ হইতে একদা তিরোহিত হইলে, মনুষ্যের জীবন ধারণ একান্ত অসম্ভব। অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিকেও রীতিমত না হউক, জঘন্য ও সামান্য রূপে অবশ্যই কিছু কিছু কৃষিকার্য্য করিতে হয়, অন্যথা একাদি ক্রমে কেবল নিরবচ্ছিন্ন পশ্বাদির আম মাংস আহার করিয়া জীবন ধারণ করা, নিতান্ত অসভ্য হইলেও, মনুষ্য প্রকৃতির অসাধ্য কার্য্য। অতএবই কৃষিকার্য্য, বাণিজ্যাপেক্ষাও দেশের অধিক হিত সাধক। কৃষিকার্য্য বাণিজ্যেরও মূল সাধন। কৃষিকার্য্য দ্বারা ধান্য, তিল, সরিষা, কলায় এবং গোধুম প্রভৃতি শস্যোৎপাদিত হইতেছে; ঐ শস্য দ্বারাই বাণিজ্য ব্যবসায় চলিতেছে। পাট, সোণ, কার্পাস প্রভৃতি কৃষিদ্বারা উৎপন্ন হইতেছে।

তাহা হইতে কারুগণ সূত্র নির্ম্মাণ করিয়া বস্ত্রবয়ন করিতেছে। আবার ঐ বস্ত্র দ্বারা বাণিজ্য ব্যবসায় নির্ব্বাহ হইতেছে সুতরাং কৃষিকার্য্য বাণিজ্যাপেক্ষা দেশের অধিক হিত সাধক। কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত গো, মহিষ এবং অশ্ব প্রভৃতি পশু প্রতিপালন করিতে হয়, অর্থাৎ ভূমির চাষ আবাদ আদি কার্য্যের জন্য ঐ সকল পশু প্রয়োজনীয়, আবার ঐ ভূমির উৎপন্ন দ্বারাই ঐ সকল পশু প্রতিপালিত হয়। কৃষিকার্য্য ব্যতীতও সাংসারিক কার্য্য সৌকার্য্যার্থ ছাগ, মেষ, গবাদি জন্তু আমাদিগের প্রয়োজনে লাগে, তাহারাও ভূমির উৎপন্নে প্রতিপালিত হয়। পালিত পশ্বাদি ভূমির স্বতঃ উৎপন্ন দ্বারাই মাত্র প্রতিপালিত হয় এমত নহে, কৃষিকার্য্য জনিত উৎপন্নও তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে ব্যবহৃত হয় সুতরাং কৃষিকার্য্য দ্বারা বাণিজ্যাপেক্ষা দেশের মহতী মঙ্গল সাধিত হয়। কৃষিকার্য্য দ্বারা যে শস্যোৎপত্তি হয়, পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, তাহাই ধনোৎপত্তি বটে। যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয়, তাহার কিয়দংশ পূর্ব্ব সঞ্চিত মূল ধনে যোগ করিলে পুনরায় মূলধনের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। উত্তরোত্তর এই রূপ মূলধন বৃদ্ধি হইতে থাকিলে, ক্রমে তাহা লাভ জনক কর্ম্মে ব্যবহার করিয়া পুনরায় নুতন ধন বৃদ্ধি করা যায়। এই রূপ ক্রমশঃ যেমন মূল ধনের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তেমনই নিজের ও দেশের ধন বৃদ্ধি সাধিত হয়। আবার সেই সকল কার্য্যে পরিগণিত করিতে অধিক সংখ্যক শ্রমজীবির ভরণ পোষণ হয়। ক্রমে যে রূপ মূলধনের বৃদ্ধি সহকারে কৃষিকার্য্যেরও উন্নতি বৃদ্ধি হইতে থাকে, তেমনই উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যক শ্রমজীবির প্রতিপালন সাধিত হয়। সুতরাং তাহাই বাণিজ্য হইতে দেশের সম্বন্ধে অধিক মঙ্গল প্রদ। আরো দেখ, বাণিজ্যে ক্রমে উন্নতি সাধন করিয়া অধিক ধনবান হওয়া যায় বটে কিন্তু

কৃষিকার্য্যাপেক্ষা তাহাতে অনেক বিষয়ের আশঙ্কার কারণ আছে। গভীর সমুদ্র এবং বেগবতী নদীসমূহের মধ্য দিয়া পণ্য দ্রব্য সমূহ আমদানি ও রপ্তানি করিতে কত আশঙ্কা। প্রতিকুল বায়ুভরে বা অন্য কারণে পণ্য-পূর্ণ অর্ণবযান বাহক ও চালক প্রভৃতি মনুষ্য জীবনের সহিত অতল স্রোতস্বতী গর্ভে বিসর্জ্জিত হইতে পারে। কত স্থানে এরূপ দারুণ দুর্ঘটনা সকল সংঘটিতও হইয়াছে, এবং তন্নিবন্ধন ব্যবসায়ীকে এক কালে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে। কোথাও কোথাও দেখা যায়, অধীন কর্ম্মচারী গণের নিদারুণ প্রবঞ্চনার ও প্রতারণার হস্তে নিপতিত হইয়া কত কত উন্নতিশীল ব্যবসায়ীকেও পরিণামে হৃত সর্ব্বস্ব হইতে হইয়াছে। কৃষিকার্য্যে এরূপ দুরন্ত বিপদের খুব কম সম্ভাবনা। কৃষি-ঈতি ছয় প্রকার উপদ্রব প্রায় সর্ব্বদা ঘটেনা, ঘটিলেও তত মারাত্মক নহে বা কৃষির সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মনুষ্য জীবনের তত বিপদের আশঙ্কা নাই। অর্থাৎ শস্যাদির অনুৎপত্তি ফল পরোক্ষে। অনুৎপত্তি নিবন্ধন দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইয়া মনুষ্য জীবন নষ্ট করিতে পারে কিন্তু কৃষির সঙ্গে সঙ্গেই যে কৃষকের জীবন নষ্ট হইবে এরূপ আশঙ্কা নাই। সুতরাং এরূপ সুখপ্রদ এবং তুলনায় অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ রূপে অর্থোপার্জ্জনের বিষয়ে যাত্নিক হওয়া সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। তাই পূর্ব্বে বলাগিয়াছে যে এরূপ সুখদ কৃষিকার্য্যের বর্ত্তমান অবনতাবস্থা যারপরনাই আক্ষেপের বিষয়। বর্ত্তমান সময়ে কৃষিকার্য্য রাজসেবা বা পরের দাসত্ব অপেক্ষায়ও হীনাবস্থ।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে, সভ্যতার মূল কারণই কৃষি বিদ্যা। প্রাচীন আর্য্যগণের সভ্যতা, আর এক্ষণকার রাজকীয় ভাষা ও রাজকীয় পরিচ্ছদ জনিত সভ্যতা, তুলনায় আলো ও অন্ধকার, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রকেই তাহা

স্বীকার করিতে হইবে। আদীম নিবাস হইতে হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করতঃ পুতঃসলিলা স্বরস্বতী নদী তীরে বা পঞ্চনদ ভূমে আর্য্যগণ উপনিবেশ সংস্থাপন করিতেছেন, তত্রত্য আদীম অসভ্য জাতিকে পরাজিত ও স্থানান্তরিত করিতেছেন, বন জঙ্গল অগ্নি সহযোগে ভস্মীভুত করিয়া চাষের জন্য ভূমির উদ্ধার করতঃ শুভ্র যজ্ঞোপবীত উন্নত দেহে লম্বিত করিয়া প্রশান্ত মূর্ত্তি বিকাশ করতঃ স্বহস্তে হল চালনা করিতেছেন, কি শোভা! কি সুন্দর দৃশ্য! এ দৃশ্য আবার ইউরোপের প্রাচীন সভ্য দেশ গ্রীসে যাইয়া দেখ। গ্রীসের প্রাচীন অধিবাসিগণ পিলাসজি নামে খ্যাত ছিল। পিলাসজিগণও নিতান্ত অসভ্যাবস্থায় থাকিয়া পর্ব্বত গুহা মধ্যে বাস করিত, পশুর মাংস আহার এবং পশুর চর্ম্ম দ্বারা যৎ সামান্য রূপে গাত্রাবরণ প্রস্তুত করিয়া নিতান্ত হীনাবস্থায় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। পরিশেষে মিসরীয় রাজপুত্র যুরেনস্ গ্রীসে আসিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করাইয়া সভ্যতার বীজ বপন করেন। যে ইংরেজের অনুকরণ করিয়া ভারতবর্ষবাসিগণ আজ সভ্যতাভিমানী, সেই ইংরেজগণের পাশবাবস্থা মোচন করিয়া যাহারা তাহাদিগের মনুষ্যত্ব জন্মাইয়াছিল, সেই রোমেনগণ কিসে অত উন্নত হইয়াছিলেন, কিসে এক সময় রোমেনদিগের একান্ত উন্নতি দেখিয়া সমস্ত জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর কৃষি বিদ্যা। রোমের শ্রেষ্টপাদ কন্‌সূল হইতে সাধারণ প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই চাষী ছিলেন। ভারতবর্ষের হিন্দু আর্য্যগণও ঠিক তাহাই ছিলেন। বেদজ্ঞ ঋষিগণ, তপস্যানিরত যোগীগণ, সাধারণ প্রজাগণ, অধিক কি, রাজাধিরাজগণ পর্য্যন্ত স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করিতেন। মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করিতে করি-

সেই সীত-মুখে সীতাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক সময়ে বলদেবের হস্তের হল, ইন্দ্রের হস্তের বজ্র, অর্জ্জুনের হস্তের গাণ্ডীব এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্তের সুদর্শন চক্রোপম বলিয়া বিখ্যাত ও পূজিত হইয়াছিল। আজও অনেক স্থানে বঙ্গীয় কৃষকগণ বিজয়া যাত্রার দিবস লাঙ্গল যাত্রা করিয়া থাকে। তবে আজ্ হিন্দু সমাজে কৃষিকার্য্যের কেন এত হতাদর। তবে স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ কেন কেবল মাত্র নীচ ও অভদ্র জনোচিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত? কেবলিবে কেন?। আহা! কৃষি-কার্য্যের ফল যে কত সুখজনক তাহা বলা যায় না। কি অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে, কি জ্ঞান বিকাশ সম্বন্ধে, নিজের এবং দেশের মঙ্গল সাধন সম্বন্ধে সকল বিষয়েই কৃষিকার্য্য অত্যন্ত গুণকারী। ধান্য, সরিষা, তিল, গোধুম প্রভৃতি শস্যের গাছ সকলে, যখন ঐ সকল শস্য ফলে, তখন মাঠের চমৎকার সৌন্দর্য্য শোভা সন্দর্শন করিয়া বঙ্গীয় কৃষকের অন্তঃকরণে যে অনুপম চিত্তপ্রসন্নতা লাভ হয়, অন্যের কথা দূরে থাকুক, বোধ করি স্বয়ং বঙ্গেশ্বরের নানা বিষয়ক দুশ্চিন্তাপরায়ণ অন্তঃকরণও সেরূপ চিত্তপ্রসন্নতা লাভ করিতে পারে কিনা, সন্দেহস্থল।

অর্থোপার্জ্জনের তৃতীয় পথ রাজসেবা অর্থাৎ চাকুরী। এই রাজসেবাকে কেবল রাজার সেবা অর্থাৎ রাজার অধীনে চাকুরী করা মাত্রকেই বুঝায় না, বাস্তবিক অন্যের অধীনে নিযুক্ত হইয়া বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক বেতনের বিনিময়ে নিজের শ্রম দ্বারা নিয়োগ কর্ত্তার কর্ম্ম সাধন করাকে বুঝায়। আর ঐ রূপ বেতন গ্রহণ করাই অর্থোপার্জ্জন করা। রাজাই হউন, সাধারণ ভূম্যধিকারীই হউন, কি অপর সাধারণ যিনিই হউন, অধীনে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারায় কর্ম্মাঞ্জাম লইলে কর্ম্মচারীর সম্বন্ধে সেই নিয়োগ কর্ত্তাই রাজা, এবং তাঁহার

নিকট বেতন গ্রহণ করিয়া তদীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করাকেই সুতরাং রাজসেবা বলা যায়। আজ্‌কাল অপেক্ষাকৃত আমাদিগের দেশে অর্থোপার্জ্জন সম্বন্ধে এই তৃতীয় পথাবলম্বনই প্রায় সকল শ্রেণীস্থ লোকের কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে বালকগণ চিন্তা করিতে থাকে, কতদিনে পাঠ সমাপ্ত করিয়া চাকুরী করিব। পরে যখন সত্য সত্যই কেহবা বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া পাঠ সমাপ্ত করতঃ কোন রূপ একটা উপাধি সহিত বহির্গত হ লেন, কেহবা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পরেই পৃষ্ট ভঙ্গ দিয়া পাঠ সমাপ্ত করতঃ বহির্গত হ লেন, পাঠ সমাপ্ত হইল এবং বিষয় কার্য্য করার প্রয়োজন হইল, তখন কাহারও ভাগ্যে বা সহজে অল্প দিনের মধ্যেই চাকুরী জুটিল, কাহারও বা প্রথমতঃ দীর্ঘকালের নিমিত্ত উম্মেদওয়ারির ভার মস্তকে বহন করিয়া দ্বারে দ্বারে শত সহস্র প্রার্থনার পর কোন রূপ ক্ষুদ্রায়তনের একটি কর্ম্ম জুটিল। বিদ্যালয়ে বিদ্যাধ্যয়নের সময় কোন তীক্ষ্মবুদ্ধি বালক বা যুবক প্রশংসা লাভ করিতেছিলেন, কেননা সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, বা গণিতে কি ইতিহাসে তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ। ক্রমে ক্রমে কাল সহকারে তাঁহার প্রশংসা বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং তিনি বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওতঃ পরিণামে বিদ্বান বলিয়া একজন গণনীয় লোক হইলেন। আর অধ্যয়নের প্রথমাবস্থা হইতে পরিণত সময় পর্য্যন্ত তিনি যে দিকে নেত্রপাত করিতেন, সকল দিকেই দেখিতে পাইতেন যে সকলেই রাজকর্ম্মচারী বা রাজসেবারত। সুতরাং পরিণামে তাঁহারও ঐরূপ উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যার ফল ফলাইতে হইবে অর্থাৎ তাঁহাকেও চাকুরী করিয়া সাংসারিক কার্য্য

নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তবে কিনা অপর সাধারণের ন্যায় নিতান্ত ক্ষুদ্র না হয়, একটী উচ্চ দরের কোন চাকুরী অবলম্বন করিতে হইবে, এইমাত্র অভিজ্ঞতাটুকু লাভ করিয়া তিনি সংসারে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু বিদ্যালয়ে তিনি যাহা যাহা শিক্ষা করিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রকৃত বিদ্যালাভ হইল কি না, সাংসারিক কার্য্য সৌকার্য্যার্থে অর্থোপার্জ্জন নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সেই অর্থোপার্জ্জন জন্য কেবল একমাত্র পরাধীন বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া স্বাধীন ভাবে থাকিয়া বিদ্যা বুদ্ধি গুণে তাহা সাধন করিতে পারা যায় কি না, কি কি উপায়াবলম্বন করিলে প্রকৃত প্রস্তাবে অর্থও উপার্জ্জন করা যায় অথচ দেশেরও প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়, বিদ্যালয় অধ্যয়ন কালে তাহা ভাল রূপে বুঝিতে পারিলেন কি না এবং তত্তৎ বিষয় সম্বন্ধে তিনি কতদূর পর্য্যন্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন? আক্ষেপের বিষয় এই যে একথা না তিনি নিজে বুঝিতে পারিলেন, না কেহ তাহাকে বুঝাইয়া দিল। সুতরাং বিদ্যার ফল যে কেবল চাকুরী করা, শেষে এই বিবেচনাতেই তাঁহার অভিজ্ঞতা পরিণত হইল। অতি প্রাচীন কালে যখন ভারতবর্ষ সভ্যতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তখন অধিকাংশ লোকই স্বাধীন ভাবে অর্থোপার্জ্জন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তখন স্বাধীন ব্যবসায়ীরাই মান সম্ভ্রমের পাত্র ছিলেন। তাঁহারা প্রাণান্তেও পরাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিতেন না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় ঐরূপ নিয়ম বিপরীত ভাব অবলম্বন করিয়াছে। এক্ষণ মান সম্ভ্রম যাহা কিছু আছে সমস্তই এই পরাধীন বৃত্তি বা চাকুরির প্রসাদাৎ। উচ্চ শ্রেণীর লোক এক্ষণ তাঁহাকে বলি, যিনি সর্ব্বোচ্চ পদ বা কর্ম্ম পাইয়া সর্ব্বোচ্চ বেতন ভোগ করিতেছেন। নিয়োগ

কর্ত্তার আবশ্যকতার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই যে তাঁহার মান, সম্ভ্রম, পদ, মর্য্যাদার তিরোধান হইতে পারে, এবং অপমান ও আত্মগ্লানি যে অধীনতার চির সহচর, তাহা অধীন কর্ম্মচারী দিগের দিব্য চক্ষে আশু প্রতীয়মান হয় না, অথবা তাহা দৃষ্টব্যই নহে। অধীন ব্যক্তি স্বকীয় সৎ ও অনন্যসাধারণ পরিশ্রম জনক কার্য্য দ্বারা যতদূর পুরস্কৃত হওয়া উচিত, তাহার ভাগ্যে প্রায়ই তাহা ঘটেনা। অথচ বিনা কারণে বা ক্ষুদ্র অপরাধ সত্ত্বেই প্রায়শঃ সকল সময় কর্ত্তার ভ্রূকিঞ্চন ও বিকৃতানন অবলোকন এবং ঐ বিকৃতানন নিঃসৃত কটুবাক্য আকর্ণন করিতে হয়। ঐ সময় তাহার হৃদয়ে যে আঘাত লাগে এবং তন্নিবন্ধন তাহার হৃদয় যে রূপ সঙ্কোচিত, বিকৃত ও নিরুৎসাহব্যঞ্জক হইয়া পড়ে, তাহার তুলনায় স্বাধীন একটী ক্ষুদ্র দোকানদার কিম্বা ক্ষুদ্র কৃষকের অন্তঃকরণও যে কতদূর প্রশস্ত, অবিকৃত, ও উদ্যমপূর্ণ তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

কিন্তু পরের অধীনে কর্ম্ম করা যে এক কালেই পরিহার্য্য তাহাও বলা যাইতে পারে না। সংসারের বর্ত্তমান অবস্থায়ই উহা অনেকাংশে করণীয়, অন্যথা সংসারই অসার হইয়া পড়ে। মনে কর সার্ব্বভৌম রাজা প্রজাপালন কার্য্যে ব্রতী, কিন্তু অধীন কর্ম্মচারীগণের সহায়তা অবলম্বন করিতে না পারিলে তাঁহার সেই ব্রত কি রূপে কার্য্যে পরিণত হইতে পারিবে? একজন বাণিজ্য ব্যবসায়ী অধীন কর্ম্মকারক না পাইলে একা কখনও কি বাণিজ্য সংসৃষ্ট যাবতীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে ক্ষমবান হইতে পারে? এই রূপে নানা কার্য্য কারণ বশতঃ রাজা হইতে অনেক নিম্ন শ্রেণীস্থ লোককে পর্য্যন্ত সময় সময় অধীন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হয়। যদি সকল

মনুষ্যই স্বাধীন বৃত্তি ভিন্ন পরাধীন বৃত্তি কখনও অবলম্বন করিব না বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়, তাহা হইলে সংসার কি রূপে চলিতে পারে। সুতরাং উপরে যাহা যাহা লিখিত হইল তাহার অর্থ এরূপ করিতে হইবে না যে স্বাধীন কর্ম্ম ব্যতীত পরের অধীনে কাহাকেও কখন কোন কর্ম্ম করা উচিত নহে। বাস্তবিক ঐরূপ উপদেশের যথার্থ তাৎপর্য্য এই যে, স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিলে, কখনও পরাধীনতা অবলম্বনীয় নহে; বরঞ্চ নিরুদ্যোগী, নিশ্চেষ্ট এবং অদৃষ্টলক্ষ্য না হইয়া যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়া স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া গার্হস্থ জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা করা উচিত, এই মাত্র। পরাধীন বৃত্তি এককালে পরিহার্য্য, একথার অর্থও প্রকারান্তরে তাহাই হইল, এস্থলে এরূপ আপত্তি হইতে পারে। যদি এরূপ বর্ণনার অর্থ তাহাই হয়, হউক, কিন্তু সকল মনুষ্যই যে কেবল মাত্র স্বাধীন ভিন্ন অধীন বৃত্তি অবলম্বন করিবে না, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার প্রধান অন্তরায়। গার্হস্থ ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্য মাত্রই সামাজিক নিয়মের অধীন। সেই সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা যে রূপ, তাহাতেই কারণ পরম্পরায় অনেককেই পরাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে এবং হইতেছে। স্বাধীন কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে মূল ধনের নিতান্তই আবশ্যক। পৈতৃক ধন সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিলেও যাহা হউক সহজে প্রথমানুষ্ঠানিক ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া বিদ্যা বুদ্ধি গুণে ক্রমে বিস্তৃত ব্যবসায় চালাইতে পারা যায় কিন্তু ঐরূপ ধন সম্পত্তির অধিকারী হওয়া, সংসারে কয়টী লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে। পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারী বা নাই হওয়া গেল। চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া ক্রমে ত কোন রূপ উপায় করা যাইতে পারে, হয়ত এরূপ তর্ক কেহ এস্থলে

করিতে পারেন। কিন্তু ঐরূপ সহিষ্ণুতা কতটা লোকের আছে? থাকিলেও সেই সহিষ্ণুতা ফলে পরিণত করা বহু সময় সাপেক্ষ, তাহার আর কোনই সন্দেহ নাই। গৃহে স্থবির পিতা মাতা জঠরানলে দগ্ধ হইতেছেন, বন্ধু বান্ধবগণ দূরদেশ হইতে আগমন করতঃ উপেক্ষিত হইয়া বিনা আতিথ্যে প্রত্যাগমন করিতেছেন, পৈতৃক গৃহ অট্টালিকা সমুদয় সংস্কারাভাবে জীর্ণ শীর্ণ ও ভগ্নাবশেষ হইতেছে অথচ আমি স্বাধীন বৃত্তি ভিন্ন পরাধীন বৃত্তি কখনই অবলম্বন করিব না, কেবল সুযোগ পাইতেছি না জন্য সময় প্রতীক্ষা করিতেছি, কোন্ মনুষ্য-প্রকৃতির ইহা সাধ্য ও সহনীয় হইতে পারে? সুতরাং আশু প্রাপ্য পরাধীন বৃত্তি তাহাকে কাজে কাজেই অবলম্বন করিতে হয়। আবার অগ্রপশ্চাদ্দর্শী কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার সম্মুখে স্বাধীন ভাবে কাল কর্ত্তন করিবারও ক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় কথা যে, পরাধীন বৃত্তি যাহা তিনি আশু অবলম্বন করিতে পারিতেছেন, তদ্দ্বারা তিনি যেরূপ সুখস্বচ্ছন্দতার সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, স্বাধীন ব্যবসায়ের কোনরূপ পথ তাঁহার নিকট উন্মুক্ত থাকিলেও তদ্দ্বারা তিনি সেরূপ স্বচ্ছন্দতার আশা করিতে পারেন না। হয়ত বহু পরিবার প্রতিপালন করার ভার তাঁহার উপর ন্যাস্ত আছে। স্বাধীন ব্যবসায় জনিত আয়ের দ্বারা কখনই তিনি সে ভার তুলন করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না কি পারিবেন না, অথচ তিনি এমত কোন চাকুরী পাইতেছেন যে, তজ্জনিত আয়ের দ্বারা অনায়াসে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে ক্ষমবান হইবেন, সুতরাং তিনি অবশ্যই সেরূপ চাকুরী করিতে বাধ্য হইতেছেন। সংসারে অনেক ব্যক্তি আছেন, যাহারা অতিশয় কার্য্যকুশল, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান এবং কর্ম্মঠ কর্ম্মচারী এবং তাঁহাদিগের কর্ম্মের

বেতনের পরিমাণও সর্ব্বোচ্চ। ঐ সর্ব্বোচ্চ হারের বেতনদ্বারা তিনি নিজে পরিবার বর্গ সহিত যেরূপ যৎপরোনাস্তি সুখস্বচ্ছন্দতার সহিত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছেন, স্বাধীন ব্যবসায় দ্বারা তিনি কস্মিন্ কালেও সেরূপ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন না, সুতরাং তেমন স্থলে তাঁহার পরাধীন-বৃত্তিই অবলম্বনীয়। বিশেষতঃ পূর্ব্বেই বলাগিয়াছে যে, স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইলে, মূলধনের প্রয়োজন। পৈতৃক কি অন্য প্রকার প্রাপ্যধন পাইলে, লোকে তাহাই মূলধন করিয়া স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে, অন্যথা পশ্চাৎ ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইলেও মূলধন সঞ্চয়ানুরোধে, তাহাকে অগ্রে চাকুরী অবলম্বন করিতে হইবে। অতএব অনন্যগতি হইয়াই হউক, মূলধন সঞ্চয়ানুরোধেই হউক, বাধ্য হইয়াই হউক কিম্বা অন্য যে কারণ বশতঃই হউক, লোক বিশেষকে রাজসেবা বা চাকুরী না করিলেও হইতেপারে না। যদি ঐরূপ পরাধীন বৃত্তি সমাজ ও সমাজের অবস্থা বিশেষে করণীয় সাব্যস্ত করা গেল, তাহা হইলে যাঁহারা তাহাতে ব্রতী হইবেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য যে, সর্ব্বতো-ভাবে সাবহিত হইয়া আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করেন, অন্যথা ব্রতভঙ্গ জনিত মহাপাপে পরিণামে তাহাকে নিশ্চয় নিরয়গামী হইতে হইবে।—

—'তুমি রাজমন্ত্রী'—রাজার বিশাল রাজ্যের শাসনপ্রণালী তোমার মন্ত্রণার আয়ত্ত। রাজা সিংহাসনে অধিরূঢ়, তুমি মন্ত্র ভবনে অবস্থিত। রাজা সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া প্রতিনিয়ত প্রজাবৃন্দের নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইতেছেন, তুমি মন্ত্রভবনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া মন্ত্রণা করিতেছ, কিরূপে প্রজাগণ অক্ষুণ্নভাবে এবং অবিসম্বাদিত রূপে চিরকাল রাজাকে ঐরূপ প্রতিনিয়ত নমস্কার ও আশীর্ব্বাদ করিতে থাকিবে। রাজা মুক্ত-

ভার, তুমি ভারগ্রস্থ। রাজা পুরুষ সিংহ, তুমি সেই পুরুষ সিংহের অদ্বিতীয় বল। রাজা স্বীয়রাজ্যের অধিপতি কিন্তু তোমার মন্ত্রণার আধিপত্য রাজার উপর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সুতরাং তুমি রাজা-রাজ্যের-রাজা। রাজা শারীরিক বলে বলীয়ান, তুমি আপনার অনন্যসাধারণ বুদ্ধিবলে বলীয়ান। রাজার সিংহাসন রজত কাঞ্চনাদিময় কৃত্রিম সিংহগণ পরিবেষ্টিত কিন্তু তোমার অনন্য সাধারণ তেজ-প্রভাব-ময়-সিংহাসন অকৃত্রিম। রাশি রাশি বিদ্যমান প্রত্যক্ষ সিংহ উহার চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছে। তুমি যেস্থানে বসাইতেছ, রাজা সেইস্থানে বসিতেছেন; তুমি যেখানে দণ্ডায়মান করিয়াছ, রাজা সেইখানেই দণ্ডায়মান আছেন; রাজা সম্পূর্ণ রূপে তোমার আজ্ঞার অধীন। রাজা অসাধারণ পরাক্রমশালী রাজদ্রোহীর ভয়ে ভীত হইয়া, তোমার শরণাপন্ন হইতেছেন, তোমার কূট মন্ত্রণা গুণে রাজদ্রোহীর কুটচক্রসকল আকাশ কসুমবৎ শূন্যেই বিলীন হইতেছে। রাজা ভয়-বিমুক্ত হইয়া গভীর শান্তি-রসা প্লুত হওতঃ প্রকৃতিস্থ হইতেছেন। রাজা প্রবল পরাক্রম অরাতি ভয়ে চকিত হইয়া, কাতর নয়নে যেই তোমারদিকে নেত্রপাত করিয়াছেন, অমনই তোমার অনন্য-সাধারণ সেই বুদ্ধিবল প্রভাবে তদ্রূপ পরাক্রমশালী শত্রুগণও শত শত যোজন দূরে পলায়ন করিল। রাজা স্বয়ংই বা কখন বিকৃতমনা হইয়া নিতান্ত নিষ্কারণে, বিনাপ্রয়োজনে তোমার প্রতি দুর্জ্জয় ক্রোধ পরবশ হইয়া, কাল ভুজঙ্গেরন্যায় তোমাকে দংশন করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু তোমার দুর্ভেদ্য বুদ্ধির কি অতুল প্রভাব! কি মহীয়সী শক্তি! তোমার মূর্ত্তি একবার দেখিবা মাত্র মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় লজ্জিত মনে তিনি তিলার্দ্ধকাল মধ্যে আপন বিবরে লুক্কায়িত হইলেন। তরঙ্গমালাময় সাগরের মধ্য স্থলে, পর্ব্বতশৃঙ্গ যেরূপ অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকে, নানা-

রূপ বিঘ্ন বাধা সঙ্কুল বিশাল রাজ্য মধ্যে রাজা সেইরূপ নির্ভীত চিত্তে বিরাজিত আছেন, যেহেতু উহার মূলভিত্তি সুদৃঢ়, কেন না তাহা তোমারই মন্ত্রণার উপকরণে গঠিত হইয়াছে। প্রবল প্রভঞ্জন বেগে উচ্চশির বৃহৎ বৃহৎ গৃহরাজিও যখন ঘূর্ণায়মান হইয়া, পড়ে পড়ে অবস্থায় পরিণত হয়, তখন যেমন গৃহস্বামী অনন্যগতি হইয়া পেলা দ্বারা তাহা ঠিক রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ রাজার রাজ্য উপদ্রব দ্বারা বিপর্য্যস্থ হইবার উপক্রম হইলে, উহা সম্যক্ রক্ষা করিবার নিমিত্ত কেবল তোমার মন্ত্রণা বলই এক মাত্র পেলা স্বরূপ বটে। যেমন কাণ্ডারী ভিন্ন নৌকা চলা সম্ভবপর হয় না, যেমন আধোরণ ভিন্ন ভীমাকৃতি করীবরকে পরিচালিত করিবার উপায়ান্তর নাই, তেমনই মন্ত্রী ব্যতীত রাজ্য ও রাজা উভয়ই পরিচালিত হইতে পারে না। তুমি মন্ত্রী সুতরাং তুমি রাজ্য তরণীর কর্ণধার এবং রাজ-মাতঙ্গের আধোরণ। বাস্তবিক তুমি যদি এই সমস্ত গুণে যথার্থ গুণবাণ হও, যদি তুমি এই সমস্ত সুলক্ষণাক্রান্ত পুরুষ হও, তাহা হইলেই তুমি যথার্থ মন্ত্রী, অন্যথা তুমি ভীরু এবং কাপুরুষ, অথবা তুমি মন্ত্র ভবনে নরাকার পশু বিশেষ। রাজা মূর্খ তাই তোমাকে মন্ত্রীত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তাই বৃহস্পতি ভ্রমে পশুর মন্ত্রণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার তুমি আরও মুর্খ যে আপনাকে মন্ত্রীত্ব পদের নিতান্ত অনুপযুক্ত জানিয়াও অতবড় গুরুতর পদে অভিষিক্ত হইতে স্বীকার করিয়াছিলা। তোমার সাহস দুঃসাহস, তোমার বুদ্ধি দুর্ব্বুদ্ধি, তোমার সম্বল দুর্ব্বল। সম্পদে কি বিপদে, সুখে কি দুঃখে, নিদ্রায় কি জাগরণে, অশনে কি ব্যসনে, আচারে কি ব্যবহারে, প্রজাপালনে কি প্রজা ও রাজ্যশাসনে, সর্ব্বপ্রকার অবস্থায়, সকল সময় এবং সকল কর্ম্মে রাজা তোমার মন্ত্রণার এবং উপদেশের বশবর্ত্তী। সকল বিষয়ে

তাহাকে সদুপদেশ প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা তাহার রাজা নামের সার্থকতা সম্পাদন করানই তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহাই তোমার প্রকৃত মন্ত্রি-ধর্ম্ম। পক্ষান্তরে যদি তুমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানবান হইয়াও চতুর চূড়ামণি কপট মন্ত্রী হও, তবে তোমাকে কিসের সহিত তুলনা করিব, তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না। রাজা বিপন্ন, তুমি সেই বিপদ জন্য সুযোগ প্রয়াসী। রাজা আরাতিভয়ে ভীত, তুমি সেই অরাতির গুপ্তমিত্র। রাজার রাজ্য যায় যায়, তুমি লোক লোচনের চক্ষে ধুলি প্রক্ষেপ করিয়া, সেই রাজ্য আত্মসাৎ করিবার অবসর অন্বেষী। তোমার সেই বিদ্যা অবিদ্যা, তোমার বুদ্ধি দুষ্টবুদ্ধি আর তোমার জ্ঞান স্বার্থ সিদ্ধি কামনা। তুমি শত্রুদলে মিলিত হইয়া প্রবল ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করিয়াছ, রাজা তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারেন নাই। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! কিয়ৎকাল পরেই সেই প্রজাভি-নন্দন সুবর্ণ মুকুট শোভিত রাজাকে পথের ভিখারী করিয়া ছাড়িয়া দিবে। তুমি তখন ঘোর নারকী, দুর্জ্জন এবং পামর মন্ত্রী। তুমি সযত্নে পোষিত কাল ভুজঙ্গ অথচ তাহারও দংশন সময়ে একটুকু সাবধান হওয়ার অবসর পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তোমার অদৃষ্ট পূর্ব্ব, অলক্ষ্য পূর্ব্ব দংশন সর্ব্বতোভাবে অনিবার্য্য। অথবা তুমি ধূর্ত্ত শৃগাল। কিন্তু সাবধান! এক-দিন না একদিন তোমাকে ফাঁদে পড়িতে হইবেই কি হইবে। তখন তুমি ধর্ত্তব্য ও বধ্য। যখন তুমি রাজার রাজ্যরূপ গৃহ মধ্যে সিঁদ খুড়িয়া প্রবেশ করতঃ অতি যত্নের সামগ্রী আদরের সহিত রক্ষিত শান্তি রূপ অমৃতভাণ্ড লইয়া পলায়ন পর হইবা, তখন সেই গৃহ রক্ষক সমস্ত প্রহরীকে ফাঁকি দিতে পারিলেও একজন মহাবলবান দুর্জ্জয় প্রহরীকে ফাঁকি দিতে পারিবা না। সে ধর্ম্ম প্রহরী। যেই তুমি অমৃত ভাণ্ড লইয়া চুপে চুপে পলায়নপর

হইবা, অমনই (তুমি না দেখিলেও) সে তোমাকে দেখিতে পাইবে, আর ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে তাহার হস্তস্থিত সুতীক্ষ্ণ অশিদ্বারা তোমার মস্তক ও দেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ফেলিবে।

—'তুমি বিচারক'—রাজা একক্, প্রজা বহুল, ঐ বহুল প্রজার স্বত্বাস্বত্বের এবং ন্যায়ান্যায়ের বিচার করিতে, রাজা হইলেও, একটী মনুষ্য কৃতকার্য্য হইতে পারে না। তন্নিবন্ধন রাজা তোমাকে সাহায্যকারী নিযুক্ত করিয়া, বিচারের ভার তোমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। বিচার-পতি নিযুক্ত করার আরও একটী মহদুদ্দেশ্য আছে। রাজ্য শাসন প্রণালীর নিয়মের বাধ্য হইয়া, রাজাকে বিচারপতি, অধীন বিচারপতি এবং অধীনাধীন বিচারপতি, এইরূপে উচ্চ হইতে ক্রমে নিম্ন শ্রেণীস্থ বিচারক দিগকে নিযুক্ত করিতে হয়। এক মাত্র সর্ব্ব-শক্তিমান জগদীশ্বর ভিন্ন, এ সংসারে কেহই সম্পূর্ণ ও অভ্রান্ত নহে। মনুষ্য প্রকৃতিতে সর্ব্বদাই ভ্রম, প্রমাদ, ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। কোন ব্যক্তি আপন স্বত্বে বঞ্চিত হইলে, তৎপ্রতিকার জন্য প্রথমতঃ রাজ নিয়মানুরোধে, তাহাকে অধীন বিচারকের নিকট বিচরার্থী হইতে হইবে। তদ্রূপ বিচারকের বিচারে, সে প্রতিকার না পাইলে তদূর্দ্ধ বিচারপতির আশ্রয় লইবে। তাহাতেও কি জানি যদি সে, সম্পূর্ণ প্রতিকার লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে রাজা স্বয়ং তাহার বিচার করিবেন। এইরূপ পর পর বিচার কার্য্যে, বিচার্য্য বিষয় অনেকাংশে বিশদ হইয়া আইসে। পুনঃ পুনঃ সমালোচনায় কোন জটিল বিষয়ও শেষে সহজে বোধগম্য অবস্থায় পরিণত হয় এবং তন্নিবন্ধন বিচারের ফল পরিশুদ্ধ হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই উদ্দেশ্য সাধন মানসে, বিভাগ করিয়া লইয়া রাজা বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। কোন রাজ্যে একজন মাত্র বিচারকের সমস্ত বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ

করা সাধ্যায়ত্ত হইলেও, তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কখন হইবে না; বিশেষ এক জনের সমস্ত বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করাও সাধ্যায়ত্ত নহে। ইত্যাদি কারণ পরম্পরায় নীচোচ্চ শ্রেণী ভেদে, বিচারক নিযুক্ত হইয়া থাকে। তুমি একজন বিচারক, রাজা তোমাকে বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং ন্যায়পরায়ণ ভাবিয়া, তোমাকে বিচারকের পদে মনোনীত ও অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। তোমার কর্ত্তব্য যে, তুমি অতিশয় সাবধানতা ও সতর্কতার সহিত আপন কর্ত্তব্য কার্য্য কর। তোমাব কার্য্য যে কতবড় গুরুতর একবার তাহা চিন্তা কর, চিন্তা করিয়া সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লও। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করাই বিচারকের সনাতন ধর্ম্ম। রাম, শ্যাম কর্ত্তৃক অন্যায় রূপে আপন বিষয়ে অনধিকৃত হইয়া, তাহার উদ্ধার আশায় তোমার নিকট বিচারার্থী। কিন্তু তুমি শ্যামের পক্ষপাতী। রামের আবেদন তুমি বুঝিয়া বুঝিতেছ না, রামের আর্ত্তনাদ তুমি শুনিয়াও শুনিতেছ না। তুমি শ্যামের প্রলোভনের বশবর্ত্তী। অবশেষে তুমি আপন মন্তব্যে প্রকাশ করিলা (তোমার লেখনীর বিশেষ জোর) যে, রামই অন্যায় রূপে শ্যামের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। তোমার এইরূপ অভিপ্রায়ের সহিত রামের অভিযোগের শেষ নিষ্পত্তি সম্পন্ন হইল। এস্থলে তোমাকে কি বলিব, তুমি ঘোর নারকী, অথবা নরকেও তোমার স্থান নাই। যদি তুমি আপন জ্ঞান, বুদ্ধি অনুসারে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়াও সম্পূর্ণরূপে যাথার্থ্য নিরূপণ করিতে না পারিয়া, আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া ফেলাও, তাহা হইলেও বরং তুমি অপেক্ষাকৃত ক্ষমার পাত্র; কেন না সেস্থলে কেবল তোমার অযোগ্যতা মাত্র প্রকাশ পাইবে। কিন্তু তুমি জানিয়া শুনিয়া এবং সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াও যদি কেবল তোমার স্বার্থ সিদ্ধি মানসে অন্যায় কারীর

অনুকুলে আপন মত সমর্থন কর, তাহা হইলে তুমি বিচারক নও, সে অবস্থায় তুমি নরভুক্ কোন একটা পশু বিশেষ। তোমার নিকট বিচার প্রার্থনা দূরে থাকুক, তোমার বিষ ময় মূর্ত্তি দর্শন মাত্র, শত ক্রোশ দূরে পলাইয়া আত্মরক্ষা করা উচিত। বিচার কার্য্য দয়ার সহিত মিশ্রিত হওয়াও প্রয়োজনীয়। কিন্তু যে দয়া মনোবৃত্তি সমূহ মধ্যে একটী সুকোমল মনোমুগ্ধকারী বৃত্তি, বিচার কার্য্যে অবস্থা, স্থান ও কার্য্য কারণ ভেদে সেই দয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। যেন পক্ষ পাতিত্ব দোষের এক বিন্দু পরমাণুর সঙ্গেও তাহার কোনরূপে সংশ্রব না হইতে পারে। বিচার কার্য্যে অপক্ষ পাতিত্ব গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি এবং কার্য্য কুশলতা প্রভৃতি সকল গুণের উপরিস্থ। কোন কোন বিষয়ের অভিযোগ, কোন কোন সময়ে অতিশয় জটিল ও প্রাঞ্জল হইয়া পড়ে। যে পর্য্যন্ত নিগুঢ় তত্ত্ব সকলের মর্ম্মোদ্ধার করিতে না পারা যায়, যে পর্য্যন্ত অর্থী প্রত্যর্থীর হৃদয়ের নিম্নতম প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া যথার্থ মূল বিষয়ের তত্ত্ব নিরূপণ না করা যায়, সে পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া শেষে উদ্ধারিত যাথার্থ্যের সহিত আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করাই বিচারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। বেকন বলিয়াছেন "দোষী মুক্তিলাভ করে সেও বরঞ্চ ভাল তথাচ যেন নির্দ্দোষী শাস্তিপ্রাপ্ত না হয়"। এই উপদেশ শ্রেষ্ঠ মন্ত্রের ন্যায় সর্ব্বদা চিত্ত ক্ষেত্রে জাগরূক রাখা বিচারকের অবশ্য কর্ত্তব্য। বিচারক! আইন কানুন যত জানিবে, ততই উত্তম কিন্তু সাবধান! বেকনের ঐ মহামন্ত্র কখনও ভুলিওনা। উহা আইনের উপর আইন, কানুনের উপর কানুন। কোন কোন বিচারক এমন আছেন যে, অভিযোগ উপস্থিত হওয়া মাত্রই একপক্ষাশ্রিত হইয়া বসেন। তাঁহার কোন স্বার্থাভিসন্ধি নাই, কোন পক্ষপাতিত্ব নাই, কোন রূপ দুরাশা নাই, তথাচ জানি না কেন অপর পক্ষের সহস্র

প্রমাণেও তাঁহার মনোযোগ নাই, তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন, তাহার অন্যথা কখনও হইবার নহে। তাদৃশ বিচারকও বিচারাসনে উপবিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, তাঁহার অন্তঃকরণ তুলাপেক্ষাও লঘু। তুমি বিচারক,—সঙ্ক্ষেপতঃ তোমাকে এই উপদেশ দেই যে, কৃতাপরাধী সাব্যস্তে, অশেষ স্নেহপাত্র তোমারই এক মাত্র আত্মজও যদি বিচারার্থে তোমার সমীপে আনীত হয়, তাহা হইলেও বিচারাসনোপবিষ্ট থাকা কাল পর্য্যন্ত, তুমি ন্যায় ও যথার্থ বিচারের সহিত অপরাধীর দণ্ড বিধান করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইবে না।

—'তুমি শান্তি রক্ষক'—প্রজা বৃন্দের শান্তি এবং তজ্জনিত রাজ্যের শান্তির উপর বিঘ্ন বারণোদ্দেশে, রাজা তোমাকে শান্তি রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। তোমার হস্তেও গুরুতর কার্য্যের ভার। সর্ব্বতোভাবে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করা তোমার কর্ত্তব্য। তোমার প্রতি যে ক্ষমতা অর্পণ করা গিয়াছে, সাবধান! কখনও সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করিও না। চোরকে ধৃত করিতে যাইয়া, সাধুকে লাঞ্ছিত করিও না; আবার সাধুকে সম্মাননা করিতে যাইয়া অসাধুকে পুরস্কৃত করিও না। দুর্জ্জনের দমন এবং সজ্জনের সম্মান, এই উভয় কার্য্য সাধন করিতে যে পরিমাণ ক্ষমতা তোমাকে আবশ্যক করে, রাজা সেই ক্ষমতা তোমাকে অর্পণ করিয়াছেন। তুমি সেই ক্ষমতার বলে, আপন দুরভিসন্ধি সাধন করিতে যত্নবান হইয়াছ। একদা তুমি কোন অকরণীয় কার্য্য করিতেছিলে, রাম সেই সময় তোমার ঐ দুষ্কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া, তোমাকে উপদেশছলে তিরস্কার করিয়াছিল। তুমি রামের প্রতি তদবধি জাতক্রোধ হইয়া আছ। সুযোগ পাইলেই অমনি রামের প্রতি তোমার সেই জাত ক্রোধের পরিণামফল দেখাইয়া দিবে। দৈবানুগ্রহে তুমি রাজকীয়

শান্তি রক্ষকের পদ প্রাপ্ত হইলে। এখন রাম আর যাবে কোথা? তুমি মিছা মিছি কোন একটা ছল ধরিয়া, কোন না কোন একটা মিথ্যা অপবাদ উপলক্ষ্য করিয়া, ব্যাঘ্রবৎ রামকে আক্রমণ করিলে। সাধুচরিত্র রাম তোমার দুরন্ত করাল গ্রাসের পথ্য হইল। তোমার এ কার্য্যে পুরুষত্ব কিছুই নাই। তুমি কাপুরুষ। উপকারী রামের অপকার করিতে উদ্যত হইয়া, তুমি আপন ক্ষমতার সম্পূর্ণ রূপ অপব্যবহার করিলে। তোমাকে শান্তি রক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়া, শান্তি রক্ষা হওয়া দূরে থাকুক, রাজ্যে অশান্তি অসুরের উপদ্রবে প্রজাবৃন্দ এবং শেষে রাজা পর্য্যন্ত তিষ্ঠিতে পারিলেন না। রামকে তুমি যেরূপ অযথোচিত রূপে লাঞ্ছিত করিলে, আবার আর এক দিন শ্যামকেও তুমি মিথ্যাপরাধে সেইরূপ দণ্ডিত করিলে। তুমি কি মনে করিয়াছ যে তুমি কাপুরুষ নহ? একজন বীরাবতার? রাম, শ্যাম কি কোন প্রতিকার পাইবেনা? অবশ্য পাইবে। রাজা স্বয়ং তাহাদিগের প্রতিকার করিবেন। আর যদি তোমার দুষ্টবুদ্ধি কুশলতায়, তোমার দুর্ব্বিনীত ও অপব্যবহৃত ক্ষমতার বলে, সুশীল রাম শ্যামের কোন প্রতিকারও না হয়, তথাপি ইহা তুমি নিশ্চয় স্মরণ রাখিও, উপরে একজন আছেন, তিনি রাজার রাজা। তুমি রাজ নিযুক্ত বিচার পতিকে, রাজ মন্ত্রীকে এবং অবশেষে রাজাকে পর্য্যন্ত ফাঁকি দিতে পারিলেও, তাঁহার নিকট পরিত্রাণ পাইতে পারিবে না। এক দিন না এক দিন তোমার এই অযথা দুষ্কার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত সমাহিত হইবেই কি হইবে।

প্রজাগণের মধ্যে পরস্পার একে অন্যের ক্ষতি করিলে, একে অন্যকে অন্যায়রূপে আক্রমণ করিলে, রাজ্য শাসন প্রণালীর নিয়মই তাহার বিচার করিয়া, অন্যায় কারীর দণ্ড বিধান করিয়া থাকে। তেমন স্থলে প্রজায় প্রজায় যুদ্ধ করিতে হয় না, বরঞ্চ

করিলে, অপরাধীগণো রাজদ্বারে দণ্ড প্রাপ্ত হইতে হয়। কিন্তু রাজায় রাজায় ঘটনা হইলেই যুদ্ধ অনিবার্য্য। এই কারণেই জগতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই রাজাদিগকে সৈন্য সামন্তের আবশ্যক হইয়াছে এবং হইতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধ করণীয়, কি পরিহার্য্য, এ স্থলে আমরা তাহার সমালোচনা করি না, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, সেনা বা সেনানায়কের কি করা কর্ত্তব্য, আনুসাঙ্গিক আমরা তাহাই কিঞ্চিৎ বলিতেছি।—'তুমি সেনা নায়ক বা সৈন্য সম্বন্ধীয় যুদ্ধব্রতী কর্ম্মচারী'—সকল কর্ম্মচারীই "আপন আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথাবিহিত রূপে নির্ব্বাহ করিতে ক্রুটী করিব না" এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়া, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তুমিও সেইরূপ প্রতিশ্রুত; কিন্তু তাহার উপরেও তোমার আর একটী প্রতিজ্ঞা আছে; তুমি আপনার জীবনকে পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিযাছ। অতএব যখন প্রচণ্ড সমর-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে, তখন তুমি আপান প্রতিজ্ঞা স্মরণ রাখিয়া কর্ম্ম করিবে। তুমি আপন জীবন প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, সুতরাং উপস্থিত সহকারে ঐ জীবনকে তৃণবৎ পরিজ্ঞান করিয়া, বিপক্ষ পক্ষের সন্মুখীন হইবে। শাস্ত্রকারেরা এই জন্য বলিয়া গিয়াছেন, যুদ্ধভীত সৈনিক কাপুরুষ। তাহার গতি নরক। আর যাহারা সন্মুখ ও ন্যায়যুদ্ধে দেহ পাত করে, তাহারা অমনি অনন্ত কালের নিমিত্ত, অমর সকলের সহবাসী হয়। যুদ্ধ বিগ্রহ যুদ্ধার্থী গণের পক্ষে অবারিত স্বর্গদ্বার স্বরূপ! অতএব জীব-নের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বিপক্ষকে আক্রমণ করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আবার বিপক্ষ পক্ষ শরণাগত হইলে, তদীয় রক্তে স্বীয় হস্ত দূষিত করাও কাপুরুষতা। শরণাগত বিপক্ষকে বরঞ্চ অভয়দান এবং সন্মান করা কর্ত্তব্য কিন্তু কখনও তাহার অবমাননা করা উচিত নহে।

প্রজাগণের, কি অপর সাধারণের এবং তাহাদিগের সন্তান সন্ততি সমূহের বিদ্যাভ্যাস জন্য, স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপন করা প্রশস্ত ধর্ম্ম কার্য্য। রাজা কি অন্য কোন মহাত্মা ব্যক্তি সেই ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া, বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন। —'তুমি সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক'। তোমার প্রতি অতি মহৎ কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে। সকলের অপেক্ষায়ই তোমার বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। সকলেই আপন জীবিকা ও সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহার্থে, কোন না কোন রূপ বিষয় কর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন। তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগকে সমবয়স্ক বা সমান শ্রেণীস্থ লোকের সহিত কারবার করিতে হয়। কিন্তু তোমার প্রতি সুকুমার-মতি বালক বালিকা গণের শিক্ষার ভার অর্পিত। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, সর্ব্বাপেক্ষা গুরু-তর কার্য্যের ভার তোমার উপর ন্যস্ত। যাহাতে সকল মনুষ্যই বাল্যকাল হইতে শিক্ষা জনিত জ্ঞানবান হইতে পারে, তাহার মত কামনা করিয়া, সেই কামনা সিদ্ধি মানসে, রাজা কি অন্য যে সদাশয় ব্যক্তিই হউন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া, তোমাকে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। যাহাতে বালকগণ সুশিক্ষিত ও জ্ঞানবান হইতে পারে, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করা তোমার কর্ত্তব্য। কতক খানি পুস্তক মুখস্থ করান, কি কতক গুলি ভাল ভাল কাব্যের দুরূহ শব্দ সকলের অর্থ বোধ করাইলেই যে, শিক্ষার চরম ফল ফলিত হইল, এবং তাহা হইলেই যে, তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যের পরি সমাপ্তি হইল, এরূপ বিবেচনা করা তোমার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা। তুমি যেমন বালক দিগকে বুঝাইবে, তেমনই নিজেও বুঝিবে যে, পুস্তক অধ্যয়ন মাত্র প্রকৃত বিদ্যা নহে; কিন্তু উহা প্রকৃত জ্ঞান লাভের এক প্রধান উপায় মাত্র। অগ্নি প্রজ্বালন করিতে যেরূপ ইন্ধন এক প্রধান সাধন, তেমনই গ্রন্থ

অধ্যয়ন, জ্ঞান সম্বর্দ্ধনের এক উপায় মাত্র। গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে যে সদুপদেশ দিয়াছেন, সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করতঃ সেই উপদেশ কার্য্যে পরিগণিত করিয়া লইবার সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া, বালককে ছাড়িয়া দিতে পারিলে, তুমি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপন করিলে, একরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু বালক গ্রন্থ কারের উপদেশ বাক্যগুলি মুখস্থ শিক্ষা করিয়া রাখিল মাত্র, কার্য্যকালে তাহাতে কোনই ফল দর্শিল না, সেরূপ শিক্ষা দানে তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যের কোন ফল ফলিল না। শিক্ষক কেবল বিদ্বান হইলে হইল না। শিক্ষকের অতিশয় সাধু চরিত্র হওয়া উচিত। জিতেন্দ্রিয়তা, সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম্ম ভীরুতা এবং অমৃত ভাষীত্ব প্রভৃতি সদ্গুণ সমুহ দ্বারা যে ব্যক্তি স্বীয় চরিত্রকে বিভুষিত করিতে পারিবে, সেই প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষকের উপ-যুক্ত পাত্র। তুমি বিদ্যালয়ে উপবেশন করিয়া, উচ্চ মুখে বালক গণকে উপদেশ করিতেছ 'পরদার উপভোগ করা, কি উপভোগ করার চেষ্টা করা, মহাপাপের কার্য্য। উহা করিলে ইহকালে ও পরকালে নরক ভোগ করিতে হয় ইত্যাদি'। আবার তুমিই সেই পরদারী। তোমার ঐ উপদেশ ও কার্য্যদ্বারা সুকুমার মতি অনুকরণ-প্রিয়-বালক, কি শিক্ষা লাভ করিল? বালক বুঝিল আমরা যখন বড় হইয়া শিক্ষকতা কার্য্য করিব, তখন ছাত্র দিগকে, পরদার সঙ্গম করা অতীব অন্যায় বলিয়া উপদেশ দিব কিন্তু শিক্ষক মহাশয়ের ন্যায় বয়ঃপ্রাপ্ততা সহকারে ঐ কার্য্যে নিজেরা করিব তাহাতে বড় একটা দোষ নাই ইত্যাদি। ইহা কতদূর বিড়ম্বনা! বাস্তবিক শিক্ষকের চরিত্রই শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের আদর্শ স্বরূপ ইহা নিঃসন্দেহ। বালক গণের নির্ম্মল অন্তঃকরণে পাছে কোন কুসংস্কার সংলগ্ন হইয়া সবল হইয়া উঠে, এই ভয়ে তুমি ভীত হইয়া স্বীয় চিত্ত শুদ্ধির

চেষ্টা পাইবে। কোন রূপ ভ্রম শিক্ষা দ্বারা ভবিষ্যতে তাহাদিগের কোন অমঙ্গল ঘটে, এই ভয়ে তুমি স্বীয় ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করিবে। আর পাছে বা তোমার চরিত্র অনুকরণ করিয়া, বালক ভবিষ্যতে এককালে মহা বিপন্ন হইয়া পড়ে, এই মহাভয়ে মহাভীত হইয়া, তুমি কোন প্রকার দোষ সংশৃষ্ট আমোদ প্রমোদ হইতে সর্ব্বতোভাবে পরিমুক্ত থাকিবে। আর তোমার ঐ আদর্শ চরিত্র অপেক্ষাকৃত কমনীয় ও প্রীতিপদ হওয়া উচিত। বালক করি-শিশু সুতরাং তুমি সিংহাবতার না হইলে, তাহাকে শাসনাধীন করিতে পারিবে না, এরূপ বিবেচনা করা তোমার বিষম ভ্রম। তোমার মূর্ত্তি পবিত্র ভাল বাসার আধার স্বরূপ এবং কমনীয় ও প্রীতিপদ হইলে, সিংহ শিশুবৎ বালকগণও বিনীত, নম্র এবং শান্তপ্রকৃতি হইবে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সর্ব্বথা তোমার চরিত্র বিমার্জ্জিত ও অনিন্দ্রিয় পরায়ণ হইবে, অন্যথা তুমি কখনই শিক্ষকতা কার্য্যের উপযুক্ত নহ। আর ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধেও নিতান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সকল বালক গণকে শিক্ষাদান করিবে। যেন বালকের কোমল চিত্ত ক্ষেত্রে তোমার যত্নকৃত, শিক্ষকতা জনিত ধর্ম্মবীজ, কাল সহকারে অর্থাৎ সংসারে প্রবেশ করিলে, অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ একটী মহান্ বৃক্ষ রূপে পরিবর্দ্ধিত, পুষ্পিত, এবং ফলিত হওতঃ মহামঙ্গল সাধন করে। তোমাকে সর্ব্বোপরি একটী উপদেশ দিতেছি, সাবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। তুমি শিক্ষক। প্রসিদ্ধ বিদ্বান ব্যক্তিগণের সদুপদেশ পূর্ণ পুস্তক সকল অধ্যয়ন করান এবং ঐ সকল উপদেশ যাহাতে কোমল প্রকৃতি বালক বালিকাগণের চিত্তে যথার্থরূপে অঙ্কিত হইতে পারে, অর্থাৎ তাহারা যাহাতে ঐ সকল উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে পারে, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করাই তোমার ব্যবসায়। এই ভাবে অন্যান্য গ্রন্থে তাহাদিগকে

পারদর্শী করিয়া সুযোগ উপস্থিত হইলেই তুমি এক খানি বৃহদ্-গ্রন্থ তাহাদিগকে অধ্যয়ন করাইবে। উহা স্বয়ং ঈশ্বর প্রণীত এই পরিদৃশ্যমান জগৎ। বালক বালিকা গণের সম্মুখে এই জগন্মণ্ডল একটী পুস্তক কল্পনা কর। রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, কর্ম্মনীতি এবং ব্যবহার পদ্ধতি প্রভৃতি উহার এক এক অধ্যায়। কোন্ অধ্যায় কি রূপে পড়িতে হইবে, কি রূপ অধ্যয়ন দ্বারা কি রূপ ফল ভোগী হওয়া যাইতে পারিবে, পরিষ্কার ও বিশদ রূপে তাহা শিক্ষার্থী দিগকে বুঝাইয়া দিবে। যখন দেখিবে, তাহারা ঐগ্রন্থ সম্পূর্ণ রূপে হৃদ্গত করিতে পারিয়াছে এবং বুঝিতে পারিয়া সংসার ক্ষেত্রে এক এক জন, এক একটী অমৃত ফলময় বৃক্ষ জন্মাইয়াছে, তখন তুমি আপনাকে কৃতার্থম্মন্য এবং দায়িত্ব-ভার বিমুক্ত জ্ঞান করিও।

অভিযোগ উপস্থিত হইলে, অর্থী প্রত্যর্থীগণ নিজেই আপন আপন পক্ষ সমর্থন করিতে পারে, সংসার এত দূর উন্নতি শালী এখন পর্য্যন্ত হইতে পারে নাই। অতি প্রাচীন কালে যখন পৃথিবীর আদিম অবস্থা ছিল, তখনও পরস্পরের মধ্যে বিবাদ হইলে, স্বীয় পক্ষে বলিবার নিমিত্ত লোকের, মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন হইত। পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থাত এইরূপই হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সর্ব্বত্রই ঐ শ্রেণীস্থ এক সম্প্রদায় লোক না থাকিলে, কোন প্রকারেই চলিতে পারে না। এই প্রয়োজন নিবন্ধন, ব্যবহার শাস্ত্রে পারদর্শী এবং তদুপজীবী এক সম্প্রদায় লোক, বিচারালয় সমূহে পক্ষগণের পক্ষ সমর্থন জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকে। তুমি একজন ব্যবহার শাস্ত্রোপজীবী। অতিশয় ন্যায় পরায়ণ হইয়া, ধর্ম্মজ্ঞানের সহিত আপন নিয়ন্তৃর পক্ষ সমর্থন করা তোমার কর্ত্তব্য। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, নিয়ন্তৃগণের অনেক গোপনীয় বিষয় তোমার নিকট প্রকাশিত আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া

ফেলা কখনই তোমার কর্ত্তব্য নয়, কিন্তু তাই বলিয়া ব্যবহার শাস্ত্রোপজীবী কার্য্যের অপ ব্যবহার করা তোমার সম্পূর্ণ অকর্ত্তব্য। দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয় বিশদ করার চেষ্টা করা যাইতেছে। মনেকর, শ্যাম তোমাকে বলিল, আমার বিরুদ্ধে জাল করার অভিযোগ উপস্থিত। আপনি আমার পক্ষ সমর্থন করুন কিন্তু সে জাল করিয়াছে বলিয়া তোমার নিকট বলে না, তুমি তখন শ্যামের পক্ষ অবলম্বন করিবে। যে যে কারণ বশতঃ শ্যামের বিরুদ্ধে জাল করার অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বিরুদ্ধ কারণ সকল শ্যাম তোমাকে বলিয়া দিল। এই সকলই শ্যামের গোপনীয় কথা। কখনও তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। করিলে, তন্নিবন্ধন শ্যামের অনিষ্ট হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু রামনামে এক ব্যক্তি তোমাকে বলিল, আমি এরূপ ভাবে এক খানা জাল দলিল প্রস্তুত করিয়াছি যে, তদ্দ্বারা আমি অনায়াসে শ্যামের সম্পত্তি হস্তগত করিতে পারিব, অতএব আপনি আমার পক্ষে শ্যামের বিরুদ্ধে, ঐ কৃত্রিম দলিল অবলম্বনে, অভিযোগ উপস্থিত করুন। এস্থলে এরূপ গর্হিত কার্য্যে তুমি কখনও অগ্রসর হইবে না। যদি তুমি এস্থলে রামের অভিপ্রায়ে সম্মত হও, তাহা হইলে তুমি রামের তুল্যাপরাধী এবং প্রকাশ সহকারে দণ্ডার্হ। এই তোমার প্রয়োজনীয়তা, নিয়োগ এবং প্রথমানুষ্ঠানিক কার্য্য। তৎপর তোমার বক্তৃতা! অর্থাৎ অভিযোজ্য বিষয়ে, তোমার নিয়ন্তৃর পক্ষে বিচারকের নিকট যাহা যাহা বলা প্রয়োজন, তাহা বলাই তোমার বক্তৃতা। তুমি কোন প্রকাশ্য বক্তা নও, কিম্বা কোন বিদ্যা বিষয়ে কি পার্থিব অন্য কোন সাধারণ বিষয়ে, তুমি কোন বক্তৃতা দিতে আইস নাই, এই কথা তোমার স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যদি তোমার অতিশয় বক্তৃতা শক্তিও থাকে, অর্থাৎ যদিও তুমি

বড় বড় কি কঠিন কঠিন অর্থব্যঞ্জক অনেক শব্দ অনর্গল বলিয়া যাইতে পার, তথাপি তুমি এখন ব্যবহার শাস্ত্রোপজীবী। এখন তুমি সে শ্রেণীর বক্তৃতার আশ্রয় গ্রহণ করিও না। করিলে শেষে তোমার কথা অসম্পূর্ণ এবং ভ্রম বিশিষ্ট হইয়া পড়িবে। তোমার বক্তৃতা অন্যবিধ। বিচার্য্য বিষয় যথার্থ এবং পরিষ্কার রূপে বিচারকের হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করাই তোমার উদ্দেশ্য। অগ্রে তুমি বৃত্তান্ত ঘটিত সমুদয় বিষয়ে নিজকে নিজে অধিকারী করিয়া লও, পরে শাস্ত্র ঘটিত তর্ক ধর। অর্থাৎ বক্তৃতা করিবার পূর্ব্বে বক্তব্য বিষয়টী তুমি নিজে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লও। ঐ বিষয়ের প্রত্যেক অংশ একাদি ক্রমে এবং নিয়মানুক্রমে আপন অন্তঃকরণে সাজাইয়া লও, তৎপর ঐ এক একটী অংশের উপর নির্ভর করিয়া, ধারাবাহিক রূপে বিচারককে বুঝাইবার চেষ্টা কর। যে পর্য্যন্ত তাহার মীমাংসা না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত মিষ্ট এবং সাধুভাষা দ্বারা বুঝাও। একটী অংশ সমাপন করিয়া দ্বিতীয় অংশটীর বিষয় বলিতে আরম্ভ কর। এই একটী, এই শেষটী, এই মধ্যমটী এরূপ এলো মেলো ভাবে কখনও বক্তৃতা করিও না, তাহা করিলে, মূল বিষয়ের সহিত তোমার বাক্যের কোন সামঞ্জস্য থাকিবে না, উহা ঠিক যেন তোমার অরণ্যে রোদন করা মাত্র হইবে। তাহা না করিয়া, একাদিক্রমে উল্লিখিত প্রণালীতে বক্তৃতা কর। এইরূপ করাই আইন ব্যবসায়ী গণের যথার্থ বক্তৃতা। এবং এইরূপ বক্তৃতা করিয়া, তোমার নিয়ন্তৃর পক্ষ সমর্থন করিতে যে সকল কারণ আছে, তাহা সমস্ত দর্শাইতে পারিলে। সুতরাং এক্ষণ তুমি তদীয় পক্ষে জয় লাভের আশা করিতে পার। ইহাই তোমার কার্য্যের সীমা।

—'তুমি চিকিৎসক' → তুমি কেবল চিকিৎসা শাস্ত্রে পার-

দর্শী হইলে হইবে না। পারদর্শীতার সঙ্গে সঙ্গে তোমার অতিশয় সাধু ও পবিত্র হওয়া উচিত। চিকিৎসক চিকিৎসা শাস্ত্রে একশেষ পারদর্শী হইয়াও যদি দুশ্চরিত্র হয়, কস্মিন কালেও সে প্রশংসা লাভ করিতে পারিবে না। অগ্রে রোগ নির্ণয় না করিয়া যেমন ঔষধ প্রয়োগ কখনই কর্ত্তব্য নহে, সেইরূপ অগ্রে আত্মাকে বিশুদ্ধ না করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কখনই উচিত হয় না। চিকিৎসক বিশ্বাস, এই কথার উত্তম দৃষ্টান্ত স্থলীয়, অথবা চিকিৎসকই বিশ্বাস। রুগ্ন শয্যা শায়ী মুমুর্ষাবস্থাপন্ন ব্যক্তিও চিকিৎসককে দর্শন করিলে অন্ততঃ ক্ষণ কালের জন্যও বলীয়ান্ হয়। চিকিৎসকমূর্ত্তি দর্শন মাত্র অবশ্যই কিছু না কিছু আশার সঞ্চার হয়, এবং অন্তর্হিত স্ফূর্ত্তি পুনরায় একটুকু নবভাব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ ভাবই বিশ্বাসের ফল। বাস্তবিক চিকিৎসককে দেখিলে রোগী স্বভাবতঃ আনন্দিত হয়, কেন না তখন তাহার এইরূপ বিশ্বাস জন্মে যে, এখন আমি রোগমুক্ত হইতে পারিব। সর্ব্ব দেশীয় বিশেষতঃ অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোক, যাহারা অসূর্য্যম্পস্থা অর্থাৎ যাহাদিগের শরীর সূর্য্যও দেখিতে পান না, রোগাধিকারে সেই কামিনী শ্রেণীরও আপাদ মস্তক সমস্ত শরীর চিকিৎসকের দর্শন ও স্পর্শনেন্দ্রিয়ের অধীন। চিকিৎসক এমনই বিশ্বাসের স্থল বটে। অতএব যেমন সাধু ও পবিত্র চরিত্র হওয়া উচিত, তেমনই চিকিৎসককে যার পর নাই বিশ্বাসী হওয়া প্রয়োজন। জীবনের সহিত যাহার সম্বন্ধ, তাহার যে কিরূপ এবং কতদূর বিশ্বাস ভাজন হওয়া উচিত, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না, অথবা তাহা লিখাই যায় না। তুমি চিকিৎসক, একবার নির্জ্জনে বসিয়া চিন্তা কর, তোমার চরিত্র কি পরিমাণ বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। হৃদয়ের সহিত তোমার সমস্ত শরীরকে সাধারণের বিশ্বাস রূপ পরম সামগ্রীর

আধার স্বরূপ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। আর তোমার অতিশয় উদার চরিত্র হওয়া উচিত। তোমার সহিত শত্রুতা করিবে, জগতে এরূপ লোক নাই, যদিই বা থাকে তথাচ তুমি প্রতিশোধ করিতে চেষ্টা করিবে না। তোমার চরিত্র এই রূপ ঈর্ষা সংযমক্ষম না হইলে, তোমার হস্তে যে গুরুতর কার্য্যের ভারার্পিত আছে, তদনুবলে তুমি সহজে একশেষ দুর্ঘটনা অর্থাৎ জীবন পর্য্যন্ত নাশ করিতে পার। উঃ কি সর্ব্বনাশের কথা! সাবধান! সহস্র শত্রুতা থাকিলেও এরূপ সর্ব্বনাশী চিন্তার কণা মাত্রও যেন তোমার অন্তঃকরণে কখনও উদয় না হয়। আর চিকিৎসা শাস্ত্রে সম্পূর্ণ রূপে পারদর্শী না হইলে, কখনও চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিও না। অবশ্য, মনুষ্য প্রকৃতি সর্ব্বদাই ভ্রম প্রমাদ বিশিষ্ট, অভ্রান্ত কেহই নহে, কিন্তু চিকিৎসককে চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী এবং যতদূর সাধ্য, অপেক্ষাকৃত অধিক অভ্রান্ত হওয়া উচিত। চিকিৎসকের এক টুকু ভ্রমের জন্য কখন কখন মনুষ্য জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট হইতে পারে। যদি নরহত্যা পাপ হয়, তাহা হইলে চিকিৎসকের অদূরদর্শীতা নিবন্ধন এক রোগে অন্য ঔষধ প্রয়োগাদি ভ্রম জনক কার্য্য ও তথৈব পাপের কার্য্য। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, চিকিৎসকের কতদূর পর্য্যন্ত শাস্ত্রজ্ঞ এবং অভ্রান্ত হওয়া উচিত। আর চিকিৎসক অতিশয় দয়ালু স্বভাব হইবে। অন্যথা সে কখনও যশ ভাজন হইতে পারিবে না। সংসারে অনেক চিকিৎসক আছেন তাঁহারা কেবলই অর্থ প্রয়াসী। তন্মধ্যে যাঁহারা স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় করেন, তাঁহাদিগের চিকিৎসার ফল ভোগ করা ত দুঃখী এবং, দরিদ্র বক্তি গণের সাধ্যায়ত্তই নহে কিন্তু যাঁহারা রাজদ্বারে নিযুক্ত তাঁহারাও স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিয়া থাকেন। রাজার উদ্দেশ্য ফলে পরিগণিত হয় না। ঐ প্রকার চিকিৎসকেরা রাজ

দত্ত বেতনে সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা আরও পাইবার আশা করেন। কিন্তু দরিদ্র চিকিৎসার্থীর দারিদ্র্য নিবন্ধন তাঁহাদিগের আশা ফলবতী হইতে পারে না, সুতরাং তঁহারাও রোগীর প্রতি মনযোগ করেন না। চিকিৎসক গণ কৃতান্তদমন কিন্তু এই শ্রেণীর চিকিৎসকেরা স্বয়ং কৃতান্ত। রোগের যন্ত্রণায় রোগী অস্থির-প্রাণ, অবস্থামন্দ, অর্থব্যয় করিবে সাধ্য নাই, তুমি এক টুকু দয়া প্রকাশ করিলে সে আরোগ্য লাভ করিতে পারে, কিন্তু তোমার অন্তঃকরণে দয়ার লেশও নাই, তোমার চিকিৎসা করা দূরে থাকুক, তদীয় আর্ত্তনাদে তোমার হৃদয়ে কিছু মাত্র করুণা সঞ্চার হইল না, তুমি কি নিষ্ঠুর! অবশ্য, যাঁহারা স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা করেন, ঔষধাদির মূল্যে এবং পরিশ্রম নিবন্ধন পুরস্কার স্বরূপ অর্থ না পাইলে তাঁহাদিগের ব্যবসায় কখনই পরিচালিত হইতে পারে না, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য এই যে, স্বীয় সংসারের আয় ব্যয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ধনবান ব্যক্তি গণের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া, নির্ধনী ব্যক্তি গণের সাধ্য মত উপকার করেন। তাহা করিলে পুণ্য সঞ্চয় করা হয়, এবং ঐ হিক পারত্রিকের মঙ্গল সাধিত হয়। যে পুণ্যবান চিকিৎসক এই রূপ সাধু ও উদার চরিত্র, দয়ালু স্বভাব, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মভীত এবং বিশ্বাসী হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ গুণবান চিকিৎসক। আমরা তাহাঁকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত বন্দনা করি। আর যিনি তদ্বিপরীতাচারী, তাহাকে বন্দনা করিব দূরস্তাং, আমরা সর্ব্বান্তঃ করণের সহিত ঘৃণা করিব, কেন না চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হওয়া কেবল তাহার বিড়ম্বনা মাত্র।

—'তুমি রাজস্ব সংগ্রহ কারক'—মনে কর কত বড় গুরুতর কার্য্যের ভার তোমার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। এই পদোপলক্ষে তুমি প্রজাগণের সম্বন্ধে ইচ্ছা করিলে অনেক অনিষ্ট

সাধন করিতে পার। সাবধান! ন্যায্য কর আদায় করিতে যাইয়া নানা রূপ উপকরে জড়িত করিয়া প্রজাগণকে পীড়ন করিওনা। আর যে রাজস্ব ন্যায় পথে আদায় করিবে তাহা সমুদয় রাজকোষে দাখিল করিয়া দিবে। উহার কোন অংশও আত্মসাৎ করিবে না। উহা করা মহা পাপ। করিলে হয়ত তন্নিবন্ধন তোমাকে ইহকালে কারাভোগ এবং অন্তে নিশ্চয় নরক ভোগ করিতে হইবে। 'তুমি রাজকোষাধ্যক্ষ'। রাজকীয় অর্থরাশি তোমার হস্তে ন্যস্ত। সতর্ক থাক, রাজাজ্ঞা ভিন্ন কখনও অন্য প্রকারে ধন ব্যয় করিও না। যদি তুমি রাজকীয় প্রয়োজন ব্যতীত ধনের অপব্যয় কর, কিম্বা আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা কর কি আত্মসাৎ কর, তবে তুমি নিশ্চয় শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। পরকাল ত পরের কথা, এই কালেই তুমি যাবে কোথা? আজ হউক কাল হউক, দু দিন দশ দিন পরেই হউক, তুমি ধরা পড়িবেই পড়িবে। যখনই ধরা পড়িবে, তখনই নিগড়বদ্ধ হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবে। 'তুমি রাজকীয় গৃহ অট্টালিকাদি নির্ম্মাতা'। অনেক অর্থ তোমার হাতে ব্যয় হইয়া থাকে। এই বহুল অর্থ রাশির কোন অংশও যাহাতে অন্যায় রূপে ব্যয়িত না হয়, তদ্বিষয় সর্ব্বতোভাবে দৃঢ় মনোযোগ রাখা তোমার কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া যদি তুমি লোভ পরবশ হওতঃ ঐ ধন বা তাহার অংশ নিজেই আত্মসাৎ কর, তবে চৌরাদি দুষ্কর্ম্মান্বিত লোকে আর তোমাতে কিছু মাত্রও প্রভেদ নাই। ঐ রূপ পাপ কার্য্যের ফল, শাস্তি, উভয়ের সমান ভোগ্য। 'তুমি আদালতের আমলা কিম্বা দোকানের মহরের'। সমস্ত দিন লেখা পড়া করা তোমার ললাট লিপি। কখন কখন সমস্ত রাত্রি পর্য্যন্ত লেখা পড়া করিয়াও কার্য্য শেষ করিতে পারিতেছ না। কি করিবে? আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া ন্যায় পথে থাকিয়া

স্বীয় পরিশ্রমের বিনিময়ে যাহা কিঞ্চিৎ বেতন পাও, তদ্দ্বারা কোন প্রকার স্বীয় পোষ্যগণকে প্রতি পালন কর। কোন প্রকার লোভ করিও না, করিলে মারা পড়িবে। তোমার দুর্ব্বল এবং ক্ষুদ্র ক্ষমতা টুকু তোমাকে কখনই রক্ষা করিতে পারিবে না। আর 'তোমরা সাধারণ শ্রমোপজীবী দাস ও সাধারণ ভৃত্যগণ' তোমরা কেবল শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করতঃ সাংসারিক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছ। হয় ত তন্নিবন্ধন তোমরা কোন কোন সময়ে আক্ষেপ করিয়া থাক কিন্তু আমি বলি তোমরা আক্ষেপ করিও না, স্থিরচিত্তে সংসার ক্ষেত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ। দেখিতে পাইবে, কত কত উচ্চ শ্রেণীর কর্ম্মচারীও তোমাদিগের অপেক্ষা শত গুণে অসুখী। সুখ দুঃখ মনের ধর্ম্ম। তোমরা পাঁচ টাকা মাসিক পাইয়া যে রূপ প্রফুল্ল চিত্তে স্ফূর্ত্তি ও আনন্দের সহিত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পার, হয় ত পাঁচশত মুদ্রা বেতন ভোগী কোন উচ্চশ্রেণীর কর্ম্মচারীও তেমন পারেন না, বরঞ্চ তাঁহাকে অহর্নিশী মনাগুণে দগ্ধীভূত হইতে হয়। হায়! তেমন উচ্চ শ্রেণীর কর্ম্মচারী কি হতভাগ্য! অতএব তোমাদিগের অবস্থা যত হীন, যত দূর দুর্ব্বল হউক না কেন, যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছ, প্রাণ পণে বিশ্বাসের সহিত তাহা সম্পন্ন কর, অবশ্যই পুরস্কৃত হইতে পারিবে। ইত্যাদি। সংসারে এই রূপ নানা শ্রেণীর রাজ সেবারত লোক পরম্পরা নানা পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করতঃ পরিবারাদি প্রতি পালন করিতেছে।

উল্লিখিত স্বাধীন ব্যবসায় বাণিজ্য কি কৃষি কার্য্য কিম্বা অধীন ব্যবসায় রাজসেবা অর্থাৎ চাকুরী দ্বারা অর্থলাভ করিয়া, গৃহস্থ যখন স্বীয় অবস্থানুসারে সম্পূর্ণ রূপে পরিবার প্রতি পালনে ক্ষমবান হইবে, তখন তাহার স্বীয় জীবনের সঙ্গিনী গ্রহণ

অর্থাৎ বিবাহ করা কর্ত্তব্য। বিবাহ অতি প্রধান কার্য্য। সংসারের যাবতীয় সুখ ও দুঃখ, এক মাত্র এই বিবাহ দ্বারা সংঘটিত হইতেছে। এই সংসারে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ অতি পবিত্র। এরূপ সম্বন্ধ আর কাহারও সহিত হইতে পারে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে যেমন স্বামী অপেক্ষা প্রিয়তম ও হিতকারী দ্বিতীয় নাই, তেমনই পুরুষের পক্ষেও গুণবতী স্ত্রীর অপেক্ষা প্রিয়তমা ও হিত কারিণী দ্বিতীয়া নাই। স্বামী স্ত্রীতে সদ্ভাব ও প্রণয় না হইলে, সংসারের বন্ধনই নাই বলিতে হইবে। চিরদিন এক প্রাণে, এক ভাবে, একত্রে যাহাদের বাস করিতে হইবে, তাহাদিগের পরস্পারের মধ্যে যদি প্রণয় বন্ধন না হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে অধিক দুঃখের বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। সাধ্বী, সুশীলা, গার্হস্থ ধর্ম্ম কর্ম্মে সুদিক্ষিতা স্ত্রী, জগতে পরম রমণীয় পদার্থ। যে ভাগ্যবান গৃহস্থ এই রূপ সুখ দায়িনী-স্ত্রীর স্বামী হইতে পারেন, দুঃখের কঠোরাঘাতে তিনি কখনও বিড়ম্বিত হন না। বাস্তবিক এসুখ-সংসারে যত প্রকার গুরুতর কার্য্য আছে, তন্মধ্যে বিবাহ বন্ধন শ্রেষ্ঠতম। যেখানে এই বন্ধন গ্রন্থি জগদীশ্বর কৃপায় এবং স্বীয় প্রযত্নে দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, সে স্থানে দুঃখ প্রবেশ করিতে পারে না, কোন প্রকারেই পারে না। আর যে স্থানে তদ্বিপরীত ঘটনা, সে সংসার ছারখার। তথায় সুখের লেশ মাত্র নাই বরঞ্চ অন্তর্দাহে গৃহস্থ অহোরাত্রি দগ্ধীভূত হইতেছে। কোথায়ও কোন বিষধর দৃষ্ট হইতেছে না, তথাপি যেন তীব্র হলাহল বিষে গৃহস্থ আপাদ মস্তক জর্জ্জরীভুত হইতেছে। স্ত্রী গুণবতী ও সুশিক্ষিতা এবং সুশীলা হইলে যে কি সুখের বিষয় হয়, তাহা যে ব্যক্তি সেইরূপ স্ত্রী রত্ন লাভ করিতে পারিয়াছে, সেই ব্যক্তিই বুঝিতে পারে। ভাগ্য ক্রমে গৃহস্থ যদি ঐ রূপ সর্ব্ব গুণযুক্তা স্ত্রী লাভ করিতে পারেন, তবে ত

তাহার আর কোন কথাই নাই! আর যদি ঘটনা ক্রমে স্ত্রী অশিক্ষিতা হয়, তাহা হইলে তাহাকে শিক্ষিতা, সুশীলা এবং গুণবতী করিতে গৃহস্থ সর্ব্ব প্রযত্নে চেষ্টা করিবে। যে কাল পর্য্যন্ত স্ত্রী শিক্ষিতা না হয়, তত কাল, স্ত্রীজন-সুলভ তাহার চিত্তের চঞ্চলতা, মনোবৃত্তি সমুহের অস্থিরতা প্রবলা থাকে। সেই চঞ্চলতা এবং অস্থিরতাকে মূলের সহিত উৎপাটিত করিয়া, স্ত্রীর চরিত্র বিশুদ্ধ করিয়া লইতে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা বিধেয় এবং তন্নিবন্ধন স্ত্রীকে সর্ব্বদা ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া, সাংসারিক কার্য্য কর্ম্মে সুদক্ষা করা, অসৎ সংসর্গে কখনও যাইতে না দেওয়া, স্বামী এবং অপরাপর গুরুজনকে সর্ব্বদা ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে উপদেশ করা, স্নেহ পাত্র দিগের প্রতি সর্ব্বদা স্নেহ ও বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করিতে উপদেশ দেওয়া, এবং তাহাকে বিদুষী করিতে প্রাণ পণে যত্ন ও চেষ্টা করা, গৃহস্থের অবশ্য অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য। বিদ্যাবতী এবং গুণবতী স্ত্রীর দ্বারা সংসারে যে কত উপকার হয় তাহা বলা যায় না। তাহার সংসর্গে পরিচারক পরিচারিকাগণ সুখী, পরিবারস্থ অপরাপর সমস্ত লোক সুখী, এবং ভাগ্যবান স্বামী পরম সুখী। বিদ্যাবতী স্ত্রীর দ্বারা সন্তান সন্ততির সম্বন্ধেও যে কতদূর উপকার হয় তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। বালক বালিকা গণের অন্তঃকরণ অতিশয় কোমল। কোমল ক্ষেত্রে যেরূপ বীজবপন করা যায়, শস্যও যেন সেইরূপই জন্মিয়া থাকে, বালক বালিকা গণের কোমল চিত্ত ক্ষেত্রও যেরূপ দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া থাকে, সেই রূপ ফলোৎপাদন করে বিদ্যাবত, সাধ্বী এবং সুশীলা জননীর সংসর্গে সুকুমার মতি বালক বালিকা গণের অন্তঃকরণে খেলার সঙ্গে সঙ্গেই সদ্‌গুণ সমূহের বীজ অঙ্কুরিত হইতে থাকে। বাস্তবিক গুণবতী স্ত্রী জগতে অতিশয় প্রার্থনীয় সামগ্রী। বিখ্যাত

পণ্ডিত প্রবর চাণক্য বলিয়া গিয়াছেন "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" অর্থাৎ দুষ্কুল হইতেও রত্ন স্বরূপা স্ত্রী গ্রহণ করিবে। অতএব রত্ন স্বরূপা গুণবতী স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিতে অথবা পরিগৃহীতা স্ত্রীকে বিদ্যাবতী ও গুণবতী করিতে সর্ব্বদা যত্ন ও চেষ্টা করা গৃহস্থের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কার্য্য।

ইহা অতিশয় আক্ষেপের বিষয় যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশাপেক্ষা আমাদিগের দেশে এই বিবাহ প্রণালী অতিশয় জঘন্য অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যেও বিশেষতঃ বঙ্গদেশ এই বিষয়ের প্রত্যক্ষ ফলভোগী। বিবাহ জনিত অমৃত ফল চয়ন করিতে যাওয়ার পথে, বাল্য বিবাহ ও কৌলীন্য, এই দুই বৃহৎ কণ্টক পতিত হইয়া রহিয়াছে। বঙ্গদেশ পৃথিবীর সকল দেশাপেক্ষা অধিক উর্ব্বরা হইয়াও এত দরিদ্র কেন? যদি কেহ আমাদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, বাল্য বিবাহ এবং কৌলীন্য এই দুই দারুণ অনিষ্ট জনক প্রথাই যে তাহার প্রধান কারণ, বোধ হয় এইরূপ উত্তরই ঐরূপ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর হইবে। বাল্য বিবাহ দ্বারা দেশের মহা অনিষ্ট সাধন এবং একশেষ দারিদ্র দশা বৃদ্ধি হইতেছে। অসময়ে অধিক সন্তানের জন্ম, আবার তাহাদিগের অকাল মৃত্যু, এ উভয়ই যৎপরোনাস্তি যাতনার কারণ এবং দারিদ্র দশা বর্দ্ধক, আর বাল্য বিবাহের ফল। স্ত্রী পুরুষে উভয়েই পূর্ণ বয়সে বিবাহিত হইলে অধিক সন্তান জন্মিয়া দারিদ্রের বৃদ্ধি এবং তন্নিবন্ধন উপযুক্ত মতে প্রতিপালিত না হওয়াদি নিবারিত হয়, বরঞ্চ অল্প সংখ্যক যাহারা জন্ম গ্রহণ করে, তাহারা উপযুক্ত রূপে প্রতিপালিত হইয়া দীর্ঘজীবী হইতে পারে। পুত্র পাঠশালায় থাকিতেই অধিকাংশ পিতা মাতা তাহাকে উদ্বাহ বন্ধনে বদ্ধ করিয়া আপনাদিগকে কৃত কৃতার্থ করিতে

ইচ্ছা করেন। আর গৌরী দানের ফল লাভ করিয়া, হাতে হাতে স্বর্গলাভ প্রত্যাশায়, অনেক পিতা মাতা অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে পর্য্যন্ত পাত্রস্থা করিতে যত্নবান হইয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ অকাল এবং অসম্পূর্ণ বিবাহ দ্বারা ভবিষ্যতে যে কত প্রকার অনিষ্ট সংঘটন হইতে পারে, স্ত্রী পুরুষের বয়োবৃদ্ধি সহকারে, পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য দ্বারা শেষে নিরন্তর কলহ ও গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়া, সংসার যে সাক্ষাৎ নরকাকারে পরিণত হইতে পারে, তাঁহারা তাহা ভ্রমেও একবার চিন্তা করেন না। কোন কোন ব্যক্তি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সময়েই সন্তানের জনক হইয়া বসেন। সুতরাং বিবাহ সময় বিবাহ শব্দের অর্থ কি, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ স্থল। অক্ষমাবস্থায় ঐ রূপ বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশাধিকার লাভ করার পূর্ব্বেই সন্তান সন্ততির প্রতিপালন ভারগ্রস্থ হইয়া তাঁহার যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না। এরূপ অবস্থায় যাঁহার পৈতৃক অর্থ থাকে, তিনিও বা একরূপ করিয়া কাল কাটাইতে পারেন কিন্তু যাঁহার তাহা না থাকে, এক দারিদ্র শত মুখ বিস্তার করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং অনন্যগতি করিয়া অন্যের আনুকুল্যের প্রতি নির্ভর করিতে বাধ্য করে। এরূপ অবস্থা যে কি দুর্গতির কারণ, লিখিয়া তাহা শেষ করা যায় না। আমাদিগের দেশের এই সমস্ত দুর্গতির এবং দারিদ্র দশার বৃদ্ধি কেবল বাল্য বিবাহের ফল, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। ইংলণ্ড এবং ইউরোপের অন্যান্য সুসভ্য দেশের ভদ্র লোকগণ, দুর্ভেদ্য পরিণয় পাশে সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে, নিজের অবস্থা, সঙ্গতি এবং ক্ষমতার বিষয় বিশেষ রূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়া থাকেন। এক্ষণে তিনি সমাজে

যে অবস্থায় আছেন, বিবাহ করিয়া তজ্জনিত ব্যয়ভার কুলন করিতে অসমর্থ হইয়া অপেক্ষাকৃত মন্দাবস্থ হইয়া পড়িবেন কিনা? বিবাহ করিয়া পরিবার এবং সন্তান সন্ততি জন্মিলে তাহাদিগকে উত্তম রূপে প্রতিপালন করিতে পারিবেন, তাঁহার এরূপ সঙ্গতি আছে কিনা? এবং এক্ষণে তিনি যে উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, তদবসানে পুনরায় অন্য উপায় অবলম্বন করিতে তাঁহার ক্ষমতা ও উপায় আছে কিনা? উদ্বাহিত হইবার পূর্ব্বে, এই সকল অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয় বিশেষ রূপ চিন্তা করিয়া থাকেন। বাল্য বিবাহের ত কথাই নাই। তাঁহারা আপনাদিগের উল্লিখিত অবস্থা, সঙ্গতি এবং ক্ষমতা, যদি পরিবারাদি প্রতিপালনের অনুপযোগী বিবচনা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা বরঞ্চ চির কৌমার্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, তথাচ অসময়ে এবং অনিয়মে বিবাহ করেন না। দুর্ভাগ্য ক্রমে তাদৃশী চিন্তা আমাদিগের দেশে অতি অল্প লোকের হইয়া থাকে। পুরাবৃত্ত পাঠে জানাযায়, অতি প্রাচীন কালে আমাদিগের দেশেও স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল। সুতরাং তখন যে বাল্য বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না, তাহা সহজেই হৃদ্বোধ হয়। কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ রূপ বিপরীত ভাবাবলম্বিত হইয়াছে। অবিবেচিত এবং অসময়োচিত বিবাহ জন্য, এদেশের ভদ্র লোকদিগের অবস্থা ক্রমশঃই মন্দ হইয়া আসিতেছে। এতদ্দেশের সাধারণ লোক সকলেও এই বিবাহাদি প্রধান প্রধান সংস্কারে, ভদ্র লোকদিগের অনুকরণ করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদিগেরও কষ্ট রাশি দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এক্ষণে অনেক কৃত বিদ্য যুবকগণ এই দোষের সম্পূর্ণোপনোদন করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন বটে, কিন্তু এপর্য্যন্ত তাঁহারা

আংশিক রূপেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বাস্তবিক পরিবার প্রতিপালনে সম্পূর্ণ ক্ষমতা না জন্মিলে, ক্ষমতা জন্মিলেও পূর্ণ বয়স্কা স্ত্রী না হইলে বিবাহ করা নিতান্ত অন্যায়, সর্ব্বথা মঙ্গলময় এই উপদেশ বাক্যানুসারে কার্য্য করা গৃহস্থের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কৌলীন্য মর্য্যাদা আমাদিগের দেশের দারিদ্র দশার বৃদ্ধি হওয়ার আর এক প্রধান কারণ। দুরন্ত কৌলীন্য প্রথার এমনই প্রবলতা যে, নিতান্ত দরিদ্র, লম্পট এবং নিরক্ষর মূর্খ কুলীনকে কন্যাদান করিতে পারিলে, অনেক পিতা মাতা আপনাদিগকে কৃত কৃতার্থ জ্ঞান করেন। এক মাত্র এই জঘন্য মর্য্যাদার অনুরোধে, অশেষ স্নেহ পাত্রী তনয়াকে যাতনা সাগরে বিসর্জ্জন করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হয়েন না। যে মূর্খ এবং অপরিণামদর্শী কুলীন যুবক, নিজকে নিজে প্রতি পালন করিতে পারে না, স্ত্রী এবং সন্তান সন্ততি প্রতিপালন করা যে তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। সুতরাং তন্নিবন্ধন এবং তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য কারণে দারিদ্র দশার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। বহু বিবাহও এই কৌলীন্যের ফল। এই বহু বিবাহ যে কত অনিষ্টের মূল, তাহা বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারা যায় না। এক এক কুলীনে পাঁচ সাত, কখনও তাহার অধিকও স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকেন। কত স্ত্রী বিবাহের দিন ভিন্ন চির জীবনে আর স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে না, সুতরাং কেহ কেহ ব্যভি-চারিণী ও ভ্রষ্টা হইয়া থাকে। স্থান বিশেষে কুলীনেরা সংসারের সদুদ্দেশ্য সাধন করিতে নয়, প্রত্যুত কেবল উপার্জ্জনানুরোধে বিবাহ করিয়া থাকে। আবার অনেকে নিঃস্ব কুলীন কন্যাকে বিবাহ করিয়া, শ্বশুর শাশুরী এবং

শ্যালা শালী প্রভৃতি শ্বশুর কুলের পরিবার গণকে পালন করিতে বাধ্য হইয়া, দারিদ্র দশার বৃদ্ধি করিতে থাকেন। আহা! কৌলীন্য প্রথা আমাদিগের দেশের এত অনিষ্ট কারী, আমরা তাহা নিবারণ করিতে পারিতেছি না, ইহা কি সাধারণ আক্ষেপের বিষয়! পুত্র কন্যা অপেক্ষা স্নেহের সামগ্রী জগতে আর কি আছে? কি হইতে পারে? যে পিতা মাতা এক মাত্র এই পরিত্যাগোপযুক্ত কৌলীন্যের অনুরোধে, সেই স্নেহ পাত্রী আত্মজাকে চির বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয়েন না, তাঁহারা পিতা মাতা নহেন, বস্তুগত্যা তাঁহারা প্রকাশ্য শত্রু অপেক্ষাও অনিষ্টকারী। অস্মদ্দেশীয় হিন্দুগণ অনেক কার্য্যেই শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাকেন। শাস্ত্র কি, শাস্ত্রের বিধি কি, অনেকেই তাহা জানেন না। যাহারা এককালেই গণ্ডমুর্খ, তাহাদের সম্বন্ধে কোন কথা বলা নিস্প্রয়োজন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যাঁহাদিগের শাস্ত্রে কিছু কিছু বোধাধিকার আছে, যাঁহারা দুই একটা শাস্ত্রীয় বচন আওড়া-ইতে পারেন, তাঁহারা পর্য্যন্ত এই জঘন্য কৌলীন্য প্রথার দাস। সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও নিজে অথবা ভাইটীকে কিম্বা পুত্রটীকে একটী কুলীনের কন্যার সহিত পরিণয় পাশে বদ্ধ করিতে পারিলে কৃতার্থম্মন্য বোধ করেন। যেন সশরীরে স্বর্গারোহণ করার সোপান প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। পুষ্প বৃক্ষ চ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছে, ঐ পুষ্প দ্বারা দেব পূজা করা যাইতে পারে না, কেননা উহা শাস্ত্রের বিধি। জল যখন নদী গর্ভস্থ, তখন উহাতে সকল শ্রেণীস্থ লোকের, সকল পশু পক্ষী প্রাণী গণের সমান অধিকার, সকলের পেয়, কিন্তু সেই জল যখন স্বকীয় ভাণ্ডস্থ করা হইল, অন্য শ্রেণীস্থ লোকের তাহা স্পর্শ করিবারও অধিকার, নাই, কেননা উহা শাস্ত্রের বিধি। কিন্তু মুল্য দ্বারা

কুলীন কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করার সময় শাস্ত্র কোথায় থাকে? "ক্রয় ক্রীতা চ যা কন্যা পত্নী সা ন বিধীয়তে, তস্যাং জাতা সুতা স্তেষাং পিতৃ পিণ্ডং নবিদ্যতে"। অর্থাৎ যে কন্যা মূল্য দ্বারা ক্রীত হয় সে বিধিমত স্ত্রী নহে, তাহার গর্ভজাত সন্তানেরা পিতার পিণ্ডদানে অধিকারী নহে। অপিচ—

ক্রয় ক্রীতা তু যা নারী ন সা পত্ন্যভিধীয়তে।
ন সা দৈবে ন সা পৈত্র্যে দাসীং তাং কবয়ো বিদুঃ।

অর্থাৎ ক্রয় করিয়া যে নারীকে বিবাহ করা যায় তাহাকে পত্নী বলা যাইতে পারে না। সে দৈব কার্য্যেও লাগেনা, পিতৃ কার্য্যেও লাগে না। পণ্ডিতেরা তাহাকে দাসী বলিয়া গণনা করেন। পক্ষান্তরে কন্যা বিক্রেতা কুলীনের জীবন চরিত পাঠকর, দেখিতে পাইবে, সংসারে এরূপ নরাধম জঘন্য পাপী আর দ্বিতীয়টী নাই। অর্থলোভে ঐরূপ জঘন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া পাপ জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। শাস্ত্রে আছে "যঃ কন্যা বিক্রয়ং মূঢ়ো লোভাচ্চ কুরুতে দ্বিজ! স গচ্ছেন্নরকম্ ঘোরম্ পুরীষ হ্রদ সংজ্ঞকম্"। অর্থাৎ (একজন ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মা কহিতেছেন) "হে দ্বিজ! যে মূঢ় ব্যক্তি লোভ বশতঃ কন্যা বিক্রয় করে, সে পুরীষ হ্রদ নামক ঘোর নরকে গমন করে"। বাস্তবিক সংসারে যত প্রকার মহাপাপের কার্য্য আছে, কন্যা বিক্রয় তন্মধ্যে একটী প্রধান। যথার্থ গৃহস্থ ব্যক্তি প্রাণান্তেও কখন এই ঘৃণিত কার্য্য করিবে না। বরঞ্চ যে নারকী, কন্যা বিক্রয় করিয়া উল্লিখিত মহাপাপ সঞ্চয় করে, তাহার সংসর্গ করা দূরে থাকুক, তাহার মুখ দর্শন করিলেও পাপ জ্ঞান করিবে। রাজকীয় প্রতাপেই হউক, কিম্বা স্বকীয় অনন্যসাধারণ ক্ষমতা বলেই হউক, যিনি প্রথমে এই কৌলীন্য প্রথা সংস্থাপন করেন, কৌলীন্য প্রথা এক্ষণে যে ভাবে যে অবস্থায় পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ

অবস্থায় পরিণত হওয়া, বাস্তবিক তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি 'কুলীন' এই একটী সংজ্ঞার সৃষ্টি করিয়াছিলেন মাত্র। যেমন আমরা গুণবান ব্যক্তি দিগকে অর্থাৎ যাহার বিদ্যা আছে তাহাকে বিদ্বান, যাহার বুদ্ধি আছে তাহাকে বুদ্ধিমান এবং যাহার জ্ঞান আছে তাহাকে জ্ঞানবান, বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তেমনই নয়টী মহদ্‌গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি দিগকে কুলীন অভিধানে আখ্যায়িত করিয়াছিলেন। * দুর্ভাগ্য বশতঃ কাল ক্রমে ঐ কৌলীন্য এক্ষণে পৈতৃক স্বত্ত্ব রূপে পরিগণিত হইয়াছে। এক্ষণে কুলীনের পুত্র একশেষ লম্পট, নিতান্ত মূর্খ এবং অতিশয় দুরাচারী হইলেও সে কুলীন। যা হউক, সম্প্রতি কৌলীন্যের অনিষ্ট জনক ফল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া, অনেক ব্যক্তি কুলীনকে কন্যাদান কিম্বা কুলীনের কন্যা গ্রহণ করার জন্য তাদৃশ ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছেন না বটে, কিন্তু কৌলীন্যের মূলোচ্ছেদ করিতে তাঁহারা ততদূর কৃত কার্য্য হয়েন নাই। তথাচ সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা একরূপ প্রতীতি হইতেছে যে, বাল্য বিবাহ প্রথা তিরোহিত হওয়া সময় সাপেক্ষ হইলেও কৌলীন্য প্রথার প্রাদুর্ভাব তাহার পূর্ব্বেই হ্রাস হইবে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

অতএব যাহা যাহা উল্লিখিত হইল, তদ্দ্বারা ইহা বিশদ রূপে দেখান গেল যে, গৃহস্থ সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ অর্থোপার্জ্জন করিবে, তৎপর বিবাহ করিবে। বিবাহ করণান্তর সন্তানোৎপাদন সম্বন্ধে গৃহস্থকে কয়েকটী বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক করে। স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা হইলে, প্রসব না হওয়া কাল পর্য্যন্ত কখনও আর স্ত্রীর সহিত

---

* আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং,
নিষ্ঠা শান্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং।

সহবাস করা উচিত নহে। এবিষয়ে গৃহস্থকে সর্ব্বদা সাবধান থাকা বিহিত, অন্যথা বিষম বিপদ সংঘটন হইতে আটক হয় না। প্রসব হইলেও যে পর্য্যন্ত সন্তান বলিষ্ঠ না হয়, এবং প্রসূতির শরীর যে পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ভাব প্রাপ্ত না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত আর স্ত্রীর সহিত সহবাস করা উচিত হয় না। একটী সন্তানের অন্ততঃ চারি পাঁচ বৎসর বয়োক্রম না হইলে, পুনরায় অন্য সন্তান উৎপাদন করা অনুচিত। ইচ্ছাসাধ্য না হইলেও, ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্তানোৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব একটী সন্তান উৎপত্তি হইয়া যে কাল পর্য্যন্ত সে বলিষ্ঠ না হয়, এবং প্রসব জনিত স্ত্রীর শারীরিক দুর্ব্বলতাদি সম্যক্ অপগত না হয়, সে কাল অপেক্ষা করিয়া পুনরায় স্ত্রী সহবাস করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য, অন্যথা বিপরীত ঘটনা ঘটিয়া উঠে। ঘন ঘন সন্তানোৎপত্তি করিলে পরিণামে প্রসূতি এবং সন্তান গণের জীবন প্রায়সঃ বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং বুদ্ধিমান গৃহস্থ নিতান্ত কামুক না হইয়া, ধৈর্য্য সহকারে উচিত ও উপযুক্ত সময়ে স্ত্রীর সহিত সহবাস ও সন্তান উৎপাদন করিবে। তাহা হইলে অধিক সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া দারিদ্রের বৃদ্ধি করিতে পারিবে না, বরঞ্চ যে অল্প সংখ্যক জন্মিবে, তাহাদিগের দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

সন্তান সন্ততি জন্ম গ্রহণ করিলে পর, তাহাদিগকে যত্ন ও সদুপদেশের সহিত লালন পালন করা পিতার কর্ত্তব্য। সংসারে যে যে নিয়মে চলিতে হইবে, যে যে উপায়ে জীবনের গতি ধর্ম্ম পথে ধাবিত হইতে পারে, চরিত্র পবিত্র হইতে পারে, অতি শৈশব কাল হইতেই সন্তানের কোমল চিত্ত ক্ষেত্রে সেই সেই নিয়ম ও উপায়ের সূত্র পাত করা পিতা মাতার কর্ত্তব্য। সন্তান যখন নিতান্ত শিশু, যখন কথা বলিবার ও উঠিবার বসিবার

ক্ষমতা জন্মে নাই, পিতা মাতা সেই সময় সন্তানের সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ। সন্তানের কোনরূপ আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা নাই বটে কিন্তু তথাপি পিতা মাতা তখন আজ্ঞাবহ। সন্তানকে ঘরের বাহির করিতে হইবে, পিতা মাতা করিবেন; ঘরের মধ্যে সম্বরণ করিয়া রাখিতে হইবে, পিতা মাতা রাখিবেন; সূর্য্যোত্তাপ শরীরে লাগাইতে হইবে, পিতা মাতা লাগাইবেন, আবার শীতল বায়ু সেবন করাইতে হইবে, পিতা মাতা করাইবেন; অর্থাৎ তৎকালোচিত আহার বিহারাদি যাহা কিছু করণীয়, সমস্তই পিতা মাতার কর্ত্তব্য কার্য্য। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার শারীরিক কার্য্যগতি বিষয়ে ঐরূপ আজ্ঞাবহন, ক্রমে ক্রমে পিতা মাতার সম্বন্ধে লঘুভার হইয়া আসিতে থাকে। সন্তানের লিখা পড়া শিক্ষা করার সময় উপস্থিত, পিতা এক্ষণে তাহার রীতিমত শিক্ষা-দান কার্য্যে ব্রতী। যাহাতে সন্তান প্রথম হইতেই সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে, তদ্বিষয় বিশেষ মনোযোগ করা পিতার নিতান্ত কর্ত্তব্য। পিতা নিজে শিক্ষা দিতে পারেন, বিলক্ষণ, অন্যথা তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিবেন। শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিবেন যথার্থ কিন্তু সন্তানের শিক্ষার ফল কি পরিমাণে উন্নতি লাভ করিতেছে, লিখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দৈনন্দিন উন্নতি হইতেছে কি না, সর্ব্বদা তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা পিতার কর্ত্তব্য। লিখা পড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আবার যাহাতে শারীরিক ব্যায়ামাদিতে স্ফূর্ত্তি জন্মে, এরূপ খেলা বেড়া হইতেও সন্তানকে বঞ্চিত রাখিবেন না। সন্তান পাঠশালা হইতে আসিলে মাতা জল খাওয়াইলেন, পিতা তৎপর কিঞ্চিৎ কালের জন্য সমবয়স্ক দিগের সহিত খেলিবার আদেশ দিলেন। বালক বালিকা খেলা বেড়া করিল আবার লিখা পড়া করিল; লিখা পড়া করিল আবার

খেলিল, সন্তানের শিশূচিত কার্য্য জগতে ইহা কি মনোরম্য লীলা। সন্তানের অন্যায় কার্য্য দেখিলে পিতা ক্রোধ করিবেন এবং তন্নিবন্ধন তাহাকে শাসন করিবেন সত্য কিন্তু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কদাচ সন্তানকে প্রহার করিবেন না। এক মাত্র প্রহার করিলে সন্তানের সমুচিত শাসন করা হয় ইহা বিষম ভ্রম। যে সন্তানের চরিত্র, পিতৃ উপদেশে এবং পিতৃ দৃষ্টান্তে এমন হইয়া দাড়াইতে পারিয়াছে যে, সে সন্তান অপর সকলের সন্তানকে আপন ভ্রাতৃ ভাবে দেখিয়া থাকে, মিথ্যাকথা ভ্রমেও বলিতে পারে না, অন্যের দ্রব্যে কদাচ লোভ করে না, গুরুজনকে সর্ব্বদা ভক্তি শ্রদ্ধা করে, সকলের নিকট বিনীত ভাবে চলে, শিক্ষকের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লয় এবং ঈশ্বরের জন্য এখন হইতেই লালায়িত হইতে থাকে, আমরা বলিতে পারি, তাহার পিতাই জানিতে পারিয়াছেন সন্তানকে কিরূপে লালন পালন করিতে হয়। শিশু কালোচিত ঐ সকল কর্ত্তব্য—কার্য্যপরায়ণতা গুণ, যে পিতার শাসন ও উপদেশের ফল, সেই পিতা সন্তানের শিক্ষা দান সম্বন্ধে স্বর্গীয় জ্ঞানে জ্ঞানবান। তিনিই জানেন সন্তানকে কিরূপে লালন পালন করিতে হয়, তিনিই জানেন কিরূপে সৎশিক্ষা, সদনুষ্ঠান ও ধর্ম্মের বীজ, সন্তানের নিষ্কলঙ্ক কোমল চিত্তক্ষেত্রে বপন করিয়া দিতে পারিলে, উহা নির্ব্বিঘ্নে ক্রমে ক্রমে অঙ্কুরিত হইতে থাকে। পণ্ডিত শিব নাথ শাস্ত্রী বলিয়াছেন "প্রেমের প্রথম জগৎ বিবাহ, দ্বিতীয় জগৎ সন্তানের মুখদর্শন। নিতান্ত স্বার্থপর যে ব্যক্তি, এই উপায়ে জগদীশ্বর তাহাকেও নিঃস্বার্থ করেন। শিশুরা আমাদিগকে বেতন দেয় না অথচ ভৃত্যের ন্যায় খাটিয়া মরি। আমাদের সহস্র অসুবিধার দিকে তাহাদের দৃষ্টি নাই, কিন্তু তাহাদের একটু অসুবিধা সহিবে না। কি চমৎকার দাসত্ব! কেনইবা

এ দাসত্ব করি। তাহারা যখন আমাদের ঘরে খেলিয়া বেড়ায়, বোধ হয় আমরা এবং আমাদের যাহা কিছু আছে, সে সমুদয় তাহাদেরই জন্য। অগ্রে তাহাদের সুখ ও সুবিধার স্থান রাখিয়া তৎপরে আমাদের সুখ ও সুবিধার রেখাপাত করিতে হয়। যে ঘরে ক্রোধশীল পিতামাতা, সে ঘরে শিশুর মন ক্রীড়া করিতে পায় না। মৎস্য না খেলিলে যেমন বাড়ে না, বালকের মন তেমনই না খেলিলে বাড়ে না। সুবোধ ও বাধ্য সন্তানের সমাজ মধ্যে বড় প্রশংসা, কিন্তু তাহাকে সুবোধ ও বাধ্য করিতে গিয়া যে অনেক সময় তাহাকে কঠোর শাসন দ্বারা, তাহার ভাবী মনুষ্যত্ব লাভের পক্ষে ব্যাঘাৎ করিয়া রাখা হয়, তাহা অনেকে ভুলিয়া যান। সন্তান খেলিতেছে, ডাকিলাম, আসিল না; একটী দ্রব্য আনিতে বলিলাম, আনিল না; ইহাও তত দুঃখের বিষয় নয়, কিন্তু অপর একজন ক্লেশ পাইতেছে দেখিয়া তাহার দুঃখ হইল না, একটা কাজ করিয়া সে সত্য বলিতে সাহসী হইল না, একটী অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া বা নিজে করিয়া দুঃখিত হইল না, ইহা অধিক শোচনীয় বিষয়। মিষ্টকথা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, সর্ব্বোপরি পিতা মাতার সাধুতা, শিশু দিগের শাসন ও শিক্ষার সর্ব্ব প্রধান উপায়। একজনের পিতা বালককে মিথ্যা কথার জন্য প্রহার করিলেন। তৎপর দিন তাহারই সমক্ষে একজন চাকরকে একটী মিথ্যাকথা বলিতে শিখাইয়া দিতেছেন, তাঁহার প্রহারের ফল কোথায় রহিল? অনেক মূর্খ পিতামাতা নিজেরা যে দোষে দোষী, সন্তানদিগকে সেই দোষের জন্য শাস্তি দিয়া থাকেন, ইহা অপেক্ষা অধিক মূর্খতা কল্পনা করা যায় না। নিজে অগ্রে সংশোধন করিয়া পরে সংশোধন করিতে বলিতে হয়। শাসনের ভিত্তি শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধার ভিত্তি চরিত্র। যে জনক জননীর চরিত্রের উপর সন্তানের শ্রদ্ধা নাই, তাঁহাদিগকে বড়

অধিক কাল সন্তানদিগকে শাসন করিতে হয় না। পরিবারের কোন লোক, একটী পরের দ্রব্য অন্যায় পূর্ব্বক আনিয়াছে দেখিয়া, একজন গৃহস্থ নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, মনের ক্লেশে ম্লান, আহারে সুখী হইলেন না এবং যতক্ষণ সেই দ্রব্যটী তাহাকে দিয়া আসা না হইল, ততক্ষণ তাঁহার ক্লেশ গেল না। এরূপ একটী দৃষ্টান্ত, সহস্র মৌখিক উপদেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গৃহিণী দাস-দাসীর প্রতি অতি অভদ্র ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া গৃহস্থ নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং সন্তানেরা দেখিল যে, তিনি গোপনে স্ত্রীর হইয়া তাহাদিগের নিকট মার্জ্জনা চাহিতেছেন ও মিষ্ট ভাষায় শান্ত্বনা করিতেছেন, ইহাতে যে সৌজন্য শিক্ষা দেওয়া হইল, মৌখিক উপদেশে তাহা সম্ভব নয়। গোবৎসটীকে আবশ্যক মত মাতৃদুগ্ধ পান করিতে দেওয়া হয় নাই বলিয়া পিতা আসিয়া নিতান্ত ক্লেশ পাইলেন, বিরক্তির সীমা পরিসীমা রহিল না। তাহাকে খুলিয়া মাতৃদুগ্ধ পান করাইয়া তবে ছাড়িলেন; ইহাতে পশুদিগের প্রতি যেরূপ দয়া শিক্ষা দেওয়া হইল, মৌখিক উপদেশে তদ্রূপ হইত না। এই জন্যই বুদ্ধিমান লোকে বলিয়া থাকেন, শিশুর উপদেশ পিতা মাতার জীবনে। ক্রোধ পরায়ণ হইলে লঘু পাপে গুরু দণ্ড হয়। অতএব শিশুকে শাসন করিতে হইলে ক্রোধ পরবশ হইবে না। যতক্ষণ ক্রোধ থাকিবে, ততক্ষণ শাসন করিবে না। সন্তানকে প্রহার না করিয়া তাহার প্রিয় বস্তু হইতে বঞ্চিত করিলে অধিক শাসন হয়। তুমি যদি এমন কর্ম্ম কর তোমার পুতুলগুলি কিম্বা ভাল কাপড় খানি দুই দিন কাড়িয়া রাখিব। বালকের পক্ষে এ বড় শাস্তি। সন্তানের বিবেক পদ দলিত করিয়া, অনেক পিতা মাতা জন্মের মত তাহার শ্রদ্ধা হইতে বঞ্চিত হন। যে কার্য্য সন্তান সৎ বলিয়া জানে, বল পূর্ব্বক তাহা হইতে বিরত, কিম্বা যাহা অসৎ মনেকরে, বল পূর্ব্বক তাহাতে প্রবৃত্ত করা

কর্ত্তব্য নয়। যে গৃহে সদ্ভাব ও ভালবাসার গুণে শিশুগণ পিতা মাতার বশীভূত, চরিত্রের মহত্ব দেখিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত সন্তানগণ অনুগত, সেই গৃহই সচ্চরিত্রের প্রধান শিক্ষার স্থল। পিতা মাতা সন্তানের সমক্ষে পরস্পরের সহিত কোন প্রকার ব্রীড়াজনক আমোদ প্রমোদ করিবেন না, কারণ জনক জননীর বিশুদ্ধ ও পবিত্র ভাবই শিশুদের দেখা উচিত। জনক জননীর অন্তরে যদি প্রকৃত সাধুতা থাকে, সন্তানদিগের বয়স হইলেই প্রায় সেই সাধুতা তাহাদিগের হৃদয় মনের উপর নিজপ্রভাব বিস্তার করে। তবে কুসঙ্গ হইতে তাহাদিগকে দূরে রাখা উচিত। চরিত্র সম্বন্ধে যেমন, ঈশ্বর পরায়ণতা সম্বন্ধেও সেই রূপ। যাহার চরিত্রের মূলে ঈশ্বরপ্রেম নাই, সে ঈশ্বর ঈশ্বর করিলে বালক বালিকা ঈশ্বর বিদ্বেষী হইয়া বর্দ্ধিত হয়। যিনি প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমিক, তাঁহার প্রতিদিনের ভজন সাধন দেখিয়া সন্তানেরা আপনা আপনি ঈশ্বরকে প্রীতি ভক্তি করিতে শিক্ষা করে। সন্তানেরা যেন গৃহ মধ্যে নিষ্ঠা ভক্তি, ঈশ্বর প্রেম, দেখিতে পায়। সন্তানদিগকে শিক্ষা দিবার সময় কেবল মাত্র অর্থকরী বা সুখে জীবন যাপনের উপযোগী শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিবে না। যদি আমার পুত্র উপার্জ্জন শীল হয় কিন্তু পত্নীর প্রতি অনুরাগ বিহীন, সন্তানদিগের প্রতি কর্কশ, নিজের হৃদয় মনের উন্নতির প্রতি উদাসীন, আত্মার সদ্গতির প্রতি অন্ধ ও স্বার্থের জন্য পরের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি হীন হয়, তবে যে শিক্ষাদ্বারায় সে এ প্রকার হইয়াছে, তাহাকে নিতান্ত শোচনীয় মনে করিব। যদ্দ্বারা মনুষ্যত্ব লাভ হয় এবং জীবনের সমুদয় কর্ত্তব্যকে প্রিয় জ্ঞান হয়, সেই রূপ শিক্ষাই প্রার্থনীয়।" যে পিতা মাতা সন্তানের মঙ্গল সাধনে বাস্তবিক বাসনা করেন, উল্লিখিত উপদেশগুলি সর্ব্বক্ষণ কার্য্যে পরিণত করা তাহাদিগের কর্ত্তব্য।—এক্ষণে কেবল গৃহস্থের অন্যান্য সাধারণ

কর্ত্তব্য বিষয় সম্বন্ধে লিখিয়া আমরা এই গৃহস্থ-অধ্যায়ের উপ-সংহার করিব।

গৃহস্থ যে স্থানে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিবে, ঐ স্থান অত্যন্ত স্বাস্থ্য-জনক হওয়া উচিত। কোন কোন স্থান অতিশয় দূষিত। তত্রত্য জল অপরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধময় এবং স্থান জঙ্গলময়। এই সকল স্থানে বাসগৃহ প্রস্তুত করা কদাপিও কর্ত্তব্য নয়। কোন কোন স্থান পূর্ব্বে স্বাস্থ্য-জনক থাকে, পরিশেষে কালে দূষিত হইয়া উঠে। অস্বাস্থ্যকর হইলে সে স্থান পরিত্যাগ করতঃ অন্যত্র যাইয়া বসতি বাড়ী নির্ম্মাণ করা বিহিত। অনেকের পৈতৃক স্থান বলিয়া দূষিত স্থানও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা জন্মে না। প্রপিতা-মহ এবং পিতামহ প্রভৃতির সময় হইতে যে বাড়ী, তাহা ত্যাগ করিতে অবশ্যই কষ্ট বোধ হয়। আবার কাহারও কাহারও অবস্থাও এরূপ যে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার ক্ষমতা হয় না। কিন্তু এই সমস্ত নানাবিধ বিঘ্ন বাধা উপেক্ষা করিয়াও দূষিত স্থান ত্যাগ করা উচিত। পারিত্ পক্ষে কখনও অস্বাস্থ্যকর স্থানে বসতি করা কর্ত্তব্য নয়। আবার কেবল স্থান স্বাস্থ্যকর হইলেই যে হইল এমত নহে। যেমন স্থান স্বাস্থ্যকর হওয়া প্রয়োজন, তেমনই অন্যান্য বিষয়েও সুবিধা জনক হওয়া আবশ্যক। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত চাণক্য বলিয়াছেন "ধনিনঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যস্তু পঞ্চমঃ পঞ্চ যত্র নবিদ্যন্তে তত্রবাসং ন কারয়েৎ।" ধনী, ব্রাহ্মণ, রাজা, নদী এবং বৈদ্য এই পাঁচ জাতি যে স্থানে নাই সে স্থানে বাস করিবে না। যদিও এই বচন সম্পূর্ণ নহে তথাচ ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সকল বিষয়ে সুবিধা জনক স্থানে বাস করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের দেশীয় গৃহস্থগণ বাটী প্রস্তুত করিতে হইলে চকবন্দী করিয়া প্রস্তুত করেন, অর্থাৎ ইষ্টকময় গৃহই হউক কি খড়ের ঘরই হউক, প্রাঙ্গণের চারিদিকে চারিটী ঘর উঠাইয়া

থাকেন। এই নিয়মটী ভাল নহে। প্রাঙ্গণের চারিদিকে চারিটী ঘর প্রস্তুত করিলে বায়ুর চলাচল প্রকারান্তরে এক রূপ বন্ধ করা হয়। আবার আমাদিগের অবরুদ্ধা কামিনীগণ, বাড়ীর বাহির হইতে অন্য কর্ত্তৃক দৃষ্টা না হয়েন, তদনুরোধে ঐরূপ চারি ঘরের চারিদিকে যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্থান থাকে, তাহাও টাটী বা প্রাচীর দ্বারা বদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং ঘরের চতুর্দ্দিকে যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্থান দিয়া বায়ু চলাচল করিতে পারিত, তাহাও হইতে পারে না। কেহ কেহ বাড়ীটী সুদৃশ্য করার মানসে, কেহ কেহ বা কুসংস্কার অর্থাৎ চারি ভিটায় চারি খানি ঘর না হইলে দোষের কারণ হয় বিবেচনায়, তাহা নিবারণ উদ্দেশে ঐরূপ করিয়া থাকেন। শেষোক্ত কারণ কোন কারণই নহে। গৃহস্থ ব্যক্তির এই রূপ কোন কুসংস্কার বিশিষ্ট হওয়া কদাপি বাঞ্ছনীয় নহে। প্রথমোক্ত কারণও অতি অকিঞ্চিৎকর। এতদ্দেশে যে সমস্ত ইংরেজেরা বাটী প্রস্তুত করেন, তাহার কোনটীও চকবন্দী নহে কিন্তু তাঁহাদিগের ন্যায় আমাদিগের দেশের কয়টী গৃহস্থ এমন সুন্দর বাড়ী প্রস্তুত করিতে পারেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ইংরেজদিগের ন্যায় বাড়ী প্রস্তুত করিলে আমাদিগের চলে না। আমিও তাহা স্বীকার করি। আমাদিগের দেশের গৃহস্থের গৃহে অনেকটী পরিবার একত্র থাকার নিয়ম। ইংরেজদিগের ন্যায় আমরা আর এ দেশের উপনিবাসী নহি। তাঁহারা এখাতে প্রায়ই উপনিবাস প্রস্তুত করেন মাত্র। সুতরাং কার্য্য, কারণ এবং স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রয়োজনভেদে আমাদিগের একটী গৃহস্থের বাড়ীতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহের প্রয়োজন হয়। তা হউক, কিন্তু ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, ঐ সকল ঘরও চকবন্দী না করিয়া শৃঙ্খলা পূর্ব্বক এরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে উঠান আবশ্যক, যেন স্বচ্ছন্দে বায়ু চলাচল করিতে পারে। এপাশে ওপাশে পতিত স্থান থাকা

নিবন্ধন যদি সমগ্র বাড়ীটীর ছবি দেখিতে বিশ্রী হয়, তা হইলে ঐরূপ পতিত স্থানে দুই একটী পুষ্প বাগান ও ছোট ছোট বৃক্ষের বাগান প্রস্তুত করা বিধেয়। তা হইলে নিশ্চয় বাড়ীটী দেখিতে মনোরম্য হইবে। বড় বড় বৃক্ষের বাগান এখনও গৃহস্থের বাড়ীর এক পাশেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং সে বিষয় লিখা অধিকন্তু। বাস্তবিক চকবন্দী ঘরদ্বারা বাড়ীটী অবরোধ প্রণালীতে প্রস্তুত করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। বাড়ীর ভিতরে, কি বাড়ীর বাহিরে, যেখানেই হউক, যাবতীয় ঘর শুদ্ধ প্রাঙ্গণগুলি যাহাতে সর্ব্বদা রৌদ্রের উত্তাপ পাইতে পারে, যাহাতে গৃহ প্রাঙ্গণাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ও পরিশুষ্ক থাকে, সর্ব্বদা তদ্বিষয়ে যাত্নিক থাকা গৃহস্থের কর্ত্তব্য। বড় বড় বৃক্ষ উঠানের মধ্যে রাখা কর্ত্তব্য নহে। উহাতে বায়ুর গতিও বন্ধ হয়, উপরন্তু সূর্য্যের উত্তাপও লাগিতে পারে না। স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে বিষম বিঘ্ন জনক হইয়া উঠে। অনেক গ্রন্থকার এইরূপ চকবন্দী প্রণালীতে বাড়ী প্রস্তুত করিতে সর্ব্বথা নিষেধ করিয়াছেন, এবং তন্নিবন্ধন বিশুদ্ধ বায়ুর চলাচল বন্ধ হওয়াদি অনেক প্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাদিগের সেই উপদেশ ফলে পরিগণিত হইতেছে না। আমরা আমাদিগের গৃহস্থকে এই উপদেশ দেই যে চকবন্দী না করিয়া অথচ যাহাতে ঘরগুলি পরিষ্কার এবং পরিশুষ্ক থাকিতে পারে, এইরূপ ভাবে বাড়ী প্রস্তুত করা বিধেয়। বাড়ী, ঘর, টাটী, দেওয়াল প্রভৃতি যাহাতে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, সর্ব্বদা তদ্বিষয়ে যত্নবান থাকা গৃহস্থের কর্ত্তব্য।

নিজের এবং পরিবার গণের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি সর্ব্বদা মনোযোগ করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য। শরীর রক্ষা প্রধান ধর্ম্ম। আত্মহত্যা করা যেমন মহা পাপের কার্য্য, স্বাস্থ্যের প্রতি অমনো-

যোগ করতঃ নানাবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া, অকালে দেহত্যাগ করাও সুতরাং আত্মহত্যার ন্যায় পাপের কার্য্য, স্বীকার করিতে হইবে। শরীরের সহিত মনের এরূপ নিকট সম্বন্ধ যে একটী অসুস্থ হইলে অপরটী সুস্থ থাকিতে পারে না। শরীর দুর্ব্বল হইলে মনও ক্ষীণ ও নিস্তেজ হইতে থাকে। মন পবিত্র ও প্রফুল্ল রাখিতে হইলে, শরীরকে সুস্থ রাখিতে হয়, সুতরাং স্বাস্থ্যের প্রতি আমাদিগের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক এবং অবশ্য প্রতিপাল্য নিত্য ধর্ম্ম। স্বাস্থ্য-রক্ষার সম্বন্ধে সাবধানতার সহিত অন্ততঃ এই তিনটী নিয়ম রক্ষা করা উচিত। যথা,—বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, বিশুদ্ধ জল পান এবং জীর্ণকারক সুখাদ্য অথচ উপকারী সামগ্রী আহার। বায়ু আমাদিগের জীবন রক্ষার্থে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। মৎস্যাদি জলজন্তু যেমন সাগর গর্ভে অবস্থিতি করে, আমরাও তেমনই বায়ু সাগর মধ্যে অবস্থান করিতেছি। নির্ব্বাত স্থানে কিঞ্চিৎ কালও অবস্থান করার সাধ্য নাই, করিলে অতি অল্পকাল মধ্যেই প্রাণ বিয়োগ হইবে। অতএব বিশুদ্ধ বায়ু আমাদিগের সাক্ষাৎ প্রাণ স্বরূপ, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। বিশুদ্ধ বায়ু যেমন প্রাণ স্বরূপ, আবার অবিশুদ্ধ দূষিত বায়ু তেমনই সাক্ষাৎ প্রাণ নাশকারী। পঁচা এবং গলিত পদার্থ পরিপূর্ণ দুর্গন্ধময় স্থানের অবিশুদ্ধ বায়ু ভিন্ন, প্রায় সকল স্থানের বায়ুই বিশুদ্ধ এবং উপকারী। অপরিষ্কৃত এবং দুর্গন্ধময় স্থানের অবিশুদ্ধ দুষ্ট বায়ু সেবন করিলে, নিশ্চয়ই রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে কাল গ্রাসে নিপাতিত হইতে হইবে। আর পরিষ্কৃত এবং পরিচ্ছন্ন স্থানের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলে, শরীর অবশ্যই স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও বলিষ্ঠ হইবে। অতএব অবিশুদ্ধ ও দুষ্ট বায়ুকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা মহোপকারী বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা কর্ত্তব্য। স্বাস্থ্য-রক্ষার সম্বন্ধে বায়ুর পরেই জল। আমাদিগের ভাষায় জলের একটী নাম

জীবন। বাস্তবিকই জীবন রক্ষার পক্ষে বায়ুর পরেই জল নিতান্ত আবশ্যক। এক দিবস জল পান না করিলে পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। আমরা যে জল ব্যবহার করিব, সে জলও বায়ুর ন্যায় বিশুদ্ধ হওয়া অতি আবশ্যক। বিশুদ্ধ জল শরীর ধারণ করিবার এক প্রধান উপায়। অপরিষ্কৃত ও অবিশুদ্ধ জল প্রাণ নাশকারী। অপরিষ্কৃত জল পান করিলে নানা প্রকার পীড়া হইবার সম্ভাবনা। তদ্দ্বারা সংসারে অনেক সময়ে অকাল মৃত্যু ও নানা প্রকার দুঃখ আনীত হইয়া থাকে। শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে, জল যাহাতে বিশুদ্ধ হয়, তজ্জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত। বৃষ্টির জল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, কিন্তু উহা সর্ব্বদা নিয়মিত রূপে পাইবার উপায় নাই। কোন পদার্থ ভাল হইলেও যাহা এক দিন পাওয়া যাইবে, আবার দশ দিন পাওয়া যাইবে না, তাহা সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য পদার্থের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না এবং তাহা কোন এক নির্দ্দিষ্ট মাত্র কালের জন্যও ব্যবহার করা যাইতে পারে না। সুতরাং বৃষ্টির জল আমাদিগের ব্যবহারোপ-যোগী নহে। পুষ্করিণী এবং কূপাদির জল সীমাবদ্ধ। বদ্ধ জল সেবনীয় নহে। এ সকল হইতে নদ নদীর জলই আমাদিগের পানোপযোগী বটে। কোন কোন নদ নদীর জলও সময় সময় অত্যন্ত কর্দ্দমময় ও অপরিষ্কৃত হইয়া উঠে। তখন ঐরূপ নদ নদীর জল অপেক্ষা বরঞ্চ যে সকল পুষ্করিণী গভীর ও বহুস্থান বিস্তৃত এবং যে সকল কূপ অত্যন্ত গভীর ও যাহার নিম্নতম প্রদেশ বালুকাময়, ঐ সকল পুষ্করিণীর এবং কূপাদির জলই প্রশস্ত হয়। আয়ুর্ব্বেদের মতে এক এক ঋতুতে এক এক প্রকার জল পান করা বিহিত*। কিন্তু নদ নদীর জলই হউক, আর গভীর

* বর্ষা বসন্ত সময়ে কূপ বারি প্রশংসয়েৎ।
হিম শিশির বসন্তে পানযোগ্যং নদীযুচ। আয়ুর্ব্বেদ।

পুষ্করিণী ও কূপাদির জলই হউক, স্বাভাবিক জলকে কয়লাদিদ্বারা সংশোধিত করিয়া পান করিলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ উপকার হয়। ইংরাজেরা সর্ব্বদাই ঐ রূপ শোধিত জল পান করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য অস্মদ্দেশাপেক্ষায় ইংলণ্ডের অধিবাসীগণের স্বাস্থ্যের অবস্থাও উত্তম। একটুকু আয়াস স্বীকার করিলেই, জলকে শোধিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং উহা করার প্রণালীও সহজ, সাধারণ্যেই বিদিত। কিন্তু কেবল বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং বিশুদ্ধ জল পান করিলেই মাত্র স্বাস্থ্য-রক্ষার চূড়ান্ত নিয়ম রক্ষা করা হইল, এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে না। মনুষ্যকে যে সমস্ত বস্তু আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়, ঐ সমস্ত আহার্য্য পাদার্থও সুপক্ক, সুখাদ্য এবং জীর্ণকারক হওয়া উচিত। গলিত এবং দুর্গন্ধময় বস্তুনিচয় আহার করিলে উহা পাকস্থলিতে জীর্ণ হয় না এবং তজ্জন্য অজীর্ণতা নিবন্ধন নানা বিধ রোগের উৎপত্তি হইলে, তখন বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং বিশুদ্ধ জল পান দ্বারা কোনই সুফল উৎপন্ন হয় না। আজ কাল আমাদিগের দেশে পান দোষের এতদূর প্রবলতা ঘটিয়াছে, পান ক্রিয়া এতদূর দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে যে, যে বঙ্গদেশে পূর্ব্বে কেবল কয়েক জন ঘোর তান্ত্রিক ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিই সুরাপান করিত না, অথবা পানকরা দূরে থাকুক, উহার গন্ধ আঘ্রাণ করিলে জাতি-পতিত হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞান করিত, সেই সোণার বঙ্গদেশে সুরাদেবী সম্প্রতি প্রায় প্রতিগৃহে বিরাজমানা। পরিমিত রূপে

দিব্যং কৌপং শৃতঞ্চাম্ভো ভোজনন্ত্বতিদুর্দ্দিনে!
নদী জলোদমন্থাহঃ স্বপ্নায়াসাতপাং স্ত্যজেৎ। চক্রদত্ত।

অর্থাৎ আকাশ জল, কূপের জল এবং ক্বথিত জল, বর্ষাকালে পান করিবে। নদীর জল, উদক প্রধান মন্থ অর্থাৎ মাঠা আদি দিবা নিদ্রা, পরিশ্রম এবং আতপ সেবন পরিত্যাগ করিবে।

সুরাপান করিলে তাদৃশ অনিষ্ট সঙ্ঘটন হইতে পারে না, বরঞ্চ পক্ষান্তরে তন্নিবন্ধন উপকারই হইয়া থাকে, একথা প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য হইলেও দুর্ব্বল-হৃদয় পানাসক্ত বাঙ্গালী কখনই সেই পরিমাণ ঠিক রাখিয়া চলিতে পারে না। সুরাপান জনিত স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া, অবশেষে অনেকেই অকালে দেহত্যাগ করতঃ বঙ্গ বসুমতিকে লঘুভার করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়া থাকেন। স্বাস্থ্য-রক্ষানুরোধে পান দোষ হইতে একান্ত পরিমুক্ত থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য। অতএব যিনি যথার্থ গৃহস্থ নামের গৌরব করিতে চাহেন, কিম্বা যিনি প্রকৃত গৃহস্থ, নিজের এবং স্বীয় পরিবারগণের যাহাতে সর্ব্বদা নিয়মিত রূপে স্বাস্থ্য-রক্ষা হয়, তৎপ্রতি বিশেষ রূপে মনোযোগ করা তাঁহার সর্ব্বোতোভাবে করণীয়। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন এবং বিশুদ্ধ বায়ু বেষ্টিত স্থানে বসতি করা, বিশুদ্ধ জল পান এবং পদার্থবিৎ পণ্ডিতগণের উপদেশানুসারে যে সকল মাংস, উদ্ভিজ্জ এবং ফল মূলাদি ভক্ষণ করিলে সহজে পরিপাক জন্মে, শরীর বলিষ্ঠ হয় এবং তন্নিবন্ধন মনের গতি স্ফূর্ত্তি যুক্ত হয়, সেই সকল পদার্থ আহার করা, গৃহস্থের আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য কার্য্য। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, বিশুদ্ধ জল পান এবং সুখাদ্য ও পরিপাক জনক আহার্য্য আহার করা, স্বাস্থ্য-রক্ষার সম্বন্ধে এই তিনটী সাধারণ নিয়ম ভিন্নও গৃহস্থকে আর একটী নিয়ম প্রতি পালন করা উচিত। অর্থাৎ পরিধেয় বসন ভূষণাদি এবং শয়ন করিবার শয্যাদি সর্ব্বদা পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন এবং পরিশুষ্ক রাখা কর্ত্তব্য। অপরিষ্কৃত বস্ত্র ব্যবহার এবং অপরিষ্কৃত শয্যায় শয়ন করিলেও শরীরে রোগ জন্মিতে পারে এবং তাহা হইলেও সুতরাং স্বাস্থ্য ভঙ্গের ফল ভোগ করিতে হয়। অতএব পরিধেয় বস্ত্র এবং শয়ন করিবার শয্যাদি সর্ব্বদা পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন এবং পরিশুষ্ক রাখা, গৃহস্থের নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

সংসারে স্বার্থ শূন্য হৃদয়ে পরের উপকার করা গৃহস্থের প্রশস্ত সনাতন ধর্ম্ম। শাস্ত্রকারেরাও সারাৎসার বলিয়াছেন যে, পরের উপকার করাই পুণ্য, আর পর-পীড়নই পাপ। এ সংসারে নানাবিধ প্রকারে একে অন্যের উপকার করিতেছে, এবং করিতে পারে। পরের অভাব পূরণ এবং তন্নিবন্ধন নিঃস্বার্থ দান, পরের উপকার করার উপায়সমূহ মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। দয়া মমতা প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহ দান ক্রিয়ার করণ। পরের অভাব দেখিলে, তাহা মোচন করিবার ইচ্ছা, হৃদয়বান্‌ লোকদিগের অন্তঃকরণে স্বতঃসিদ্ধ জন্মিয়া থাকে। গৃহস্থ ব্যক্তিরও অতিশয় হৃদয়বান হওয়া এবং সাধ্যমত দান করা উচিত। কিন্তু তাহাতেও শক্তির সীমা উত্তীর্ণ হইতে দিতে নাই। "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্‌" সকল কার্য্যেরই আতিশয্য ভাল নয়। নিখিল বিশ্বাধিপতি আমাদিগকে যেসকল সৎ মনোবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে দয়া যে এমন একটী কমনীয় অথচ বিশ্বব্যাপী মনোবৃত্তি, তাহারও আতিশয্য ভাল নহে বরঞ্চ স্থল বিশেষে উহা ঘোরতর অনিষ্টকারী। অতএব হৃদয়বান গৃহস্থেরও দান শীলতা গুণের পরিচয় দেওয়ার সময়ে সাবধান হওয়া উচিত, যেন উহা স্বীয় শক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া দানের অপব্যবহার রূপে পরিগণিত না করে। অন্য সকল দেশাপেক্ষা ভারতবর্ষের অধিবাসীগণ হৃদয়বান, বোধ হয় এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যাইতে পারে। পাড়া-প্রতিবাসীগণের অভাব পূরণ করিতে অগ্রসর হওয়া এবং ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান করা, ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বঙ্গদেশ-বাসীগণের একরূপ নিত্য কর্ম্ম। এক মুষ্টি পরিমিত তণ্ডুল কি একটী পয়সা হইতে অধিক আয়ের স্থাবর সম্পত্তি কি সহস্র বা ততোধিক মুদ্রা দান করা, ভারতবর্ষের নিত্য ও প্রায়শঃ ঘটনা। বঙ্গদেশ-বাসীগণের, বিশেষতঃ হিন্দুগণের অতিথি-সৎকার ও ভিক্ষাদান কেমন পবিত্র ভাবোদ্দীপক কার্য্য!

অতিথি উপস্থিত হইলে, আর অধিক কিছু থাকুক বা না থাকুক, অন্ততঃ শাকান্নে তাহাকে আহার করাইয়া দিতে হইবেই হইবে। এমন যে পবিত্র ভাব, ইহার বহুলতা একমাত্র বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্য কোন দেশেও নাই বলিলে কখনই অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই রূপ ভিক্ষা দানের আতিশয্য নিবন্ধনই, বঙ্গদেশে অনেকাংশে দারিদ্র দশার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং হইতেছে। যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ভিক্ষার পাত্র, অর্থাৎ যাহারা গুরুতর রোগগ্রস্থ, কিম্বা অন্য কোন গুরুতর কারণে শ্রম-জনক কার্য্য করিতে অক্ষম, তাহাদিগকে ভিক্ষাদান করা ও কায়মনোবাক্যে তাহাদিগের উপকার করিয়া পবিত্র হৃদয়ের পরিচয় দেওয়া এবং তন্নিবন্ধন বিশুদ্ধ ধর্ম্ম অর্জ্জন করা, সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু অলস, অকর্ম্মণ্য, স্থূলকায়, লম্পট স্বভাব ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান করা আর তজ্জন্য পাপের স্রোত বৃদ্ধি করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। আমাদিগের দেশে এক্ষণ ব্রাহ্মণ, বৈরাগী বৈরাগিনী এবং ফকির ফকিরণী, এই কয়েক শ্রেণীর লোকই অধিকাংশ ভিক্ষুক। ব্রাহ্মণ শব্দ আকর্ণন করিবা মাত্র আর্য্য মহর্ষি গণের পবিত্র ভাব আমাদিগের চিত্তক্ষেত্রে সমুদিত হয়। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ হিন্দু ধর্ম্মের রক্ষক স্বরূপ ছিলেন। তরঙ্গাকুলিত সমুদ্র মধ্যে অচল যেমন নির্ভিকরূপে দণ্ডায়মান থাকে, পূর্ব্বকালের শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ দিগের ক্ষমতা, প্রতাপ এবং বিদ্যাবলে, সনাতন হিন্দু ধর্ম্মও সেইরূপ নানাবিধ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া অক্ষুণ্ণ ভাবে দণ্ডায়মান ছিল। হিমাচল যেমন সকল পর্ব্বতের শ্রেষ্ঠ, বেদ সম্মত সনাতন হিন্দু ধর্ম্মও তেমনই সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ গণই এই সর্ব্বোচ্চ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক, পোষক এবং পরিবর্দ্ধক ছিলেন। সেই জন্য ব্রাহ্মণ বাক্য অমোঘ বলিয়া হিন্দু মাত্রই স্বীকার করিতেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, দুর্দ্দণ্ড

প্রতাপশালী হিন্দু রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ গণকে দেখিবা মাত্র পাদ্যার্ঘ্য দ্বারা পূজা করিতেন, তাঁহাদিগের ন্যায় সঙ্গত আদেশ ও উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইতেন। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! কতদূর দুঃখজনক ঘটনা! এক্ষণ কোথায় সেই ব্রাহ্মণ, কোথায় সেই হিন্দু ধর্ম্ম! এ উভয়েরই আজ্ শোচনীয় অস্তিত্ব! এ উভয়েরই আজ্ শোচনীয় অবস্থা! নামে মাত্র ব্রাহ্মণ, নামে মাত্র হিন্দুধর্ম্ম! এক্ষণ আর ব্রাহ্মণের মন্ত্রণা বলে রাজকার্য্য পর্য্যালোচিত হয় না; ব্রাহ্মণেরা আর নীতিশাস্ত্র প্রস্তুত কিম্বা সমাজের কোন উপকার করেন না। এক্ষণকার ব্রাহ্মণগণ ক্রিয়াকাণ্ডহীন এবং অসদ্বৃত্তি-অনুচারী হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ ব্রাহ্মণগণই বিষয়ী, অনেকেই অলস, নিষ্কর্ম্মা এবং নিরক্ষর। সুতরাং সংসার যাত্রা নির্ব্বাহানুরোধে, ভিক্ষাবৃত্তি তাঁহাদিগের সম্বল। ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সমাজের যে সকল মহদুপকার সাধিত হইত এবং তন্নিবন্ধন ব্রাহ্মণগণ যে ভিক্ষা লাভের অধিকারী ছিলেন, সে উপকার আর বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সাধিত হয় না। বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া সমাজের উপকার করা হয় না, বরঞ্চ অলসতার প্রশ্রয় বৃদ্ধি করিয়া সমাজের অপকার করা হয় মাত্র। তবে এক্ষণ পর্য্যন্ত যে সকল ব্রাহ্মণগণ সেই সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম সংরক্ষণে ও সম্বর্দ্ধণে প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন; যাঁহাদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি এবং ক্ষমতাবলে লুপ্তপ্রায় হিন্দুধর্ম্ম এখন পর্য্যন্তও নিবু নিবু করিয়া জ্বলিতেছে, যাঁহারা এক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য নিয়ম যথার্থই বহন করিতেছেন, যাঁহারা শারীরিক এবং মানসিক নানারূপ কষ্ট, নানারূপ ক্লেশ অকাতরে সহ্য করিয়া পাণ্ডিত্য লাভ করতঃ আবার অন্যকে নিজের পরিশ্রমে, নিজের ব্যয়ে অযাচিতরূপে পণ্ডিত করিয়া তুলিতেছেন, ভারতবর্ষবাসী বিশে-

যতঃ হিন্দুমাত্রকেই তাঁহাদিগকে সাধ্যমত দান করিয়া সমাজের এবং ধর্ম্মের উন্নতি ও উপকার সাধন করিতে অগ্রসর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। যে কারণ বশতঃ পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মণগণ ভিক্ষা ও দান পাইবার সম্পূর্ণ অধিকারী ছিলেন, এখনও সেই কারণ বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ যদি কেহ থাকেন, আর আমরা যদি তাঁহাকে ন্যায় সঙ্গত দান ও ভিক্ষা হইতে বঞ্চিত করি, তবে তিনি কি সম্বলে বিদ্যার উন্নতি, ধর্ম্মের উন্নতি এবং দেশের সামাজিক উন্নতি সাধন করিতে ক্ষমবান হইবেন? অতএব যাঁহারা এখনও যথার্থ ব্রাহ্মণ, দেশের ধর্ম্মোন্নতির জন্য, দেশের বিদ্যোন্নতির জন্য এবং দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য সকল বিষয়েরই উন্নতি জন্য যে ব্রাহ্মণগণ এখনও ব্যস্ত, এখনও যাত্রিক, সাধ্যানুসারে তাঁহাদিগকে দান করা প্রত্যেক সামাজিকের কর্ত্তব্য। কিন্তু যাঁহারা সংসারী হইতেও সংসারী, যাঁহারা মাত্র আলস্যের দাসত্ব স্বীকারে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সমাজের কষ্টার্জ্জিত অর্থরাশি শোষণ করার নিমিত্তই কেবল ভিক্ষার্থী; যে ব্রাহ্মণগণ সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যও পরের গলগ্রহ হইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন্ না, অলসতার স্রোত বৃদ্ধি জন্য তাঁহারা আর কোনরূপ সাহায্য পাইবার অধিকারী নহেন। ভাক্ত ধর্ম্মের আবরণাবরিত ছদ্মবেশী বৈরাগী বৈরাগিনী অধিকাংশই উপপতি ও উপপত্নি। জন সমাজের ঘোরতম অপকারী ও মহাপাপী। সমাজে থাকিয়া যাহারা আপন দুষ্প্রবৃত্তির এবং নিকৃষ্ট ইন্দ্রেয়ের চরিতার্থতা সাধন করিতে নানারূপ বিঘ্ন বাধার আশঙ্কা করে, তাহারাই একটুকু সরিয়া যাইয়া ধর্ম্মের ভাণ করতঃ বৈরাগী বৈরাগীনী সাজিয়া বসে। সাক্ষাৎ পাপ স্বরূপ এই শ্রেণীর লোককে সাহায্য করা, আর সৎকার্য্যে ব্যাপদেশে পাপ সঞ্চয় করা, সর্ব্বতোভাবে অবিধেয়। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে বৈরাগী বৈরাগিনী

অপেক্ষা আমাদের দেশে ফকির ফকিরণীর সংখ্যা অল্প। মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী দিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকাই তাহার অন্যতর কারণ। তবে যাহারা কেবলই অলস, তাহারাই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। সুতরাং ইহা দিগকেও ভিক্ষাদান করতঃ অলসতার প্রশ্রয় বৃদ্ধি করিয়া সমাজের অপকার করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। অলস এবং নিষ্কর্ম্মা না হইয়া সাধারণ একটী শ্রমোপজিবী লোকও যদি চেষ্টা এবং উদ্যোগের সহিত কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তাহা হইলে সে অন্ততঃ বার্ষিক অর্দ্ধশত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। এই শ্রেণীর দুইজন লোক যদ্যপি অলস এবং নিষ্কর্ম্মা ভাবে বসিয়া থাকে এবং কেবল মাত্র ভিক্ষা ব্যবসায় দ্বারা উল্লিখিত উপার্জ্জনের হারে যে আয় হইতে পারে, সেই পরিমাণ আয়, উপার্জ্জনশীল অন্য এক ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করিয়া লয়, তাহা হইলে সেই উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির আয় হইতে বার্ষিক একশত টাকা কমিয়া যায়। কাজেই ঐ একশত টাকা দ্বারা সে ব্যক্তি নিজের, সংসারের, এবং সমাজের প্রকৃতিগত যে সকল উন্নতি সাধন করিতে পারিত, তাহা তাহার করিবার উপায় থাকে না। সুতরাং তন্নিবন্ধন দেশের দারিদ্র দশা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আবার অনেক সময় অনেক লোকের এরূপ ঘটনা উপস্থিত হয় যে, শ্রমোপজিবী লোকের অভাবে তাহারা নিজ নিজ সাংসারিক কোন নিতান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য (যাহা আশু না করিলেই নয়) সাধন করিয়া উঠিতে পারে না। হাতে টাকা আছে কিন্তু কার্য্য করিবার লোক নাই, অথচ হৃষ্ট পুষ্ট সবল শরীর পাঁচজন ভিক্ষার্থী সম্মুখে দণ্ডায়মান। তাহারা কার্য্য করিয়া দিলে কার্য্যকর্ত্তা তাহাদিগকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাহারা করিবে না। ইহা যে কতদূর অসুবিধা, একটুকু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেই

অনুমিত হইতে পারে। জঘন্য ফকির ও বৈরাগী দিগের ভিক্ষা ব্যবসায় তিরোহিত হইলে এই অসুবিধা অনেকাংশে বিদূরিত হইয়া প্রত্যুত সমাজের উপকার সাধিত হইতে পারে, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। আমরা যদি সকলেই এরূপ প্রতিজ্ঞা করি যে, পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া দান করিব, তাহা হইলে আমরা উল্লিখিত অকারণ ভিক্ষুক শ্রেণীর অলসতা অপনীত করিতে পারি, যেহেতু ভিক্ষা না পাইলে অন্ততঃ উদরান্নের নিমিত্তও নিতান্ত বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে। সুতরাং অপাত্রে দান করিয়া পাপ সঞ্চয় করা গৃহস্থের কখনই কর্ত্তব্য নহে। অনেকে আবার দানের পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া ভিক্ষার্থী মাত্রকেই দান করিয়া থাকেন; মনের ভাব যে, তাহাদিগকে সকলে বড় লোক বলিয়া পরিচয় দিউক। কিন্তু তাদৃশ দান স্বার্থ সিদ্ধি কামনা মাত্র, কোনরূপ ফলপ্রদ নহে। আমরা আমাদিগের গৃহস্থকে ঐরূপ দান করা অপেক্ষা সর্ব্বথা তাহা হইতে পরিমুক্ত থাকার নিমিত্ত সর্ব্বান্তঃ করণের সহিত উপদেশ দেই। স্থূল কথা এই যে, যাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মের জন্য বৈরাগী, ধর্ম্মের জন্য উদাসীন, প্রত্যেক উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির আয়ের এক অংশ তাহাদিগের সাহায্যের জন্য ব্যয় হউক। যাহারা পঙ্গু, উন্মত্ত, অন্ধ, কুব্জ, কিম্বা অন্য কোন গুরুতর কারণে জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থ, উপার্জ্জনশীল মানব জাতির দয়া দাক্ষিণ্য তাহাদিগের প্রতি প্রতিনিয়ত বর্ষিত হউক। কিন্তু যাহারা কেবলই আলস্যের দাস, যাহারা প্রত্যুত ধর্ম্মের জন্য নহে, কেবল ধর্ম্মের ভাণ করিয়া ব্যভিচার দোষের ক্ষালন জন্য বৈরাগী বৈরাগিনী ও ফকির ফকিরণী, যাহারা সম্মুখে প্রসারিত বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে কাল সর্পের মস্তকে হস্তক্ষেপ করার ন্যায় ভয় করে, পাপের প্রশ্রয়ে তাহা-

দিগকে কপর্দ্দক দান করাও মহাপাপ। ভিক্ষাদানাপেক্ষা দেশের ও সমাজের প্রকৃতিগত যে দান উহা উচ্চ শ্রেণীয়, এবং বাস্তবিক মহদাশয় দান। অনাথ বালক বালিকাগণের বিদ্যা শিক্ষা, রুগ্নের চিকিৎসা, নির্জ্জল স্থানে জলাশয় খনন, এবং দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশে অন্ন যোগান প্রভৃতি যাবতীয় সৎকার্য্যে ব্রতী হওয়া কিম্বা তাহাতে যোগ দেওয়া, অতীব মহদন্তঃকরণের কার্য্য। স্বীয় সংসারের আয় ব্যয়ের সহিত সুচারুরূপে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যদি আমাদিগের গৃহস্থ ঐ সকল কার্য্য সম্পাদনার্থে প্রয়োজন মত দান করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের ভাগ্যবান গৃহস্থ যার পর নাই পুণ্যবান। তাঁহার আশয় উচ্চ, মন পবিত্র এবং কার্য্য পুণ্যময়। জগৎ সর্ব্বদাই ধনবান গৃহস্থের নিকট ঐ সকল সৎকার্য্যের এবং তজ্জন্য নিঃস্বার্থ দানের আশা করিতে পারে। যে গৃহস্থ ধনী এবং ভাগ্যবান, স্বীয় ঐশ্বর্য্যের ও ক্ষমতার সীমা পর্য্যন্ত ঐ সকল সাধু কার্য্য এবং তন্নিবন্ধন দান করিয়া জগতের ঐ আশা পরিপূরণ করা তাঁহার সর্ব্বোভাবে কর্ত্তব্য।

সাংসারিক কার্য্য-সৌকার্য্যার্থে গৃহস্থকে বাধ্য হইয়া গো, মেষ, মহিষ ও অশ্ব প্রভৃতি পশ্বাদি প্রতিপালন করিতে হয়। ঐ সকল পশুদিগকে প্রচুর পরিমাণে আহার দেওয়া, রোগগ্রস্ত হইলে যথাযথ চিকিৎসা করান এবং সব্ব প্রকারে তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করা কর্ত্তব্য। ভূমি কর্ষণানুরোধে লাঙ্গল বহন করা কিম্বা স্থানান্তর হইতে তণ্ডুলাদি জিনিস পত্রের ভার বহন করা নিবন্ধন অনেক সময়ে অনেক গরু ও অশ্বের স্কন্ধ ও পৃষ্ঠদেশে ঘা হইয়া রক্তপাত পর্য্যন্ত হইতে থাকে। এরূপ অবস্থাপন্ন গো ও অশ্ব দিগকে ব্যবহার না করিয়া, যাহাতে তাহাদিগের চিকিৎসা হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। যে পর্য্যন্ত উহা সম্পূর্ণ রূপে

পরিশুষ্ক না হয়, সে পর্য্যন্ত আর ঐরূপ ব্যাধিগ্রস্ত পশুকে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। অনেক লোক এরূপ নিষ্ঠুর যে, যে গরুটার স্কন্ধদেশে বৃহৎ ঘা হইয়াছে সেইটাকেই লাঙ্গলে জুড়িয়া দিতেছে, কিম্বা যে গরুটা অন্য কোন গুরুতর ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া উত্থান শক্তি রহিত হইয়াছে, তাহাকে উঠাইয়া শ্রম-জনক কার্য্যে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ কশাঘাত করিতেছে। আহা! ইহা যে কতদূর নিষ্ঠুরতা, তাহা বলা যায় না। আবার অনেক স্থানেই ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক গৃহ পালিত পশুগণ ঐরূপ নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয় রূপে ব্যবহৃত হইতেছে, অথচ তত্ত্বাবধানের দোষ নিবন্ধন হয়ত অনেক ভৃত্য-স্বামী-গৃহস্থ তাহার খবরও রাখেন না। বাক্‌শক্তি বিহীন নিরীহ পশুদিগের প্রতি এই রূপ অত্যাচার করা যার পর নাই গর্হিত কার্য্য। যদিও বাক্যদ্বারা তাহারা আপন দুঃখ প্রকাশ করিতে পারে না, তথাচ অত্যাচার-প্রপীড়িত পশুগণের উষ্ণ অভিসম্পাত-জনক নিশ্বাসের সহিত গৃহস্থের গৃহে অমঙ্গলবহ্নি জ্বলিত হয়, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। যে স্থানে কিম্বা যে গৃহে পালিত পশুদিগকে রক্ষা করা যায়, রাত্রিকালে তথায় পশু গণেরা যে মল মূত্র পরিত্যাগ করে, পরের দিবস প্রত্যুষে একবার এবং পুনরায় সন্ধ্যার সময় একবার, নিতান্ত পক্ষে দিবসে এই রূপ দুইবার, সে স্থান হইতে মল মূত্র উঠাইয়া, অন্য দূরবর্ত্তী স্থানে তাহা ক্ষেপণ করিয়া পশুদিগের থাকিবার স্থান সম্পূর্ণ রূপে পরিষ্কৃত করিয়া দেওয়া গৃহস্থের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য কার্য্য। রাত্রির মধ্যেও একবার উক্ত রূপে স্থান পরিষ্কার করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। গৃহ পালিত পশুদিগের মধ্যে প্রায়শঃই বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং একটার হইলেই পাল শুদ্ধ মারা পড়ে। এরূপ ঘটনা স্থলে গৃহস্থকে অতিশয় সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কোন একটীর ঐরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার

লক্ষণ প্রকাশ হওয়া মাত্রই তাহাকে পাল হইতে পৃথক করিয়া স্বতন্ত্র স্থানে রাখা কর্ত্তব্য। যেন উহার সহিত অপরাপর পশু দিগের কোন রূপ সংশ্রব না হইতে পারে। ব্যাধিগ্রস্ত পশুকে স্বতন্ত্র স্থানে রাখিবে, অথচ তাহাকে যথোচিত রূপে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিবে, কদাচ তাহাতে অন্যথা করিবে না। আবশ্যক মত তাহাদিগকে স্নান করাইবে, এবং প্রত্যহ তাহাদিগের গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিবে। গাভী ও মহিষী প্রভৃতি স্ত্রী পশুদিগকে লাঙ্গল চালান প্রভৃতি কার্য্যে ব্যবহার করা সর্ব্বথা অবিধেয়। স্ত্রীজন সুলভ কমনীয়তা জগদীশ্বরের সৃষ্টিতে সকল জাতির মধ্যেই বিদ্যমান। ইতর পশু পক্ষীগণের মধ্যেও স্ত্রী জাতি কমনীয়। সবৎসা দুগ্ধবতী গাভী, শ্রম-জনক কার্য্যে ব্যবহৃত হইবার জন্য নহে। দুগ্ধপান সম্বন্ধে উহা আমাদিগের মাতৃ স্বরূপা। আমরা বৎসের পীতাবশিষ্ট দুগ্ধপান করিয়া থাকি, তাহাতে আমাদিগের স্বাস্থ্য-রক্ষা এবং শরীর পুষ্ট হয়। এই জন্যই প্রাচীনা সুরভিকে এখনও আমরা প্রত্যক্ষ দেবী বলিয়া বন্দনা করি। এই জন্যই পয়স্বিনীর প্রতি ভারতবর্ষবাসী হিন্দুগণের দেবোপমা ভক্তি।

প্রত্যেক গৃহস্থের সময়ের সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সময় অমূল্য সম্পত্তি, ইহা সকল পণ্ডিত লোক, সকল বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং সকল গ্রন্থ কর্ত্তাই উপদেশ করিয়াছেন। যে গৃহস্থ এক মুহূর্ত্ত কালও বৃথা নষ্ট না করে, সেই গৃহস্থই ধন্য। যে গৃহস্থ সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে না জানে বা না করে, অন্যান্য বিষয়ে তাহার সহস্র উদ্যম ও সহস্র চেষ্টা থাকিলেও, কস্মিন্ কালেও তাহার সংসারের সুপ্রতুল হইবে না। আর যে গৃহস্থ সময়কে বৃথা ব্যয় না করেন, সাহস পূর্ব্বক বলা যাইতে পারে, চঞ্চলা সৌভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহার সংসারে অচলা, চিরদিনের জন্য স্থিরভাবে আবদ্ধা। জগতে পদার্থ সকল একবার উৎপত্তি হইতেছে, আবার লয় প্রাপ্ত

হইতেছে, আবার উৎপত্তি হইতেছে। মূল্যবান সম্পত্তি যাহা হইতে তুমি আশু বঞ্চিত হইতেছ, হয়ত কালে আবার তাহা তুমি পাইতে পারিবে। কিন্তু তোমার জীবনের যে সময় একবার গত হইল, আর তাহা কখনও পাইতে পারিবে না। সুতরাং সময় থাকিতে থাকিতে তাহার সদ্ব্যবহার কর। যাহারা সময়ের অপব্যবহার করে, তাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার দুঃখ রাশি আপনি বহিয়া আনে, আপনি আপনার কষ্টের কারণ হয়। সময়ের অসদ্ব্যবহারী ব্যক্তি পরাৎপর পরমেশ্বরের নিকটও দায়ী। অতএব যদি গৃহস্থাশ্রমের সার সুখ সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা থাকে, যদি ভাগ্য-লক্ষ্মীকে চিরদিনের জন্য করতলস্থা করিয়া রাখার বাসনা থাকে, তবে একটুকু সময়ও বৃথা ক্ষেপণ করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য নহে।

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং অধ্যায় উপসংহার কালে আবারও একবার বলি যে, পরিমিতব্যয়ী হওয়া গৃহস্থের একান্ত উচিত। পরিমিতব্যয়ী না হইলে কখনই সংসারের উন্নতি সাধন করিতে পারা যায় না। অপরিমিতব্যয়ী দ্বারা গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কখনও রক্ষা পায় না। নিজের পরিণাম এবং উত্তরাধিকারী-গণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, আয়ের এক অংশ প্রতি মাসে এবং প্রতি বৎসরে সঞ্চয় করা প্রত্যেক গৃহস্থের কর্ত্তব্য। অপরিমিত-ব্যয়ী হওয়া যেমন নিতান্ত অন্যায়, তেমনই আবার এক কালে কৃপণ হওয়াও যারপর নাই অসুখের বিষয়। ব্যয়কুণ্ঠ কৃপণ এবং অপরিমিতব্যয়ী, এ উভয়েই আত্ম-বঞ্চক, নিজকে নিজে বঞ্চনা করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে যে গৃহস্থ পরিমিতব্যয়ী, তিনি সাংসারিক উন্নতি ও সুখ ভোগের দিকে অবিচ্ছেদে অগ্রসর হইতে থাকেন এবং বিমলানন্দের সহিত স্বচ্ছন্দে জীবন ক্ষেপণ করেন।

গৃহস্থ ব্যক্তি স্থবির পিতামাতাকে সাক্ষাৎ দেব দেবী জ্ঞানে সর্ব্বদা বন্দনা করিবে। পিতা মাতার সম্বন্ধে গৃহস্থের এইরূপ প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত যেন মৃত্যু সময়ে তিনি এই বলিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মণ্য বোধ করিতে পারেন যে, আমার জ্ঞানোদয় হওয়ার সময় হইতে পিতা মাতা জীবিত থাকা কাল পর্য্যন্ত আমি ভ্রমেও কখন তাঁহাদিগের প্রতি কোনরূপ পৌরষ বাক্য প্রয়োগ করি নাই, কিম্বা কোন প্রকারে কোন কার্য্যে তাঁহাদিগের বিরাগ ভাজন হই নাই। জন্মদাতা পিতামাতা অপেক্ষা জগতে আর বন্দনীয় সামগ্রী কিছুই নাই। সন্তান জন্মিলে তাহার লালন পালনাদি জন্য পিতামাতা যে সকল কষ্ট রাশি সহ্য করিয়া থাকেন, শত বৎসরেও সন্তান তাহার পরিশোধ করিতে সমর্থ হয় না। পিতামাতা সেই স্বর্গীয় পিতার প্রতিনিধিরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া সন্তান প্রতিপালন করেন। এমন ভক্তি ভাজন জনক জননীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য পূর্ব্বক বহন করা সন্তানের কর্ত্তব্য। সন্তানের উপর যথেচ্ছা ব্যবহার করিবার জন্য পিতা মাতার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। সন্তানের তাহাতে দ্বিরুক্তি করিবার ক্ষমতা নাই। যে গৃহস্থ প্রাণপণ করিয়া পিতামাতার আজ্ঞা প্রতিপালন করে, সে সৎপুত্র এবং সদ্‌গৃহস্থ। আর যে নারাধম অনন্ত নারকী পিতামাতাকে সর্ব্বদা কটু কাটব্য বলে, এমন কি কখন কখন পিতামাতাকে পরিত্যাগ করতঃ নিজে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করে, আমাদিগের এই প্রস্তাবিত গৃহস্থ-জীবনী তাহার উদ্দেশে লিখিত হইল না, বুঝিতে হইবে। তাহাকে উপদেশ করা, আর ভস্মে ঘৃত ঢালা, একই কথা। পিতামাতা জীবিত থাকা কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা এবং পরলোকগত হইলে যথাবিধি তাঁহাদিগের দেহের সৎকার এবং তাঁহাদিগের উদ্দেশে সংস্কৃত ক্রিয়া কলাপ করিয়া পুত্র

শব্দের ও নামের সার্থকতা সম্পাদন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্ম্মিণীর জনক জননীকেও স্বীয় জনক জননীর ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা এবং সেবা শুশ্রূষা করা কর্ত্তব্য। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃ সহোদর এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও পিতৃ সহোদরা প্রভৃতি গুরু জনের প্রতি একান্ত ভক্তিমান হওয়া, গৃহস্থের নিতান্ত আবশ্যক। গুরুজনকে এইরূপে ভক্তি শ্রদ্ধা এবং সম্মাননা করিবে, আবার কনিষ্ঠ সহোদর, পুত্র এবং ভ্রাতষ্পুত্র প্রভৃতি কনিষ্ঠ গণকে সর্ব্বদা হৃদয়ের সহিত স্নেহ করিবে এবং তাহাদিগের প্রতি বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করিবে; অথচ সেই স্নেহ এবং বাৎসল্য এরূপ ভাবে ব্যবহৃত হওয়া আবশ্যক যেন কনিষ্ঠ গণের আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তির স্রোত, গৃহস্থের দিকে নিয়ত প্রবাহিত হইতে থাকে। গৃহস্থ ব্যক্তি গুণবতী ও সাধ্বী স্ত্রীর একান্ত অনুগত থাকিবে। সাংসারিক কার্য্যে তাহার সহায়তা ও পরামর্শ গ্রহণ করিবে। পাড়াপ্রতিবাসীগণের দুঃখে দুঃখী এবং তাহাদিগের সুখে আপনাকে সুখী জ্ঞান করিবে। গৃহস্থ ব্যক্তি অন্যের ঐশ্বর্য্যে আহ্লাদিত হইবে ভিন্ন কখনও তাহাতে হিংসা-পরবশ হইবে না। জগদীশ্বর আমাদিগকে যে সকল ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, আমরা তাহার সদ্ব্যবহার করিব ভিন্ন কখনই তাহার অপব্যবহার করিয়া নিজের অনিষ্ট নিজে সংঘটন করিব না ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কামেন্দ্রিয়ের ব্যবহার অর্থোপার্জ্জন আর সহধর্ম্মিণীর সহিত সহবাস ও সন্তানোৎপাদন। আমরা যদি সহধর্ম্মিণীর সহিত সহবাস উপেক্ষা করিয়া অন্য স্ত্রীতে উপগত হই, তাহা হইলে উক্ত ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহার করা হয়। গৃহস্থ ব্যক্তি পরস্ত্রী সংসর্গ করা দুরস্তাং, ভ্রান্তিক্রমে কখনও ঐরূপ অন্যায় চিন্তা করিতেও মনকে অবসর দিবেন না। 'মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্টবৎ', আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি

স পণ্ডিতঃ’। চাণক্যের এই মহামূল্য শ্লোকের মর্ম্ম যিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তিনিই জানেন, কাম প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কিরূপে সদ্ব্যবহার করিতে হয়। অকারণ যে শত্রু, তাহাকে নির্ষাতন করণাভিপ্রায়ে ক্রোধেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি। শত্রু অন্যায়-রূপে আক্রমণ করিলে, ক্রোধের উদ্রেক হয় এবং তন্নিবন্ধন শত্রুহস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করার নিমিত্ত ক্রোধের সহিত আমরা অন্যান্য উপায় অবলম্বন করি। কিন্তু তাহা না করিয়া যদ্যপি আমরা বিনা কারণে ক্রোধের বশীভুত হই এবং ক্রোধের বশীভুত হইয়া কাহাকেও পীড়ন করি, তাহাহইলে সুতরাং আমরা ক্রোধেন্দ্রিয়ের অপব্যবহার করি। প্রার্থনীয় সামগ্রীর প্রাপ্তি দ্বারা আশা পূরণ, আর নিজের এবং অনুগত ও আত্মীয় গণের অভাব মোচন দ্বারা সংসারের গৌরব বৃদ্ধি করার নিমিত্তই বিধাতা আমাদিগকে লোভ-ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন। লোভ-ইন্দ্রিয়ের সদ্ব্যবহার অতি রমণীয় এবং একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, সংসারে ইহার পুনঃ পুনঃ অপব্যবহাভিনয়ে উহা এমনই নিকৃষ্টরূপে পরিণত হইয়াছে যে, লোভ, এই শব্দ আকর্ণন করিলে প্রায় সকলের অন্তঃকরণেই ঘৃণার উদয় হয়। অথচ কি আশ্চর্য্য! প্রায় সমস্ত জগৎই এই লোভের বশীভুত। সে যাহাই হউক, স্থূল কথা এই যে, লোভ ইন্দ্রিয়ের সদ্ব্যবহার আমাদিগের প্রকৃত হিতকারী। অপরের সংসারের উন্নতি ও বিত্ত সম্পত্ত্যাদি দেখিয়া, অন্যের সামাজিক গৌরব বৃদ্ধি দেখিয়া, সেইরূপ উন্নতি, সেইরূপ বিত্ত সম্পদ ও সেইরূপ গৌরবকে প্রাপ্ত হইবার যে ইচ্ছা, তাহাই লোভ। সুতরাং লোভেন্দ্রিয় না থাকিলে আমরা আত্মোন্নতি সাধন করিতে পারিতাম না। যাহাতে আমাদিগের সকলের সর্ব্ব বিষয়গত উন্নতি হয়, তাহার সাধন মানসে আমরা লোভ করিলে লোভের

সদ্ব্যবহার করা হয়। তাহা না করিয়া যদ্যপি আমরা পরস্ত্রীতে, পরদ্রব্যতে এবং পরের সুখ ভোগে লোভ করি, তাহা হইলে সুতরাং আমরা লোভের অপব্যবহার করিয়া আপনা আপনিই নষ্টকে প্রাপ্ত হই। আমাদিগের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী এবং গৃহিণী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের, পাড়া প্রতিবাসীর, এবং দেশী বিদেশীর মমতায় এবং রূপ গুণ সৌন্দর্য্যে আমরা মোহিত হইব, আবার নিজের গুণে, অন্যকে মমতায় আবদ্ধ করিয়া মোহিত করিব, ঈশ্বর এই অভিপ্রায়ে আমাদিগকে মোহ-ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু ভয়ের কারণ নাই আমরা যদি ভয়ে বিমোহিত হই, যাহার কোন গুণই নাই আমরা যদি তাহার প্রচুর গুণ আছে বলিয়া মোহিত হই, তাহা হইলে সুতরাং আমরা মোহ ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহার করি। তাহা হইলে বরঞ্চ তন্নিবন্ধন আমাদিগের নানারূপ অনিষ্ট হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা। মদ-ইন্দ্রিয়ের দুইটী বিভাগ, একটী অহঙ্কার, অপরটী অভিমান। অহঙ্কার এবং অভিমানের নাম শুনিলে মনুষ্য হৃদয়ে সহসা আতঙ্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু অহঙ্কার সাধুগণের নিকট নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় এবং সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য হইলেও, অভিমানকে আমরা নিন্দা করিতে পারি না। কেবল আমিই মহাত্মা, আমিই ধনবান, আমার সদৃশ এই পৃথিবীতে আর কে আছে, চিত্ত মধ্যে এইরূপ যে জ্ঞান জন্মে তাহাই অহঙ্কার। এইরূপ জ্ঞান দুর্জ্ঞান সুতরাং নিন্দনীয়। কিন্তু যথার্থ অভিমান একান্ত প্রার্থনীয়। উহা না থাকিলে মনুষ্যের মহত্ত্ব রক্ষা পায় না। বিপদ যখন শতমুখে আক্রমণ করে, বিপন্ন ব্যক্তির অন্তঃকরণে তখন অভিমানের ক্রিয়া টুকু তাহাকে অনেকাংশে রক্ষাকরে, অন্যথা তাহার হৃদয় শতধা বিভক্ত হইয়া নিশ্চল এবং নিশ্চেষ্ট হইয়া যাইতে পারে। যাহার অন্তঃকরণে যথার্থ অভিমান বিরাজ করে, নীচ জনোচিত

কার্য্য তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না। অভিমানই মনুষ্যের অন্তঃকরণকে দুর্ব্বলতার দিকে যাইতে দেয় না, বরং কাপুরুষতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য পুরুষোচিত ক্ষমতা দেয়। অভিমান না থাকিলে ধনীর ধন দেখিয়া দরিদ্রে যন্ত্রণা বোধ সম্বরণ করিতে পারিত না। ছল প্রবঞ্চনা দ্বারা আপনাকে মুক্ত করিতে পারিলেও কদাচ তাহা না করিয়া, অভিমানী অধমর্ণ উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিতে চাহিত না। সুতরাং যথার্থ অভিমান অতীব বাঞ্ছনীয় তাহার কোনই সন্দেহ নাই। তবে যে অভিমান পরের ঐশ্বর্য্য দেখিতে পারে না, পরের সহিত কথা কহিতে চাহে না, বরঞ্চ পরের পীড়ন করে ও মর্ম্মস্থানে ব্যথা দেয়, সেই অভিমানই অপব্যবহৃত, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। গৃহস্থ ব্যক্তি এইরূপ অমানুষোচিত অভিমানে অভিমানী হইয়া কখনই জগতে সাক্ষাৎ কলঙ্ক স্বরূপ হইবেন না, আমরা সহস্র বার তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ করিব। মাৎসর্য্য, * অর্থাৎ অন্যের ঐশ্বর্য্য বা উন্নতিতে দ্বেষ কি হিংসার ভাব। যদিচ এই মাৎসর্য্য নিতান্তই অনর্থকারী বলিয়া আপাততঃ অনুমিত হয় বটে, কিন্তু বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইতে পারে যে, যে মাৎসর্য্য কোনরূপ মারাত্মক অনিষ্টের ভাব পোষণ না করে, মানব হৃদয়ে সেরূপ মাৎসর্য্যের অবস্থান

---

* নিন্দন্তি মাং সদা লোকা ধিগস্তু মম জীবনং।
ইত্যাত্মনি ভবেদ্যস্তু ধিক্কারঃ স চ মৎসরঃ॥

পদ্ম পুরাণ।

অর্থাৎ লোকে সর্ব্বদাই আমার নিন্দা করে আমার জীবনে ধিক, অন্তঃকরণে যে এই প্রকার ধিক্কার উপস্থিত হয়, তাহাকেই মৎসর বলে।

পদ্মপুরাণ কর্ত্তা মৎসর শব্দের এইরূপ যে অর্থ করিয়াছেন, আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ভালই হউক কি মন্দই হউক, মৎসর অর্থে ঐরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে না।

প্রার্থনীয় বটে। অন্যের বিদ্যোন্নতি কিম্বা সাংসারিক অন্য কোন রূপ উন্নতি দেখিয়া যদি কাহারও মনে দ্বেষ জন্মে আর সেই দ্বেষের সহিত তাহার মনে এরূপ ভাবের উদয় হয় যে আমি কেন ঐরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারিব না? দেখিব, আমি কৃতকার্য্য হইতে পারি কি না; জগদীশ্বর উহাকে উন্নতিশালী করিয়াছেন, তবে আমি কেন অবনত? আমিও উহার ন্যায় উন্নত হইবার আশায় বারম্বার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব, আমরা বলি, এরূপ মাৎসর্য্যভাব দূষণীয় নহে। কিন্তু যেখানে এই রূপ ভাব বিকারগ্রস্ত, অর্থাৎ অন্যের উন্নতি, অন্যের সুখ, যে মৎসর ব্যক্তির হৃদয়ে বিষ বর্ষণ করে, অন্যের উন্নতিকে অনুকরণ করিয়া নিজকে নিজে উন্নত হইবার চেষ্টা নাই, যত্ন নাই, কেবলই দ্বেষ, কেবলই হিংসা, সেই খানেই মাৎসর্য্যের অপব্যবহার। আমরা যদ্যপি উল্লিখিত রূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সদ্ব্যবহার করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকি, তাহা হইলে সুখ এবং শান্তি নিশ্চয় আমাদের গৃহে বিরাজিত থাকিবে। অন্যথা অসুখের পারাবার নাই। শত্রু যেমন স্বলক্ষ্যকে স্বীয় কবলস্থ করিবার নিমিত্ত নানা উপায় উদ্ভাবন করে, ইন্দ্রিয় গণও মনুষ্য হৃদয়কে সেই রূপ নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া থাকে। এই জন্য লোকে ইন্দ্রিয়ের আর এক নাম রিপু সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করে। তুমি ইন্দ্রিয় গণের যথার্থ সদ্ব্যবহার কর, কখনই রিপু কবলস্থ হইতে হইবে না। এক মাত্র সৎ ও অসৎ ব্যবহার দ্বারা একই ইন্দ্রিয় দুই শ্রেণীস্থ, উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট। যে ব্যক্তি ক্রোধাদি নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের অধীন, তাহার পুরুষত্ব কিছুই নাই, সে যেন আপন বল বিক্রমের কিছু মাত্র গর্ব্ব না করে। গৃহস্থ ব্যক্তি অতিশয় সুখ সম্পন্ন হইলেও

আপনাকে আপনি সর্ব্বদা দীন ভাবে দেখিবেন। ধর্ম্মের আবরণে সর্ব্বদা আপনাকে আবরিত রাখিবেন। নানা গুণে গুণবান অথচ বিনয়ী হইবেন, যেহেতু বিনয় সদ্‌গুণের শোভা সম্পাদন করে। অতিশয় উদার চরিত্র হইবেন কেননা 'উদার চরিতানন্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্' উদারচরিত্র ব্যক্তির শত্রু নাই, বরং পৃথিবী শুদ্ধ সমস্ত লোকই তাহার মিত্র। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় শাস্ত্রে বিদ্যা লাভ করতঃ তজ্জনিত উপার্জ্জন দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। শয়ন, ভোজন, উপবেশন প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যে গৃহস্থ ব্যক্তি পরাৎপর পরমেশ্বরকে স্মরণ করিবেন। প্রতি দিন প্রতি রাত্রি, নিয়মিত রূপে তাঁহার উপাসনা করিবেন। বিদ্বান, জিতেন্দ্রিয় এবং ধার্ম্মিক গৃহস্থ ইহকাল পরকাল উভয় কালেই স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগের সম্পূর্ণ অধিকারী।

গৃহিণী।

কন্যাকে যত্ন পূর্ব্বক লালন পালন করতঃ তাহাকে বিদ্যাবতী ও গুণবতী করা পিতা মাতার কর্ত্তব্য। বিদ্যাবতী ও গুণবতী কন্যা, বিদ্বান ও গুণবান পাত্রের হস্তে সমর্পিতা হইলে পর, পিতা মাতা আপনাদিগকে কন্যা সম্বন্ধে গুরুতর দায়িত্ব-ভার-বিমুক্ত বিবেচনা করিবেন। যে কন্যা জন্মিয়া প্রথমতঃ পিতা মাতার প্রযত্নে প্রতিপালিত হইয়া শেষে আশানুরূপ জীবন সহচরকে বিবাহ করিয়াছেন, বয়োবৃদ্ধি সহকারে কন্যকা প্রভৃতি অবস্থা অতিক্রম করতঃ সেই কন্যা এক্ষণে যুবতী এবং গৃহস্থের গৃহিণী। গৃহলক্ষ্মী স্বরূপা হইয়া গৃহস্থ স্বামীর সংসারের যাবতীয় কার্য্য কলাপ সুসম্পন্ন করা এবং আপনাকে স্ত্রীজনোচিত সর্ব্বগুণে বিভূষিতা রাখা, গৃহিণীর সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। স্ত্রীজনোচিত গুণ সমূহ মধ্যে প্রথমই সতীত্ব। স্ত্রীলোকের পক্ষে সতীত্ব অপেক্ষা আরও কোন গুরুতর প্রার্থনীয় সামগ্রী আছে কি না আমরা তাহা জানিনা। সতী-স্ত্রী পরমপবিত্রা এবং জগৎ শুদ্ধ সমস্ত লোকের বন্দনীয়া। সতীত্ব অমূল্য সম্পত্তি তাহার মাহাত্ম্যের তুলনা নাই। সেই সতীত্ব কি পদার্থ, তাহার লক্ষণ কি এবং কিরূপ আচার ব্যবহার দ্বারা তাহা রক্ষা পায়, আমাদিগের গৃহিণীর সর্ব্বাগ্রে তাহাই জানা আবশ্যক। যে স্ত্রী স্বীয় পতি ব্যতীত অন্য পুরুষে কখনও উপগতা না হয় কিম্বা মুহূর্ত্ত মাত্র স্বপ্নেও স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের অভিলাষিণী না হয়, সেই সতী। স্ত্রী শব্দের অর্থেও তাহাকেই বুঝায় মাত্র।

"সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা প্রজাপতী।
মনোবাক্ কর্ম্মভিঃ শুদ্ধা পতি দেশানুবর্ত্তিনী॥"

অর্থাৎ সেই ভার্য্যা যিনি পতিপ্রাণা, সেই ভার্য্যা যিনি সন্তান বতী এবং সেই ভার্য্যা যাঁহার মন এবং বাক্য ও কর্ম্ম শুদ্ধ আর যিনি পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী।

"পতি প্রিয় হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তি মবাপ্নোতি প্রেত্য চানুপমং সুখম্॥"

অর্থাৎ যে ভার্য্যা পতির প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, এবং সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া হয়েন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনুপম সুখ প্রাপ্ত হয়েন।

"হৃষ্টে ভবতি সা হৃষ্টা, দুঃখিতে মাহার্য্য দুঃখিতা।
প্রোষিতে দীন বদনা, ক্রোধে চ প্রিয়বাদিনী॥"

অর্থাৎ সেই প্রকৃত পতিব্রতা ভার্য্যা, যে পতির সন্তোষে সন্তুষ্টা, পতির দুঃখে দুঃখিতা, ও পতি বিদেশে থাকিলে মলিন বদনা এবং পতি ক্রোধিত হইলে তাহাকে প্রিয় বাক্যে সন্তুষ্ট রাখেন।

"ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহকার্য্যেষু দক্ষয়া॥"

অর্থাৎ তিনি ছায়ার ন্যায় পতির অনুগতা, নির্ম্মলা, এবং সখীর ন্যায় হিত কর্ম্ম সাধিকা হইবেন, আর সর্ব্বদা হৃষ্টতার সহিত গৃহ কার্য্যে সুদক্ষা হইবেন। অতএব এক মাত্র পতিগত-প্রাণা যে স্ত্রী সেই সতী। কিন্তু সতীত্বের লক্ষণ সমূহের মধ্যে উহাই মাত্র প্রচুর নহে। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সতীত্বের লক্ষণ সমূহের মধ্যে উহাই শীর্ষস্থানীয়। এমন স্ত্রী

অনেক আছেন, যাঁহারা পর পুরুষের সংসর্গ করা দূরে থাকুক, স্বপ্নেও কখন চিন্তা করেন না, অথচ স্বামীর প্রতি নিষ্ঠুর ও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করেন। তাদৃশী স্ত্রীলোকেরা সতী হইয়াও প্রকৃষ্টা সতী নহেন। অতএব যথার্থ সতী স্ত্রীর সাধারণতঃ এই কয়েকটি লক্ষণ, যথা :—স্বভাবিক অবস্থার কথা দূরে থাকুক, স্বপ্নেও কখন স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের অভিলাষিণী হইবেন না। বিবাহ সময়ে ধ্রুব নক্ষত্রকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক যে 'ওঁ * ধ্রুমমসি ধ্রুবস্মি, পতিকুলে ভূয়াসম্' মন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন, আজীবন সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবেন। কখন কাহারও সহিত বিবাদ করিবেন না এবং অনর্থ বহুবাক্য ব্যয় করিবেন না। স্বামীকে সর্ব্বদা ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিবেন এবং প্রণয়ের একমাত্র পাত্র জ্ঞানে সদা সর্ব্বক্ষণের জন্য ভাল বাসিবেন। স্বামীর ধর্ম্মে আপনাকে সহধর্ম্মিণী জানিয়া, স্বামীগত-প্রাণা হইয়া, স্থিরচিত্তে তদীয় ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিবেন এবং সেই উপদেশানুসারে কার্য্য করিবেন। স্বামীকৃত অপরাধের কোন কার্য্য দেখিলে, অথবা স্বামীর অন্য কোন প্রকার দোষ দেখিলে, তাঁহার প্রতি কটুবাক্য বর্ষণ না করিয়া, যাহাতে ঐরূপ কার্য্য তিনি কখন আর করিতে না পারেন, বা না করেন, সাধ্যানুসারে তাহাই করিবেন। প্রণয়ের সহিত তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিবেন। শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনকে স্বামীর অপেক্ষাও ভক্তি শ্রদ্ধা করিবেন, কেননা তাঁহারা স্বামীরও গুরুজন। তাঁহাদিগের আদেশ ও উপদেশ শিরোধার্য্য পূর্ব্বক, সর্ব্বদা কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদিগের মনোরঞ্জন করিবেন। তাঁহাদিগের আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া কেবল মাত্র স্বামীর সহিত ভোগ সুখে রত থাকিলে, গৃহি-

---

* হে ধ্রুব নক্ষত্র! তুমি যেমন অচল, আমিও যেন তেমনই পতিকুলে অচলা হই।

ণীর ইহকাল পরকাল উভয় কালই বৃথা যাইবে। ঈশ্বর তাঁহার প্রতি কদাচ প্রসন্ন হইবেন না। নিজের সুখ ভোগের জন্য স্বামীকে কখনও গঞ্জনা দিবেন না, বরঞ্চ তন্নিবন্ধন তাঁহার সময় ও অর্থ যত কম ব্যয় হয়, সাধ্যানুসারে তাহাই করিবেন। একাকিনী নির্জ্জনে, স্বামীভিন্ন অন্য কোন পুরুষের সহিত হাস্য পরিহাস, এক শয্যায় শয়ন কি উপবেশন, বা অন্য পুরুষের সহিত একত্র স্নান ভোজন করিবেন না। অন্য পুরুষকে আপনার অঙ্গও স্পর্শ করিতে দিবেন না। কদাচ সতীত্বের গর্ব্ব করিবেন না। আমি বড় সতী, এরূপ অহঙ্কারের ভাব মনে কখন উদয় হইতে দিবেন না; বরঞ্চ সর্ব্বতোভাবে সতীত্ব রক্ষা করা নিবন্ধন নিজের মনে কদাচিৎ যদি ঐরূপ অহঙ্কারের ভাব উদয় হয়, তাহা হইলে সীতা, সাবিত্রী এবং দময়ন্তী প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাতা সতী দিগের চরিতাবলি স্মরণ করিবেন এবং তাহাদিগের ন্যায় সতী হইবার এখনও আমার অনেক বাকী আছে, এই রূপ ভাবিবেন। পিতা মাতা, শ্বশুর শাশুড়ী, ভাশুর, দেবর, ভ্রাতা, ভগ্নী স্বামী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের সহিত সম্বন্ধ নিয়মানুসারে শ্রদ্ধা, বাৎসল্য, ও প্রণয় ব্যবহার করিবেন। তদ্ভিন্ন জগতের অপরাপর সমুদয় স্ত্রীলোক পুরুষকে আপনার সন্তানের ন্যায় দেখিবেন। কুলটা অসতী স্ত্রীলোক দিগের সংসর্গ কদাচ করিবেন না। সর্ব্বদা তাহাদিগের হইতে দূরে থাকিবেন। কিন্তু সাধ্যের আয়ত্ত হইলে, পতিতা কি পতিত প্রায়া স্ত্রী-লোকের উদ্ধার সাধনে প্রাণপণে যত্ন করিবেন। সর্ব্বদা তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিবেন, কেননা অনুর্ব্বরা ভুমিতেও পুনঃ পুনঃ সার দিলে শেষে সুফলের উৎপত্তি হয়। কটুবাক্য কদাচ মুখে আনিবেন না। অশ্লীল কথোপকথন ত্যাগ করিবেন। পার্থিব অলঙ্কারের জন্য কখনও ব্যস্ত হইবেন না। দেহের

প্রধান ভুষণ সতীত্ব ও সরলতা দ্বারা আপনাকে সর্ব্বদা বিভু-ষিতা রাখিবেন।

গৃহিণীর প্রথম শিক্ষাই এই সতীত্ব। পুরুষ যত দিন অবিবাহিত থাকেন তত দিন তিনি অসম্পূর্ণ, আর নারী যত দিন অবিবাহিতা থাকেন. তত দিন তিনি অসম্পূর্ণা। পরে বিবাহ বন্ধন দ্বারা স্ত্রী পুরুষ উভয়ে এক হইয়া যান। এই বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা ও অপত্যোৎপাদন মাত্র নহে। উহা বিবাহ-উদ্দেশ্যের অতি সামান্য ভাগ। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিবাহের অতি উচ্চতম এবং প্রশস্ততম সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিত উদ্দেশ্য আছে। বিশাল হইতে বিশালতমে পরিণতি, জগতের এই সাধারণ নিয়মের সহিত মানবের ক্রমোন্নতি। হিন্দু শাস্ত্র মানব জীবন চারি আশ্রমে বিভাগ করিয়া সেই নিয়মের সুন্দর পদ্ধতি এবং পর্য্যায়-ক্রম বিধান করিয়াছেন। প্রথমাশ্রমে আপনার শারীরিক ও মানসিক উন্নতি; দ্বিতীয়াশ্রমে পারিবারিক ও সাংসারিক উন্নতি; তৃতীয়াশ্রমে সামাজিক উন্নতি এবং সর্ব্বশেষে চতুর্থাশ্রমে এক কালে চরম অর্থাৎ ঐশ্বরিক উন্নতি। প্রথমাশ্রমে বিশালতার উন্মুখ-ভাব। দ্বিতীয়াশ্রমে বিশালতরের ভাব হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থাশ্রমে বিশালতম বা উচ্চতম ভাবে পরিণতি, ইহাই বিবাহ জনিত আধ্যাত্মিক যোগের শেষ উন্নতি অথচ মহা সমাধি অর্থাৎ মুক্তি। সুতরাং এই ঘোরতর আধ্যাত্মিক যোগী মুক্ত্যাকাঙ্ক্ষী মানব জীবনের মূল অংশই এই দ্বিতীয়াশ্রম। আবার এই দ্বিতীয়াশ্রমের অর্থাৎ গৃহীর পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনের মূল গ্রন্থিই গৃহিণী। এক্ষণে দেখা আবশ্যক কোন্ মহোপকরণ দ্বারা এই গৃহিণী সেই ঘোরতর আধ্যাত্মিক যোগ সাধন করতঃ মুক্তিলাভ

করিতে পারেন। এই উপকরণ সমূহ মধ্যে সতীত্বই শীর্ষস্থানীয়। সতীত্ব সকল ধর্ম্মের মূল ধর্ম্ম। সতী সহধর্ম্মিণীই গৃহস্থের প্রকৃতা গৃহিণী অথবা সতীই গৃহিণী। সতী স্ত্রী আপন পর সকলেরই হিত কারিণী। যে গৃহে সতী গৃহিণীর বাস, সেই গৃহাশ্রমই ধন্য, উহাই স্বর্গ। ঐ পবিত্র গৃহাশ্রমে কোন রূপ পাপের অঙ্কুরও প্রবেশ করিতে পারে না। বলা বাহুল্য যে অন্যান্য দেশাপেক্ষা আমাদিগের দেশে, বিশেষতঃ সনাতন হিন্দু ধর্ম্মা বলম্বী গণের মধ্যে সতীত্বের বিলক্ষণ শাসন * আছে। সুতরাং

---

*এই শাসন হইতেই হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচর্য্য। আর্য্য শাস্ত্র কারেরা ধর্ম্ম সাগর মন্থন করিয়া যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াগিয়াছেন, যে মানব তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়, সেই মাত্র বুঝিতে পারে, সতীত্ব স্ত্রীলোকের পক্ষে কি অনুপম বিশ্ব পূজ্য সম্পত্তি। হিন্দুর বিবাহ আধ্যাত্মিক যোগ। যদিও ইদানীন্তন কালে অশাস্ত্রীয় কৌলিন্য, বাল্য বিবাহ এবং ক্রয়বিক্রয় বিবাহ প্রভৃতি কতক গুলি পাপ পিশাচ এই আধ্যাত্মিক যোগের অনুষ্ঠানক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া পবিত্র বিবাহ বন্ধন অপবিত্র করিয়া তুলিতেছে এবং সেই সূত্রে বদ্ধ হইয়া অনেক অবলা ব্যভিচারাদি পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া জীবন বৃথা নষ্ট করিতেছে, তথাপি বলি, পূজনীয় আর্য্য গণের শাস্ত্রোক্ত বিবাহ আধ্যাত্মিক যোগ। হিন্দুর বিবাহ স্ত্রী এবং স্বামী এতদুভয়ের হৃদয়ে হৃদয়ে এবং আত্মায় আত্মায় মিল। এই মিলনের আর কস্মিন্ কালেও ধ্বংস নাই। পার্থিব দেহের ধ্বংস হইলেও আত্মার কখন ধ্বংস নাই। স্বামী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলে তদীয় স্ত্রীকে বিধবা সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করা যায়, ইহা অভিধানের পর্য্যায়ভুক্ত শব্দার্থ মাত্র, বাস্তবিক সতী স্ত্রী কখনও বিধবা হন না। স্বামী ইহলোকেই থাকুন আর পরলোক গতই হউন, তিনি স্বামীর এবং স্বামী তাঁহার। স্ত্রীকে ইহলোকে বর্ত্তমানা রাখিয়া স্বামী পরলোক গত হইলে দুই দিন দশ দিন কিম্বা তদতিরিক্ত সময়ের জন্য ক্ষণিক বিচ্ছেদ মাত্র। যে নারী এই মহোপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন তিনিই সতী। স্বামী পরলোক গত হইলেও বৈধব্য যন্ত্রণা তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় না।

হিন্দু শাস্ত্রে বিধবার পুনর্ব্বিবাহ বিধিবদ্ধ থাকিলেও তাহা অপারিক

ঐশ্বর্য্যে, অশন ভূষণাদিতে, অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকারের জাঁক জমকে অন্যান্য দেশবাসীগণ একশেষ অধিকারী হইলেও, উল্লিখিত শাসনাধীনা পবিত্র-হৃদয়া হিন্দু-ললনা-বিরাজিত গৃহের স্বামী, গৃহস্থাশ্রমের পবিত্র সুখে তাহাদিগের অপেক্ষা যে কত সুখী, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। 'আমার অভাব হওয়া মাত্রই আমার স্ত্রী অন্যের স্ত্রী হইবে,' ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী এবং ভিন্ন দেশবাসী পাঁচ সন্তানের পিতাকেও জীবিত থাকা কালেই এইরূপ ভাবনা দ্বারা মর্ম্মস্থানে ব্যথা প্রাপ্ত হইতে হয়, কিন্তু কোনও হিন্দু গৃহস্থের অন্তঃকরণে সহসা সেরূপ চিন্তা উদয় হয় না, হইতে পারেনা, কেননা হিন্দু রমণী গণের গৌরব সতীত্ব, হিন্দু রমণীগণ সে গৌরবে গৌরবান্বিতা। অতএব সতীত্বের এই সকল গুণের পক্ষপাতিনী হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাহা রক্ষা করা আমাদিগের গৃহিণীর কর্ত্তব্য। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, সতীত্ব রক্ষা করিয়া চলা অতিশয় কঠিন কার্য্য। কিন্তু এসংসারে তাহা নিষ্কলঙ্ক ও নিয়মিত রূপে রক্ষা করিয়া অনেক সতী চলিতে

পক্ষে এবং নিতান্ত নিকৃষ্ট প্রণালীর বিবাহ। যে মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া হিন্দু শাস্ত্র বিধবার ব্রহ্মচর্য্য বিধিবদ্ধ করিয়াছে, আর কোন জাতির কোন শাস্ত্র তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। ব্রহ্মচারিণী হিন্দু বিধবার মূর্ত্তি কেমন ক্ষেমঙ্করী! উহার প্রত্যেক লোমকূপে মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা বিরাজ মরী; সে মূর্ত্তিতে যেন কিছুই নাই অথচ সকলই আছে। ইহকালের জন্য একান্ত নিস্কাম অথচ পরকাল যেন মূর্ত্তি খানি গড়িয়া তুলিতেছে। সুতরাং সে মূর্ত্তিতে যেন কিছুই নাই অথচ সকলই আছে। উহাতে আনন্দ নাই অথচ উহা আনন্দময়ী; শান্তি নাই অথচ শান্তিময়ী; লালিত্য নাই অথচ লালিত্যময়ী; বিলাস নাই অথচ বিলাসময়ী; কোমলতা নাই অথচ কোমলতাময়ী মাধুর্য্য নাই অথচ বিশ্ব-বিমুগ্ধকারী মাধুর্য্যময়ী; আশানাই অথচ সম্পূর্ণ আশাময়ী; সৌন্দর্য্য নাই অথচ পূর্ণ সুন্দরী পবিত্রমূর্ত্তি! সাবিত্রী উপাখ্যানের বিবরণও এই সতীর ব্রহ্মচর্য্য। বাস্তবিক সতীর পরাক্রমের হস্তে স্বয়ং কৃতান্তও পরাজিত।

পারিয়াছিলেন এবং এখনও পারিতেছেন। অন্যান্য দেশবাসী অন্যান্য জাতির স্ত্রীলোক গণের মধ্যে উল্লিখিত শাসন নাই, সুতরাং তাঁহারা যথার্থ গৃহিণী শব্দেরও অধিষ্ঠাত্রী হইতে পারেন না। কিন্তু কি ভারতবর্ষ বাসিনী কি অন্য দেশ বাসিনী ললনাগণ, সকলেরই গৃহিণী ধর্ম্মাক্রান্তা হইয়া সংসারে সতীত্ব রক্ষা করিয়া চলা উচিত, তাহা হইলে সংসার কি সুখের হয়!

লেখা পড়া এবং তজ্জনিত জ্ঞানোপার্জ্জন গৃহিণীর দ্বিতীয় বিষয়। বিদ্যাবতী এবং জ্ঞানবতী স্ত্রী না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে গৃহিণী বাচ্যা হওয়া যাইতে পারেনা! বালিকা অবস্থায় পিতা মাতার প্রযত্নে যে পর্য্যন্ত শিক্ষা লাভ হইয়াছিল, আমাদিগের গৃহিণী এক্ষণে যুবতী অবস্থায়, স্বামীর সাহায্যে এবং স্বকীয় প্রযত্নে সেই লিখন পঠনের উন্নতি সাধন করিবেন। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, আমাদিগের দেশে অতি প্রাচীন কালে স্ত্রীলোকগণ অধিকাংশই লেখা পড়া জানিতেন না, অথচ তাঁহারা বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানবতী ছিলেন। নিরক্ষরা অথচ জ্ঞানবতী প্রাচীনা স্ত্রীলোক দিগের রচিত কত কত শ্রুতিকবিতা এক্ষণ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। যথা 'নিজের মন্দ শিয়রে থুয়ে, পরের মন্দ কর গিয়ে'। 'রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট, গিন্নির পাপে গৃহস্থ নষ্ট' ইত্যাদি। এই সকল কহিতা কেমন সহজ কথা, অথচ কতদূর বহুদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা হইতে যে উহার উৎপত্তি হইয়াছে, একটুকু মনযোগ করিয়া চিন্তা করিলে বুঝা যাইতে পারে। আক্ষেপের বিষয় এই যে এক্ষণ আর সে কাল নাই, সে স্ত্রীলোকও নাই। মুখে মুখে শুনিয়া এবং স্মরণ রাখিয়া যে সকল গভীর ভাব ব্যঞ্জক শ্রুতি স্মৃতির উৎপত্তি হইয়াছিল, এক্ষণ অগাধ বিদ্যা বিশারদ ব্যক্তি গণের দ্বারাও আর সেই শ্রুতি স্মৃতির উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং আমাদিগের গৃহিণীকে উত্তম

রূপে লিখন পঠন ও জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত উপদেশ দেই। লেখাপড়া শিক্ষা না করিলে গৃহিণীর যে সকল কার্য্য নিতান্ত কর্ত্তব্য, তাহা তিনি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। গৃহস্থাশ্রমের অনেক বিষয়ে অনেক খরচ পত্র গৃহিণীর হাতে হইয়া থাকে। গৃহস্থ ব্যক্তি বৈষয়িক অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা নিবন্ধন অনবসর হেতু, ধোপা নাপিত এবং অন্যান্য ভৃত্যগণের বেতন ও প্রত্যাহিক বাজার খরচাদি প্রায় সমস্তই গৃহিণীর উপর নির্ভর করে। যে গৃহস্থের গৃহে ঐ সকল বিষয়ে খরচ পত্রের হিসাব উপেক্ষিত হয়, সে গৃহে অনেক সময় অনেক অর্থ অপব্যয় হইয়া থাকে, সুতরাং ক্ষতির কারণ হয়। অতএব গৃহিণীর লিখন পঠন শিক্ষাকরা নিতান্ত আবশ্যক। আর বিদ্যাবতী গৃহিণীর সন্তান গণও বিদ্বান হয় বা হইবার অধিক সম্ভাবনা। শিশু সন্তানের মাতার যেরূপ বাধ্য, পিতার ততদূর বাধ্য নয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। বিদ্যাবতী ও জ্ঞানবতী মাতা আপন সন্তান দিগকে প্রীতিপ্রদ গল্পাচ্ছলে, এমন কি, তাহাদের বাল্যক্রীড়া উপলক্ষেও, নানা প্রকার সদুপদেশপূর্ণ বিষয় পরস্পরা শিক্ষা দিতে পারেন। উহাতে এই সুফল উৎপন্ন হয় যে ক্রমে সন্তানদিগের বুদ্ধি বিমার্জ্জিত হইয়া উন্নত জ্ঞান শিক্ষার দিকে মানসিক প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইতে থাকে। শিশুকালে বিদ্যাবতী মাতা যাহার শিক্ষয়িত্রী, বয়োবৃদ্ধি সহকারে সেই সন্তান দশ বৎসরের মধ্যেই কুড়ি বৎসরের শিক্ষার ফল লাভ করিতে পারে। অতএব গৃহিণীর লিখন পঠন ও তজ্জনিত বিদ্যাশিক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়। আর উপরে যে সতীত্বের বিষয় লিখিত হইল, সেই সতীত্ব কি পদার্থ, তাহার কিগুণ, কতদূর মাহাত্ম্য, সেসকল বিষয় শিক্ষিতা গৃহিণী যে রূপ জানিতে ও বুঝিতে পারেন, বিদ্যাবিহীনা, অনভিজ্ঞা গৃহিণী যে তদ্রূপ

জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন, কখনই আমরা সেরূপ আশা করিতে পারি না। কোন সাধ্বী স্ত্রীলোকের লিখিত-চরিত্র পাঠ করিতে পারিলে সেই চরিত্রচ্ছবি পাঠকের হৃদয়-ফলকে যেমন সুন্দর, ও সম্পূর্ণরূপে চিত্রিত ও বিভাসিত হইতে পারে, মুখে মুখে সেই সাধ্বীর দুইটী চারিটী গুণের কথা শুনিলে শ্রোতার হৃদয়ে কখনই তদ্রূপ কার্য্য হইতে পারে না। শিক্ষিতা গৃহিণী পুরাবৃত্ত ও ইতিহাসাদি পাঠ করিয়া যখন সীতা, সাবিত্রী এবং পদ্মিনী প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাতা সতী দিগের চরিতাবলি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষমা হইবেন, তখন অবশ্যই তৎপাঠ জনিত তাঁহাদিগের চরিত্র অনুকরণ করিতে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা জন্মিবে। কিন্তু লিখন পঠন অভ্যাস জন্য একটী দোষ স্ত্রীচরিত্রে সহসা ঘটিতে পারে। অর্থাৎ অশ্লীল কাব্য নাটকাদি অধ্যয়ন করিলে উহাতে বরঞ্চ অনর্থ সংঘটন হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। অতএব সাধ্বী গৃহিণী যেমন পরপুরুষ ও অসতী সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবেন, তেমনই ঐ সকল কুৎসিত পুস্তকাদি অধ্যয়ন করা দূরে থাকুক, গৃহিণীর সম্বন্ধে উহা নিতান্ত অস্পর্শ্য জ্ঞানে, সর্ব্বথা উহা হইতেও দূরে থাকিবেন। পুস্তক শ্রেণীর মধ্যে ইতিহাস ও সতী-চরিত্র জ্ঞাপক পুস্তকাদি অধ্যয়ন করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য। ইতিহাসে ন্যায়, সত্য এবং সতীত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ যথার্থ উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং ইতিহাস পাঠে গৃহিণীর হৃদয়ে অনেক সাধু কার্য্যের উত্তেজনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে সকল নাটক ইতিহাস মূলক তাহাও পাঠ্য কিন্তু নিকৃষ্ট শ্রেণীর নাটকাদি সর্ব্বথা অপাঠ্য। উহাতে মনকেও নিকৃষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। বিশেষতঃ অবলা জাতির দুর্ব্বল হৃদয় মন্দের দিকে যতদূর দ্রুত গামী, ভালর দিকে তত দূর নয়। সুতরাং নিকৃষ্ট কাব্য নাটকাদি গৃহিণীর স্পর্শ করাও উচিত নয়।

প্রত্যেক গৃহিণীর আচার ব্যবহার অতিশয় সৎ হওয়া আবশ্যক। এসংসারে অনেক স্ত্রীলোক আছেন বা থাকিতে পারেন, যাঁহারা ভাল রূপেই লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াছেন বটে অথচ তন্নিবন্ধন স্ত্রী সমাজে আপনাকে অপেক্ষাকৃত অধিকতরা বিদ্যাবতী ও উন্নত চিত্তা জ্ঞান করিয়া প্রকাশ্যে বা মনে মনে অহঙ্কার করেন। তাদৃশী স্ত্রীলোককে গৃহিণী বলা যাইতে পারে না। তিনি লিখিতে পড়িতে জানেন, বা সুন্দর সুন্দর চিত্র আঁকিতে পারেন, এই জানেন পারেন মাত্র। প্রকৃত পক্ষে তিনি জ্ঞানবতী নহেন। লেখাপড়া শিক্ষা দ্বারা তাঁহার জ্ঞান লাভ কিছুই হয় নাই বলিতে হইবে। সুতরাং সদাচার ও সদ্ব্যবহার কাহাকে বলে তাহা তিনি জানেন না। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, প্রাচীন কালের স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া করিতে জানিতেন না, অথচ তাঁহারা কতদূর বুদ্ধিমতী ছিলেন! তাঁহাদিগের সদাচার ও সদ্ব্যবহার এখন পর্য্যন্ত জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। বাস্তবিক যে সতীত্বের গৌরবে ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত, প্রাচীন স্ত্রীলোকগণ সেই সতীত্বের ও গৌরবের আদর্শ। প্রাচীনা দিগকে যথোচিত সম্মান করা এবং তাঁহাদের নিকট প্রাচীন রীতিনীতি শিক্ষা, ও সাংসারিক কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয়ে তাঁহাদিগের সদুপদেশ গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যখন প্রাচীনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে তখন আমি বিদ্যাবতী আর উনি মূর্খা, সুতরাং উহা হইতে আমি উন্নতা, এরূপ ভাব যেন আমাদিগের গৃহিণীর অন্তঃকরণে ক্ষণ কালের জন্যও উদয় না হয়, যদি হয়, যাহার অন্তঃকরণে উদয় হইবে আমরা তঁহাকে গৃহিণী না বলিয়া গৃহের অপদেবী বলিব! প্রাচীনার নিকট অতিশয় বিনীত হইয়া সম্মানের সহিত তাঁহাদিগের প্রতি সদাচার ও সদ্ব্যবহার এবং যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা করা উত্তমা গৃহিণীর প্রকৃষ্ট

লক্ষণ। আর যখন সম বয়স্কাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তখন তাঁহাদিগকে আপনার ভগ্নীর মত জ্ঞান করিয়া সাদর সম্ভাষণ করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রতি সদাচার ও সদ্ব্যবহার করা হয়। রূপ এবং অবস্থাদি বিষয়ে আপনা হইতে কাহাকেও লঘু ভাবিবেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে লঘু হইলেও লঘু ভাবিবেন না। গৃহিণী যদি তদ্বিপরীতে আপনার বড়াই করিয়া অন্যকে লঘুতরা বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তিনি উত্তমা গৃহিণী হইতে পারিবেন না। কেন পারিবেন না, না গার্হস্থ ধর্ম্মে সুদিক্ষিতা গৃহিণীর যেরূপ সহজ জীবন যাপন করা উচিত, তাঁহার জীবনকে তিনি সেরূপ ভাবে লওয়াইতে পারেন নাই। অতএব তিনি প্রকৃষ্টা গৃহিণী নহেন। বিশেষতঃ অহঙ্কার যুক্ত চিত্তে শান্তি নাই, সুতরাং অশান্তি-হৃদয়া যে স্ত্রী, আমরা তাহাকে গৃহিণী পদে অধিষ্ঠিতা করিতে পারি না। স্থূল কথা এই যে, গৃহিণী প্রাচীনা দিগকে মাতার ন্যায় এবং সম বয়স্কা দিগকে ভগ্নীর ন্যায় দেখিবেন। নিজে সহস্র গুণে গুণবতী হইলেও তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ সহকারে সে সমুদায় গুণ গ্রাম যেন ভুলিয়া যাইবেন। ভুলিয়া যাইয়া তাঁহাদিগের সহিত বিনীতা কন্যার ন্যায় এবং বিনীতা ভগ্নীর ন্যায় সদ্ব্যবহার করিবেন। মনে ভাবিবেন যেন তাঁহাদিগের নিকট হইতে এখনও তাঁহার অনেক গুণগ্রাম এবং সৎশিক্ষা লাভের বাকি আছে। আর দীন দুঃখির প্রতিপালন এবং অতিথিসেবা প্রভৃতি যাবতীয় সৎকার্য্য সম্পাদনে গৃহস্থের আগ্রহাতিশয্য থাকিলেও তাহাতে গৃহিণীর যোগ ও সহায়তা ভিন্ন ঐ সকল সৎকার্য্য সর্ব্বাঙ্গীন সুসম্পন্ন হইতে পারে না। অন্ধ, খঞ্জ, কুব্জ, এবং রুগ্ন প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য দীন দুঃখির সাধ্যমত প্রতিপালনের জন্য আমরা কর্ম্মণ্য লোক সর্ব্বদাই দায়ী। উক্ত শ্রেণীর একটী দুঃখী লোক সাহায্য

কামনায় গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত। গৃহস্থ চিন্তাযুক্ত। সদাচার ও সদ্ব্যবহার পরায়ণা সাধুশীলা গৃহিণীই সে সময়ে গৃহস্থের উপদেশ কারিণী। আজ বাড়ীতে একটী অতিথি উপস্থিত। গৃহস্থ তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও সাদর সম্ভাষণাদি করিলেন, অথচ আন্তরিক চিন্তাযুক্ত হইলেন যে, পাছে বা অতিথির আহারাদির কোন রূপ অপ্রতুল ঘটে। কিন্তু যে গৃহস্থের গৃহে এরূপ লক্ষ্মী স্বরূপা গৃহিণী আছেন, যিনি সদাচার ও সদ্ব্যবহারে বিভূষিতা, সে গৃহস্থের চিন্তা কি ? তাঁহার কোনই চিন্তার কারণ নাই। বাড়িতে অতিথি আসিয়াছেন, গৃহিণী সংবাদ পাইলেন আর অমনি পরিপাটিরূপে তাঁহার আহারাদির আয়োজন করিয়া দিলেন। রামায়ণ মহাভারতাদি পুরাবৃত্ত সকল দেখ। তাহাতে আশ্রম বাসিনী পবিত্র হৃদয়া মুনিপত্নি ও মুনি কন্যা দিগের জীবন চরিত পাঠ কর। দেখিতে এবং বুঝিতে পারিবে, অতিথি সৎকারই তাঁহাদিগের জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। আশ্রম বাসিনীগণ চিরকালই এই রূপ অতিথি সেবায় তৎপরা ছিলেন। মুনি জনেরা অতিথি সৎকারের নিমিত্ত তাঁহাদিগের মধ্যে এক এক জনকে এক এক দিনের নিমিত্ত পর্য্যায়ক্রমে পালা করিয়া দিতেন; তাঁহারাও যথাসাধ্য অতিথি গণের সৎকার সম্পন্ন করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থম্মণ্য ও পরমাপ্যায়িত জ্ঞান করিতেন। অতিথিগণও তাঁহাদিগের সদাচার ও সদ্ব্যবহারে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। আহা! কি পবিত্র ভাব! কি সুন্দর চিত্র! বাস্তবিক মুনি ললনাগণ অতিথি সৎকার ভিন্ন অধিক আনন্দ আর কিছুতেই বোধ করিতেন না। আমরাও আমাদিগের গৃহিণীকে উপদেশ করি যে, নিজের সাধ্যানুসারে যে পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে, অবশ্য অবশ্য তাহা করিয়া দীন দুঃখির প্রতিপালন এবং অতিথি দিগের সৎকার

করিবেন। পাড়া প্রতিবাসী ও বাসিনী গণের সুখে আপনাকে সুখিনী এবং দুঃখে দুঃখিনী জ্ঞান করিবেন।

আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোক দিগের পরিচ্ছদ প্রণালী আজ কাল অতিশয় অশ্রদ্ধেয়। সুচিক্কণ চিত্তরঞ্জন শান্তিপুরে ও সিমলাই ধুতি এবং ঢাকাই সাড়ী পরিধান করাই অধিকাংশ যুবতীগণের অভিরুচি। কার্য্যেও তাহাই পরিণত হইতেছে। বস্ত্র পরিধানের উদ্দেশ্য কেবল শীত নিবারণ জন্য নহে। তাহা হইলে গ্রীষ্মকালে আদৌ কাপড় ব্যবহার করারই আবশ্যক ছিল না। বিশেষতঃ চিক্কণ বস্ত্র পরিধান দ্বারা শীতও নিবারিত হয় না। শীতের সময় শীত বারণ জন্যও পুরু কাপড়ই ব্যবহার করা উচিত। সমগ্র দেহের যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গোপনীয় এবং যাহা সাধারণের অদৃষ্টব্য, তাহা সর্ব্বদা আবৃত করিয়া রাখাই বস্ত্র ব্যবহারের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু উল্লিখিত শ্রেণীর পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা সে উদ্দেশ্য ফলে পরিগণিত হওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ যে সকল স্ত্রীলোকেরা উহা ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে একরূপ দিগম্বরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ সম্বন্ধে সমস্ত দোষই স্ত্রীলোক দিগের নহে, কতকটা আমাদিগের সমাজের দোষ। তবে পরিধেয় সম্বন্ধে অস্মদ্দেশীয় বিশেষতঃ বঙ্গদেশবাসিনী হিন্দু ললনা গণের রুচির বিকৃতি ঘটিয়া উঠিয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে। বঙ্গদেশস্থ মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীগণের স্ত্রীলোকেরা এবং পশ্চিম প্রদেশস্থ মুসলমান ও হিন্দু উভয় জাতীয় স্ত্রীলোকেরা প্রায় উল্লিখিতরূপ বস্ত্র ব্যবহার করেন না। যাঁহারাও বা ধুতি পরিধান করেন, তাঁহারা অতিশয় পুরু ধুতি ব্যবহার করেন। বাস্তবিক পাইড়দার ধুতি-কাপড় ব্যবহার করিলে এইরূপ পুরু ধুতি ব্যবহার করাই উচিত। অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা ধুতি পরেন আর ঐ ধুতির অঞ্চল দ্বারা অতি সামান্যরূপে বক্ষ এবং পৃষ্ঠ-

দেশ আবৃত করেন, ইহা আরও অশ্রদ্ধেয়। পরিধেয় বস্ত্র ধুতি হয় হউক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই বরঞ্চ শ্রমজনক গৃহকার্য্যাদি সুসম্পন্ন করার পক্ষে ধুতিই বিশেষ উপযোগী; তবে ঐ ধুতি বিশেষরূপ পুরু হওয়া একান্ত আবশ্যক। আর বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বদা অঙ্গরাখা * দ্বারা আবৃত করিয়া রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। বস্ত্র ব্যবহার করিয়াও প্রকারান্তরে উলঙ্গ অবস্থায় থাকা একান্ত নির্লজ্জতার পরিচায়ক। চিক্কণ কাপড়ের পরিবর্ত্তে পুরু ধুতি এবং এক একটী অঙ্গরাখা সর্ব্বদা ব্যবহার করা প্রত্যেক গৃহিণীর কর্ত্তব্য। উহা দ্বারা বস্ত্র পরিধানের উদ্দেশ্যও রক্ষা পায় অথচ পয়সাও কম খরচ হইয়া থাকে।

এক্ষণে আমাদিগের দেশের অধিকাংশ যুবকগণই কৃতবিদ্য। মধ্য সময়ে যখন গৃহস্থের অন্তঃপুর ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া ছিল, সে সময় অপেক্ষা এক্ষণে অনেক যুবতীগণও বিদ্যাবতী ও জ্ঞানবতী হইয়া উঠিয়াছেন. কিন্তু জানি না কেন, অলঙ্কার পরিধান স্পৃহা পূর্ব্বকাল হইতে এক্ষণেই বরং তাঁহাদিগের অধিক বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। কথায় যতদূর হউক না হউক কিন্তু কার্য্যে দেখা যাইতেছে; অলঙ্কারের প্রয়োজন পূর্ব্বকাল হইতে অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে গৃহস্থের বিলক্ষণ সংস্থান আছে, যিনি সাংসারিক যাবতীয় কার্য্য স্বচ্ছন্দতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াও সোণারূপার অলঙ্কারাদি দ্বারা স্ত্রীকে স্বচ্ছন্দরূপে বিভূষিতা করিতে পারেন, সে গৃহের গৃহিণী প্রচুর অলঙ্কার পরিয়া থাকুন, তাহাতে আমাদিগেব আপত্তি নাই, কিন্তু যাঁহার শাশুড়ী সামান্য পরিধেয় বস্ত্রের জন্য লালায়িতা, যাঁহার সন্তানগণ

* অঙ্গ-রক্ষা বা জামা অর্থাৎ আধুনিক পিরাণ। তবে পুরুষেরা যে প্রণালীর পিরাণ ব্যবহার করেন ঠিক তাহা না হইয়া, স্ত্রীলোকদিগের পরিধানোপযোগী হওয়া আবশ্যক।

অর্থের অপ্রতুলতা নিবন্ধন বিদ্যালয়ে বিদ্যাধ্যয়ন করিতে অসমর্থ, অলঙ্কারের জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ এবং স্বামীকে গঞ্জনা দেওয়া, সে গৃহিণীর নিতান্ত ধৃষ্টতা বৈ আর কিছুই নহে। অলঙ্কারাদি ভূষণ স্ত্রীলোকদিগের সাধারণ সম্পত্তি অর্থাৎ স্ত্রী ধন। উহা স্বামী কৃত ঋণ দায়ে পর্য্যন্ত আবদ্ধ হইতে পারে না। তদ্ধেতু এবং স্ত্রী বিধবা হইলে একদা ভিখারিণী না হয়েন, তদুদ্দেশে স্ত্রীকে অলঙ্কারাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ সংস্থান করিয়া দেওয়া প্রত্যেক স্বামীর কর্ত্তব্য। কিন্তু উহা স্বামীরই কর্ত্তব্য, স্ত্রীর তাহা চাহিতে হইবে কেন? বরঞ্চ যদ্যপি গৃহস্থ একান্ত স্ত্রৈণ হইয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন সকলকে উপেক্ষা করিয়া, সর্ব্বদা মাত্র স্ত্রীকেই গহণা দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া রাখিতে চাহেন, বুদ্ধিমতী গৃহিণী তাহাতে একান্ত বিরোধিণী হইবেন। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, গৃহিণীর প্রধান ভূষণ সতীত্ব এবং সরলতাদি গুণগ্রাম। সাধারণ সোণা রূপার অলঙ্কার তাহার নিকট কোন ছার পদার্থ। তবে ভবিষ্যৎ জীবনের উদ্দেশ্যে, ন্যস্ত ধনের বিনিময়ে, ঐরূপ অলঙ্কারাদি দ্বারা কিছু কিছু সংস্থান রাখা কর্ত্তব্য। স্বীয় সংসারের সর্ব্ব প্রকারের আবশ্যকীয় আয় ব্যয়ের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করতঃ এক খানি দুই খানি করিয়া ক্রমে গৃহস্থই তাহা প্রস্তুত করিয়া দিবেন, গৃহিণীর তন্নিমিত্ত কিছু মাত্র ব্যস্ত হওয়ার প্রায়োজন নাই।

রন্ধন কার্য্যে সুদক্ষা হওয়া উত্তমা গৃহিণীর আর একটি লক্ষণ। অন্যান্য দেশে গৃহিণীদিগের প্রায়শঃ রন্ধন করিতে হয় না। না হউক, কিন্তু আমাদিগের দেশের গৃহিণীদিগের রন্ধন করিতে হইত এবং এক্ষণেও অধিকাংশেরই করিতে হয়। আর্য্য জাতি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত এবং প্রবর্ত্তিত স্ত্রী কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে উহা সুকৌশল সম্পন্ন। পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় অর্থোপার্জ্জন, শস্যোৎপাদন

এবং অন্যান্য প্রকারের শারীরিক ও মানসিক কার্য্যের ভার অধিকাংশই পুরুষ দিগের শিরে ন্যস্ত। শ্রম জনক কার্য্য দ্বারাই পুরুষ দিগের শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। যে কোন ব্যক্তিই হউক না কেন, অলস ও অকর্ম্মণ্য ভাবে বসিয়া থাকিলে সংসার চলেনা, অবশ্যই শ্রম জনক কার্য্য করিতে হয়। তদ্দ্বারা জীবনোপায়ও সংঘটিত হয়, শরীরের স্বাস্থ্যও রক্ষা হয়। অপর পক্ষে রন্ধন কার্য্যটীর ভার স্ত্রীলোক গণের শিরে ন্যস্ত। উহা দ্বারা সংসারের একটী অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যও সম্পন্ন হয়, অথচ নিয়মিত রূপে অঙ্গচালনাদি দ্বারা স্ত্রীদিগের শরীরের স্বাস্থ্যও রক্ষা পায়। অতএব গৃহিণী দিগের রন্ধন বিষয়ে পরিপক্ক হওয়া অতি আবশ্যক। আমাদিগের গৃহিণীকে আমরা এসম্বন্ধে আর অধিক কি উপদেশ দিব। বোধ করি তৎসম্বন্ধে কেবল এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে যে, প্রত্যেক গৃহিণীরই মিষ্টান্ন, পলান্ন এবং সাধারণ অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সর্ব্ব প্রকার পাক প্রণালীতে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা উচিত। গৃহিণী যাহা পাক করিবেন তাহা সুস্বাদু এবং পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। কোন কোন স্ত্রীর বাহ্যিক আচার অতীব পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। উত্তম বসন ভিন্ন পরিধান করিতে পারেন না, দিনের মধ্যে কত বার গা ধুইয়া থাকেন কিন্তু তাঁহার পাক শালার মধ্যে যাইয়া দেখ, ভাতের ছড়াছড়ি। এখানে কতগুলা লবণ, ওখানে কতগুলা তরিতরকারির চোঁচা পড়িয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে জল বিক্ষিপ্ত হইয়া স্থান কর্দ্দমময় হইয়াছে। পাক করিবার বাসন গুলি ময়লায় পরিপূর্ণ। উহার মধ্যেই আবার পাক করিলেন; ভাত গুলি মেড়-মেড়া ও দুর্গন্ধময় হইল। এরূপ ভাবে পাক কার্য্য নির্ব্বাহ করা গৃহিণীর কদাচ উচিত নহে। আবার এমন অনেক স্ত্রী আছেন, যাঁহাদিগের পাক কার্য্য সম্বন্ধে অন্যদোষ নাই

কিন্তু পাক অতিশয় ধীরে হয়, অধিক সময় লাগে। এটীও ভাল নহে। রান্না শিঘ্র করা উচিত। দ্রৌপদী কত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, কেমন অল্প সময়ের মধ্যে সুরস অন্ন ব্যঞ্জন পাক করতঃ সশিষ্য দুর্ব্বাসা মুনিকে আহার করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক যিনি শিঘ্র অল্প সময়ের মধ্যে সুস্বাদ-যুক্ত, পরিষ্কৃত এবং পরিচ্ছন্ন আহার্য্য পাক করিতে পারেন, তিনি পাকা রাঁধুনী। আমাদিগের গৃহিণীরও এরূপ পাকা রাঁধুনী হওয়া উচিত।

স্ত্রীলোক ঋতুবতী হইলেই তিনি যৌবন সীমায় পদার্পণ করেন। যখন নারীদিগের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখনই বিধাতার এই আশ্চর্য্য নিয়ম, স্ত্রী শরীরে কার্য্য করিতে থাকে। এ অবস্থার স্ত্রী লোকের আর এক নব জীবন আরম্ভ হয় এবং ইন্দ্রিয় গণ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে। এই সময়ে স্ত্রীলোকের অতিশয় সাবধান হওয়া আবশ্যক। মনের মধ্যে যাহাতে কোন রূপ কুপ্রবৃত্তি উদয় না হইতে পারে, সর্ব্বদা চিত্তকে সেই দিকে, সেই ভাবে এবং সেই রূপ কার্য্যে ব্যাপৃত রাখা কর্ত্তব্য। ঋতুবতী যুবতীর, স্ত্রী লোক দিগের সঙ্গে চলা ফিরা করা উচিত, কিন্তু সেই সঙ্গ অতিশয় সংসঙ্গ হওয়া আবশ্যক। পুরুষের সঙ্গে কোন রূপ সংশ্রব রাখা কর্ত্তব্য নয়। এই নিমিত্ত আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোক প্রথমতঃ ঋতুবতী হইলে, চারি দিবস পর্য্যন্ত পুরুষের মুখাবলোকনও করিবে না, এই নিয়ম প্রচলিত আছে। প্রথম ঋতু হইলেই যে স্ত্রীকে স্বামী সহবাস করিতে হইবে, এরূপ নিয়ম প্রচলিত থাকা ভাল নহে। সাধারণতঃ আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকদিগের তের কি চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় ঋতু প্রথম আরম্ভ হয়। ঋতু প্রথম আরম্ভ হওয়ার পর আরও দুই তিন বৎসর অপেক্ষা করিয়া, পরে স্বামী

সহবাস করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে এদেশে দুর্ব্বল ও রুগ্ন সন্তান প্রসব এবং তজ্জনিত বহুবিধ অকাল মৃত্যু একদা তিরোহিত হইয়া যাইতে পারে। স্বামী সহবাসের প্রথম সময় ষোল বা সতর বৎসর। এই রূপ উপযুক্ত সময়ে স্বামী সহবাস করা উচিত। স্বামী সহবাস জনিত গর্ভের সঞ্চার হইলে আরও সাবধান হওয়া গৃহিণীর নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমাদিগের দেশের প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরা, যুবতী দিগকে সকল সময়েই বিশেষতঃ গর্ভবতী অবস্থায়, স্বাধীন অথচ অসতর্ক ভাবে চলা ফিরা করিতে নিষেধ সূচক শাসন করিয়া থাকেন। এরূপ শাসন অতিশয় উত্তম। আলুলায়িত-কেশা এবং অসম্পূর্ণ-বসনা হইয়া গর্ভবতী স্ত্রীলোক দিগকে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে দেখিলে, প্রাচীনারা রুষ্টা হয়েন। হইবার কারণও আছে। কুসংস্কারের ভাবটুকু ছাড়িয়া দিয়া অন্যান্য বিষয়ে মনোযোগের সহিত বিবেচনা করিলে প্রতীতি হইবে, প্রাচীনা দিগের ঐ রূপ শাসন, সাবধানতা অবলম্বন করার উপদেশ স্বরূপ। মনে কর, উল্লিখিত অবস্থাপন্ন গর্ভবতী স্ত্রীলোক এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বেগে গমন কালে, তদীয় আলুলায়িত কেশপাশ এবং স্খলিত বসনাঞ্চল যদ্যপি অন্য কোন পদার্থ পাশে হটাৎ বদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে গর্ভিণীর গর্ভের উপর অনিষ্ট পাতের সম্ভাবনা হয়। আর বেগেও কখন এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে নাই, কেননা পা পিছলে হটাৎ আছাড় পড়িলেও গর্ভের সম্বন্ধে অনিষ্টের সম্ভাবনা। গর্ভবতী গৃহিণীকে সর্ব্বদা কতকগুলি সাধারণ নিয়ম রক্ষা করিয়া চলা উচিত। গর্ভিণী কাহারও সহিত কলহ করিবেন না। অন্তঃকরণ মধ্যে কখনও ক্রোধ বা অসন্তোষের উদয় হইতে দিবেন না। সর্ব্বদা সন্তুষ্ট ও প্রফুল্ল চিত্তে কাল কর্ত্তন করিবেন। কোন রূপ দুর্ভাবনা ভাবিবেন না। একা কোন স্থানে যাইবেন না, কেননা

তন্নিবন্ধন গর্ভিণী কোন রূপ ভয় প্রাপ্তা হইলে, বিষম অনিষ্টের সম্ভাবনা। অধিক পরিশ্রম করিবেন না, আবার এক কালে অলস হইয়াও বসিয়া থাকিবেন না। পরিষ্কৃত শয্যায় শয়ন করিবেন। আহারীয় সামগ্রীর মধ্যে যে সকল পদার্থ সহজে পরিপাক হয়, লঘু পাকের সেই সকল আহার্য্য আহার করিবেন। গুরু পাকের কোন বস্তু খাইবেন না এবং গুরুতর ভোজনও করিবেন না। গুরুপাকের গুরুতর ভোজন দ্বারা অগ্নিমান্দ্য জন্মিয়া বা কোষ্ঠ বদ্ধ হইয়া, নানা রূপ পীড়া উপস্থিত হইতে পারে। পীড়া সংঘটিত হইলেই ত সুতরাং বিপদের আশঙ্কা। ঘটনা ক্রমে যদি কোন রূপ ব্যাধিগ্রস্তাই হইতে হয়, তাহা হইলে সুচিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তদাদিষ্ট উপযুক্ত ঔষধ সেবন দ্বারা যাহাতে সেই রোগের অপনোদন হয়, তাহার মত অবশ্য অবশ্য করিবেন। স্বামী নিকটে থাকিলে তাঁহার সহিত সদালাপে ও প্রণয় প্রসঙ্গে আপনাকে আপনি সুখিনী করিবেন, কিন্তু কদাচ একত্র শয়ন করিবেন না। শারীরিক ও মানসিক স্বচ্ছন্দতার সহিত কাল কাটাইতে পারিলে, শেষে যে সন্তান জন্মিবে, সেও নিশ্চয়ই হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইবে বা হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, ইহা বিশেষ রূপে স্মরণ রাখিবেন। গর্ভিণী অবস্থায় গর্ভের সঞ্চার কালাবধি প্রসব না হওয়া পর্য্যন্ত, এই সকল সাধারণ নিয়ম রক্ষা করিয়া চলা গৃহিণীর একান্ত কর্ত্তব্য। গর্ভিণী সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদোক্ত উপদেশ এই।—

"গর্ভিণী প্রথমাদহ্নঃ প্রহৃষ্টা ভূষিতা শুচিঃ।
ভোজ্যন্তু মধুর প্রায়ং স্নিগ্ধং হৃদ্যং দ্রবং লঘু॥
সংস্কৃতং দীপনীয়ঞ্চ নিত্যমেবোপযোজয়েৎ।
গুর্ব্বিণী নতুকুর্ব্বীত ব্যায়ামমপতর্পণং॥
ব্যবায়ঞ্চ নসেবত নকুর্য্যাদতিতর্পণং।
রাত্রৌ জাগরণং শোকং যানস্যারোহণং তথা॥

রক্তমোক্ষং বেগরোধং নকুর্য্যাদুৎকটাশনং।
মলিনাং বিকৃতাকারাং হীনাঙ্গীং নস্পৃশেৎ স্ত্রিয়ং॥

নিজঘ্রেদপি দুর্গন্ধং নপশ্যেন্নয়নাপ্রিয়ং।
বচাংসি নাপি শৃণুয়াৎ কর্ণয়োরপ্রিয়াণিচ॥

নান্নং পর্য্যুসিতং শুষ্কং ভুঞ্জীতক্কথিতঞ্চযৎ।
চৈত্যশ্মশান বৃদ্ধাংশ্চ ভাবাংশ্চাপ্যযশস্করান্॥

বহির্নিষ্ক্রামণং ক্রোধং শূন্যাগারঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
নোচ্চৈর্ব্রূয়াৎ নতৎকুর্য্যাৎ যেন গর্ভো বিনশ্যতি॥

তৈলাভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনেচ নাত্যর্থং কারয়েদপি।
নমৃদ্বাস্তরণং কুর্য্যান্নাত্যুচ্চং শয়নাশনং॥

অর্থাৎ গর্ভিণী নারী প্রথম দিবসাবধি অতি মনোহর বেশ ভুষায় ভূষিতা ও শুচি হইয়া, পরম প্রফুল্ল চিত্তে কাল যাপন করিবেন এবং অগ্নিসন্দীপনী সুমধুর স্নিগ্ধ লঘু দ্রব্য ভোজন করিবেন। ব্যায়াম, লঙ্ঘন, স্বামী সম্ভোগ এবং অতিশয় স্নিগ্ধাদি সেবা কদাচ করিবেন না। রাত্রি জাগরণ, শোক, যানারোহণ, রক্তমোক্ষণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ, ও উৎকট আহার পরিত্যাগ করিবেন। বিকৃতাকারা অঙ্গ হীনা নারী ও নয়নের অপ্রিয় পদার্থ দর্শন করিবেন না এবং দুর্গন্ধ দ্রব্যের ঘ্রান লইবেন না। কর্ণের অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ এবং পর্য্যুসিত শুষ্ক দুর্গন্ধ অন্ন ভোজন করিবেন না। ভয়ঙ্কর শ্মশান ভূমির ভাব আন্দোলন, লোলচর্ম্ম কদাকার বৃদ্ধের মূর্ত্তি ভাবনা, অযশস্কর কর্ম্ম, বহির্গমন, শূন্য গৃহ এই সকল পরিত্যাগ করিবেন। উচ্চ কথা কহিবেন না এবং যাহাতে গর্ভ বিনাশ হয় এরূপ কর্ম্ম ও অতিশয় তৈলমর্দ্দন করিবেন না। অত্যন্ত সুকোমল শয্যায় শয়ন করিবেন, কিন্তু তাহা অতিশয় উচ্চ করিবেন না।”— চমৎকার উপদেশ। আয়ুর্ব্বেদের এই বচন কয়েকটী মুখস্থ করিয়া রাখা এবং

গর্ভাবস্থায় ঠিক ঐ উপদেশ মত আহার বিহারাদি করা প্রত্যেক গৃহিণীর কর্ত্তব্য।

এক্ষণ প্রসাঙ্গাধীন সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার নিমিত্ত সুতিকা গৃহ এবং ধাত্রী সম্বন্ধে আমাদিগের কথঞ্চিৎ বক্তব্য। আমাদিগের দেশে বিশেষতঃ হিন্দু সমাজে এ উভয়েরই আজ কাল যারপরনাই শোচনীয় অবস্থা। এক্ষণ যে সকল সুতিকাগার (আতুর ঘর) প্রস্তুত হইয়া থাকে, উহার অধিকাংশই অতিশয় ক্ষুদ্রায়তনের এক একটী পর্ণ কুটীর ময় গৃহ মাত্র। প্রবেশ নির্গমের একটী মাত্র দ্বার ভিন্ন, উহার আর কোনদিকে জানালা বা দ্বার (দুয়ার) নাই। ঐরূপ কারাগারনিভ আতুর ঘরে সন্তান জন্মিলে আবার যে একটী মাত্র দ্বার থাকে তাহাও প্রায়শঃই বন্ধ করিয়া রাখা হয় সুতরাং ঘরের মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল করিতে পারে না। উপরন্তু ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড এক অগ্নিকুণ্ড করিয়া রাখা নিবন্ধন সমস্ত ঘরটাই ধূমা রাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। উহাতে স্বরূপঃ বিশেষ অনিষ্ট হওয়ারই সম্ভাবনা। আতুর ঘর সর্ব্বদা পরিশুষ্ক রাখা এবং প্রসূতির শরীরে সময় সময় অগ্নিসেক ইত্যাদি দেওয়ার উদ্দেশ্য, উক্ত অগ্নিকুণ্ড দ্বারা কথঞ্চিৎ পরিমাণে সম্পন্ন হইলেও, ঘরটী নিরবচ্ছিন্ন ধূমা রাশিতে আবৃত থাকা নিবন্ধন, শিশুর চক্ষের পীড়া এবং কফ্ কাসি প্রভৃতি ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে। অধিকাংশ স্থলে তাহা ঘটিয়াও থাকে। বাস্তবিক সুতিকাগার সুপ্রশস্ত এবং উহার ভিত্তি উচ্চ হওয়া উচিত, যেন ঘরের মেঝা ভিজা ভিজা না হইতে পারে। ঘরের চতুর্দ্দিকে জানালা এবং একের অধিক দ্বার থাকা আবশ্যক, যেন বিশুদ্ধ বায়ু ঘরের মধ্যে সর্ব্বদা বহিতে পারে। মাটীর

উপর সাধারণ এবং অতি কুৎসিৎ শয্যায় শয়ন করা প্রসূতির একান্ত অকর্ত্তব্য। খট্টা কিম্বা মাঁচার উপর পরিষ্কৃত ও পরিশুষ্ক শয্যায় শয়ন করা কর্ত্তব্য। মল মূত্র কিম্বা রক্তাদির দ্বারা এক শয্যা দূষিত হইলে, পুনরায় তৎপরিবর্ত্তে স্বতন্ত্র শয্যা ব্যবহার করা বিধেয়। সেক ইত্যাদি দেওয়ার জন্য ঘরের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন অগ্নিকুণ্ড রাখিবার প্রয়োজন নাই, গরম জলের কিম্বা ক্ষণিক স্থায়ী অগ্নির উত্তাপ দিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। অতএব যাহাতে সূতিকাগার প্রশস্ত, পরিষ্কৃত এবং পরিশুষ্ক হইতে পারে, সকল গৃহিণীরই সাধ্যানুসারে তাহা করা কর্ত্তব্য। এই কার্য্যে গৃহিণীর আশানুরূপ সহায়তা করিতে গৃহস্থেরও একান্ত মনোযোগী হওয়া উচিত।

প্রসব সময় প্রসবকার্য্যে এক্ষণে মূর্খা, জ্ঞানহীনা এবং অতিশয় নীচ কুলোদ্ভবা ধাত্রী নিযুক্ত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে লিখিত আছে,

> সুবর্ণাং মধ্যবয়সাং সচ্ছীলাং মুদিতাং সদা।
> শুদ্ধ দুগ্ধাং বহুক্ষীরাং সবৎসামতিবৎসলাম্॥
>
> স্বাধীনামল্প সন্তুষ্টাং কুলীনাং সজ্জনাত্মজাং।
> কৈতবেন পরিত্যক্তাং নিজ পুত্রদৃশাং শিশৌ॥

সুবর্ণা, মধ্যবয়স্কা, সুশীলা, সর্ব্বদা হর্ষযুক্তা, বিশুদ্ধ দুগ্ধা, সপুত্রা, অত্যন্ত দয়ান্বিতা, স্বাধীনা, অল্পে সন্তুষ্টা, সৎকুলোদ্ভবা, সজ্জনের দুহিতা, ছলরহিতা, শিশুপ্রতি নিজ পুত্র তুল্য দৃষ্টি কারিণী ইত্যাদি রূপ বহুগুণ সম্পন্না ধাত্রীই প্রশস্তা।

এইবচন দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, পূর্ব্বকালে সভ্যা ভব্যা ভদ্র মহিলা গণই ধাত্রী কার্য্যে বরিতা হইতেন। পূর্ব্বকালে সূতিকাগার বাসিনী হইলে, এক্ষণকার ন্যায়

অস্পৃশ্যা হইতে হইত না। বাস্তবিক ইহাও সহজে বুঝা যাইতে পারে, প্রসূতি, গুণবতী স্বাধ্বী ও সুশীলা ধাত্রীর সহবাসে যতদিন থাকেন, ততদিন সুখ ও আনন্দের সহিত তাঁহার কাল কর্ত্তন হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্য ক্রমে উক্ত শ্রেণীর ধাত্রী এদেশে আর নাই। কোন্ সময় হইতে যে এইরূপ সুলক্ষণাক্রান্তা ধাত্রী শ্রেণীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, বলিতে পারিনা। যা হউক, সকলেরই প্রকৃষ্টা ও অভিজ্ঞা এবং উল্লিখিত লক্ষণাক্রান্তা ধাত্রী সুতিকাগারে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্তা নাহইলেও যতদূর সাধ্য উত্তমা ধাত্রী নিযুক্ত করা বিধেয়। প্রত্যেক গৃহিণীরই ঐ সকল বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন, তাহা হইলেও উক্ত উদ্দেশ্য কিয়ৎ পরিমাণে ফলে পরিগণিত হইতে পারে এবং নিজেরও অনেক উপকার সাধিত হয়।

প্রসবের পর প্রসূতির শরীর পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া-কাল পর্য্যন্ত আরও সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। প্রসবান্তে প্রসূতি প্রথম প্রথম কয়েক দিবস অতিশয় লঘু আহার করিবেন। একমাস কাল পর্য্যন্ত হিমজল আদৌ ব্যবহারই করিবেন না। ভিজা কাপড়ও পড়িবেন না। পরিশুষ্ক ও পরিষ্কৃত কাপড় ব্যবহার এবং সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবেন। প্রসূতি আতুর ঘরে থাকা কাল পর্য্যন্ত এ সকল বিষয়ে অতিশয় সতর্ক থাকিবেন। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, সদ্য প্রসূতির সুশ্রূষা অধিকাংশই অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করে। প্রসূতি স্বয়ং কিছু সকল করিয়া উঠিতে পারেন না। সুশ্রূষা কারক আত্মীয় স্বজন সে সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলে ভালই, অন্যথা প্রসূতি আপনা আপনিও

আহার বিহার প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে অতি সাবধান থাকিবেন।

প্রসূতি গৃহিণী অতি যত্নের সহিত শিশু সন্তান লালন পালন করিবেন। সন্তানের জন্মাবধি পাঁচ সাত বৎসর বরঞ্চ দশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত লালন পালনের ভার সম্পূর্ণ মাতার শিরে ন্যস্ত। শিশু সন্তানের শরীর প্রায় সর্ব্বক্ষণই গাত্রা-বরণ দ্বারা আবৃত রাখা কর্ত্তব্য। উলঙ্গ শরীরে রাখিলে শীতল বায়ু শরীরে লাগিয়া কফ কাসি প্রভৃতি পীড়া জন্মিতে পারে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, এ বিষয়ে অস্মদ্দেশীয় অধিকাংশ রমণীগণই উদাসীনা। সাত আট বৎসর বয়স না হইলে আমাদিগের দেশীয় শিশুগণ ব্যবহার করা দূরস্থাং, আদৌ কাপড়টী চিনিতে পারে না। ইংলণ্ডীয় রমণীগণ সন্তান প্রসব করার পরেই সন্তানের শরীর বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখেন, তজ্জন্য অস্মদ্দেশীয় সন্তান গণকে শৈশবাবস্থায় যেরূপ নানা রোগাক্রান্ত হইয়া কখন কখন বা অকালে দেহ ত্যাগ করিতে হয়, ইংলণ্ডীয় সন্তান গণের প্রায় সে রূপ হইতে বা করিতে হয় না। শিশু সন্তানকে প্রাতঃকালে এবং বৈকালে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করাইবেন। যে স্থানে দুর্গন্ধময় বায়ু বহিতে থাকে, সেস্থানে সন্তান রাখিবেন না। বিশুদ্ধ জলপান করাইবেন। অবিশুদ্ধ জল পান করাইলে সন্তানের তৎক্ষণাৎ পীড়া হইবে, ইহা নিশ্চিত। যে কাল পর্য্যন্ত স্তন্য দুগ্ধ পান দ্বারা সন্তানের জীবন ধারণ করা হয়, সে কাল পর্য্যন্ত প্রসূতির আহার বিহার প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যে সাবধান থাকা উচিত। মাতার আহার বিহারের অনিয়ম হইলেই সন্তানের পীড়া হয়, এবং এই জন্যই দুগ্ধপোষ্য শিশুর পীড়া হইলে, অধিকাংশ পীড়া সম্বন্ধে মাতাকেই ঔষধ সেবন করিতে হয়। সন্তানগণ

যে বসন ব্যবহার করিবে, তাহা পরিশুষ্ক এবং পরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক। প্রয়োজন বশতঃ সন্তানকে স্নান এবং অঙ্গ-মার্জ্জনাদি করাইতে হইলে, তাহা করাইয়া শীঘ্র শীঘ্র শরীরস্থ জল উত্তম রূপে মোক্ষণ করিয়া দিবেন। অধিক ক্ষণ সন্তানের শরীর ভিজা থাকিলে অনিষ্ট হয়। সমস্ত শরীর কি হস্তপদ প্রভৃতি শরীরের যে কোন অঙ্গই হউক না কেন, অধিকক্ষণ ভিজা থাকিলেই রোগ জন্মিবে। অতএব প্রসূতি গৃহিণী সর্ব্বদা এ সকল বিষয়ে নিজেও সাবধান থাকিবেন এবং সন্তানকেও সাবধানে রাখিবেন। সত্য সত্যই যদি সন্তানের রোগৎপত্তি হয়, তাহা হইলে যাহাতে তাহার সুচিকিৎসা হইয়া সন্তান শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিতে পারে, তৎপক্ষে প্রসূতির মনোযোগ থাকা কর্ত্তব্য। সামান্য সামান্য চিকিৎসা বিষয়ে গৃহিণীগণের কথঞ্চিৎ পরিমাণে অভিজ্ঞতা থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে রোগ যে কারণে উৎপন্ন হয়, তাহা জানাই চিকিৎসার পক্ষে প্রধান আবশ্যক। সন্তানের রোগের কারণ সমূহ যদি গৃহিণী গণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন, তাহা হইলেও তাহাদিগের রোগ নিবারণ পক্ষে অনেক সাহায্য করিতে পারেন। পূর্ব্ব কালের গৃহিণী গণের এ সকল বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতা ছিল। এক্ষণেই বরং তদ্বিষয়ে গৃহিণীগণের শৈথিল্য হইয়াছে। যাহাদিগের অবস্থা ভাল, তাহারা সন্তানের অল্প অসুখেই চিকিৎসকের আশ্রয় লন। আবার যাহাদিগের অবস্থা মন্দ, তাহারা ঐরূপ অসুখ উপেক্ষা করেন। এ দুইয়ের ফলই মন্দ। অল্প অসুখে চিকিৎসকের আশ্রয় লইলে অর্থ নষ্ট হয়। আবার সেই রূপ আশ্রয় গ্রহণ উপেক্ষা করিলে, সেই অল্প অসুখই ক্রমে বৃহদ্রোগে পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। সন্তানগণের অনেক রোগে অল্প পরিমাণ ঔষধ সেবন করান বিধি। তাহা না করিয়া যদি অধিক পরিমাণে

ঔষধ খাওয়ান হয়, তাহার ফলও মন্দ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। অনেক তুচ্ছরোগে ঔষধ খাওয়ানই আবশ্যক করে না, সাবধান মত রাখিলে উহা স্বভাব ক্রমে আপনা আপনিই ভাল হইয়া যায়। যাহা স্বভাব ক্রমে ভাল হয়, তাহাতে ঔষধ ব্যবহার করা অনুচিত, যেহেতু তাহাতে বিপরীত ফল ফলিতে পারে। কেননা এমন হইতে পারে যে, উপস্থিত রোগ ভাল হইয়া আবার আর একটী নূতন রোগের সৃষ্টি হয়। আবার যে রোগের যে ঔষধ ঠিক উপযুক্ত নয়, তাহা (রোগ নিবারণ হইতেছে না বলিয়া) যদি অধিক পরিমাণে সন্তানকে খাওয়ান কি অন্য প্রকারে ব্যবহার করান যায়, তাহাতে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ বিপরীত ফল ফলিবে। অতএব প্রত্যেক গৃহিণীর চিকিৎসা বিষয় সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, রোগ জন্মিলে রোগীর অপথ্য দ্রব্য আহার করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। এমন কি অনেক বয়োধিক মনুষ্যেরই ঐরূপ প্রবৃত্তি হয়, সুতরাং অল্প বুদ্ধি শিশু সন্তানগণের ত হইতেই পারে। ঐরূপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার মানসে, রুগ্ন সন্তানগণ মাতার নিকট বড়ই খোসামুদ করে। সুযোগ পাইলে অপহরণ করিয়া খায়, খাইয়া রোগের বৃদ্ধি জন্মায়।

কখন কখন সন্তানগণ রৌদ্রে বেড়াইয়া এবং বৃষ্টিতে ভিজিয়া অনেক রোগ উৎপাদন করে। সন্তানগণ কর্তৃক এই সকল অনিয়ম যাহাতে কদাচ না হইতে পারে, প্রসূতি গৃহিণী দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া তাহা করিবেন। যে গৃহের গৃহিণী এই সকল সাবধানতা অবলম্বন করিয়া সন্তানগণের লালন পালন করিতে জানেন, এবং কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, সে গৃহের সন্তান গণ শীর্ণদেহ-যষ্টিবিশিষ্ট

না হইয়া ক্রমে ক্রমে সবল-শরীর হওতঃ, কালে সংসারের অনেক শুভ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিবে, নিশ্চয়ই এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

অতি শৈশব কালে শিশুর শিক্ষাদান সম্বন্ধে, মাতাই শিক্ষক। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার পরক্ষণ হইতেই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয় সকলের তদানীন্তন অল্প অল্প পরিমাণের কার্য্য পরম্পরাই তাহার প্রমাণ। মাতা যখন সদ্য-জাত শিশুকে অঙ্কে তুলিয়া লন, তখন শিশু মাতৃ স্তন পান করিতে আরম্ভ করে, এটী শিশুর তৎকালোচিত জ্ঞানের ফল। স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মাতৃস্তন ঠিক করিয়া লইতে পারে। দেখিতে দেখিতে দৈনন্দিন শিশু যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার ইন্দ্রিয় সকলও তৎপরিমাণে মার্জ্জিত হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে শিশুর অঙ্গ চালনা, গমন শক্তি এবং বাক্‌শক্তির পরিচালন হইতে থাকে এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সম সাময়িক জ্ঞানাপেক্ষা, এই সময়োচিত জ্ঞানেরও আধিক্য হয়। তখন জনক জননীর বা পরিবারস্থ কোন ব্যক্তির বিরক্তি বা স্নেহ, শিশু বিলক্ষণ বুঝিতে পারে। শিক্ষিতা মাতা আবার শিখাইয়া দিতে থাকেন। এইরূপে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেলে, শিশুর লেখা-পড়া শিক্ষারম্ভ হওয়া উচিত। কিন্তু যিনি শিক্ষিতা গৃহিণী, তিনি এই পাঁচ বৎসর সময়ের মধ্যে গল্পচ্ছলে, খেলার ছলেও শিশুকে তেমন তেমন বিষয় সকল শিক্ষা দিয়া থাকেন, যাহা তাহার লেখাপড়া শিক্ষার সময় বিশেষ কার্য্যকারী ও সাহায্যকারী হইতে পারে। সন্তান পাঁচবৎসর বয়োক্রমের সময় লেখাপড়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তখনও পিতা অপেক্ষা মাতাই সুশিক্ষিকা। যাহাতে শিশু সন্তানের কোমল অন্তঃকরণে কোন

রূপ কুসংস্কারের বীজ অঙ্কুরিত হইতে না পারে, যাহাতে ধার্ম্মিক ও সদ্বিদ্বান হইয়া সুখ সংসারের ভার গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়, শিশুকে সেই সকল বিষয়ে সদুপদেশ ও শিক্ষা দান করা, বিদ্যা-বতী ও গুণবতী মাতার কর্ত্তব্য। মাতা গৃহিণী, গার্হস্থ কার্য্যে তিনি উদাসীন হইয়া সর্ব্বক্ষণই যে সন্তানকে লেখাপড়া শিক্ষা, জ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারিবেন, এরূপ সম্ভবপর হয় না। অতএব শিশু সন্তানকে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করা বিহিত। কিন্তু অন্য শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিলেই যে সন্তানকে শিক্ষা দান সম্বন্ধে মাতার দায়ীত্ব ঘুচিল, এরূপ কখনই হইতে পারেনা। এক একটী শিক্ষক হয়ত বহু সন্তানের শিক্ষার ভারগ্রস্ত। শিক্ষক হয়ত একবার কি দুইবার মাত্র কোন একটী বিষয় ছাত্রকে শিক্ষা দিতে কি বুঝাইয়া দিতে পারেন। গুরুভার বহন জন্য ইহার অধিক বার বুঝাইয়া দিবার তাঁহার অবসরও না হইতে পারে। কিন্তু হয়ত শিশু ছাত্র শিক্ষার বিষয়টী সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। বিদ্যালয় হইতে বাড়ী আসিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, শিক্ষিতা গুণবতী মাতা তাহা উত্তম রূপে বুঝাইয়া দিলেন। ইহাতে শিশুর যে উপকার হইল, মাতৃ উপদেশে গুরু মহাশয়ের প্রদর্শিত পাঠ শিশু যেরূপ সুন্দর রূপে বুঝিতে পারিল, তেমন আর কিছুতেই সম্ভব হয় না। শিশু সন্তান বা নাই জিজ্ঞাসা করিল, 'অদ্য বাছা! বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়ের নিকট কি কি পাঠ শিক্ষা করিলে; জগদীশ্বর আমাদিগের সকলের পরম পিতা, তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা আমরা প্রীতির সহিত ভক্তিমান থাকিব, শিক্ষক গুরু মহাশয় তোমাকে এসকল বিষয় সর্ব্বদা উপদেশ ও শিক্ষা দেন কিনা, আর তিনি যেরূপ যেরূপ চলিতে বলেন, যাহা করিতে বলেন, সেইরূপ চলিতে এবং সেই কার্য্য করিতে তোমার প্রবৃত্তি হয় কি না, কিম্বা

সেইরূপ চলা ফিরা এবং কার্য্য করা তোমার যে উচিত, তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ কিনা' বিদুষী ধার্ম্মিকা মাতা সন্তানকে আপনা হইতেই এই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন এবং শিক্ষকের ও তাঁহার নিজের উপদেশ মত সন্তান যে সকল সাধু বিষয় আশু শিক্ষা করিতে পারে নাই, যে পর্য্যন্ত সে না উত্তম রূপে বুঝিতে ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, সে পর্য্যন্ত সেই সকল বিষয়ে পুনঃ পুনঃ সদুপদেশ ও সংশিক্ষা প্রদান করা, গুণবতী মাতার নিতান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য। এইসকল সাধু প্রণালী অনুসারে গৃহিণী মাতা সন্তান গণকে শিক্ষা দিবেন। সন্তানের ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধি সহকারে যে সকল উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা শিখাইয়া দেওয়া এবং শিক্ষা করিবার উপায় করিয়া দেওয়ার ভার পিতার শিরে ন্যস্ত। পিতার অভাবেও উচ্চহৃদয়া প্রখর বুদ্ধি মতী মাতার নিকট হইতে মহৎ ও সৎ শিক্ষা লাভ করিয়া, এ সংসারে কত কত লোক বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করতঃ সুবিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। এ বিষয়ের উত্তম দৃষ্টান্ত মহাত্মা জর্জ ওয়াসিংটন এবং তাঁহার জননী। পিতৃ বিয়োগের সময় জর্জ ওয়াসিংটন শিশু ছিলেন। এইরূপ অসময়ে পিতৃ হীন হওয়ার পর গুণবতী প্রশস্ত হৃদয়া বিধবা মাতা তাঁহাকে যে রূপে লালন পালন করিয়াছিলেন, যে প্রণালীতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে সকল মহত্ত্বের বীজ তাঁহার কোমল চিত্তক্ষেত্রে রোপণ করিয়াছিলেন, সেই প্রণালীর মাতৃদত্ত শিক্ষার বলেই মহাত্মা জর্জ ওয়াসিংটন আমেরিকার উদ্ধার কর্ত্তা, আমেরিকার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাতা হইতে এবং অশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি ও যশ কীর্ত্তি লাভ করিতে, সক্ষম হইয়াছিলেন। যখন ভারতে জননীগণ শিক্ষিতা হইয়া সন্তান গণকে এইরূপ শিক্ষাদান করিতে সক্ষমা হইবেন, কে না আশা করিতে পারে, পতিত ভারত আবার উদ্ধার হইবে।

কিন্তু অনবরত লিখন পঠন, সাধু ও ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে হইলে, বালক বালিকার কোমল হৃদয় অবসন্ন হইয়া যাইতে পারে। তন্নিবন্ধন উপযুক্ত সময়ে তাহাদিগকে খেলা বেড়াও করিতে দেওয়া উচিত। মাতার নিকট শিশু সন্তান যে সকল নির্দ্দোষ প্রশ্রয় পাইয়া থাকে, উল্লিখিত জর্জ ওয়াসিংটন তাহা পাইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা কোন বৈধ শৈশব সুলভ খেলা বেড়া কি নির্দ্দোষ আমোদ আহ্লাদ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতেন না, কিন্তু কিছুই অতিরিক্ত করিতে দিতেন না। আমাদিগের দেশের অধিকাংশ সন্তানগণ পুতুল খেলা করিয়া থাকে। বালিকার পক্ষে যাহউক, বালকের পক্ষে উহা বড় ভাল নয়। তা হইতে ক্ষুদ্রায়তনের ক্রিকেট কি গুটী বাড়ী আদি খেলা, যাহাতে খেলার সঙ্গে শরীরেরও কিছু কিছু ব্যায়াম হয় এবং মনেরও স্ফূর্ত্তি জন্মে, সেই সকল খেলা ভাল এবং তাহাই বালককে খেলিতে দেওয়া উচিত। বালিকারা যে কৃত্রিম রান্না করিয়া এক প্রকার খেলা খেলায়, পুতুলরূপ কৃত্রিম সন্তানগণ ও শ্বশুর শাশুরী প্রভৃতি গুরু জনকে আবার তাহা আহার করায়, কখন কখন বা ঐ সকল সন্তানগণকে কোলে লইয়া ভাবী স্তন্য পান করায়, সে দৃশ্য কি সুন্দর! উহা দ্বারাই তাহাদিগের ভবিষ্যত জীবনের একটা আবশ্যকীয় কার্য্যের এবং প্রীতি, প্রণয়, ভালবাসা ও লজ্জাশীলতা প্রভৃতি স্ত্রীজনোচিত সদ্গুণসমূহের সূত্র পাত হয়।

গৃহস্থের ন্যায় গৃহিণীরও সন্তানগণকে শাসন করিবার অধিকার আছে। সন্তান যদ্যপি কোন অপ্রিয় কার্য্য করে, মাতা তৎক্ষণাৎ তাহাকে শাসন করিবেন। কিন্তু সেই শাসন একমাত্র ক্রোধ কি প্রহারে পরিগণিত করিলে কোন সুফল ফলিবে না। সন্তান যখন ইহা নিশ্চয় রূপে বুঝিতে পারিবে যে, আমি যে কার্য্য করিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ ন্যায়ের অননুমোদিত, তখন অবধি সে

আর ঐ রূপ অন্যায় কার্য্য করিতে সাহসী হইবে না। অতএব সে যে কার্য্য করিয়াছে তাহা যে মন্দ কার্য্য এবং উহা হইতে সর্ব্বতোভাবে বিরত থাকাই যে উচিত, গুণবতী মাতা তাহা তাহার সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিতে উপদেশের সহিত যে সকল উপায়াবলম্বন করা বিহিত, তাহাই করিবেন। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, যদি আর কখনও তুমি এরূপ কার্য্য কর, আমি তোমার সুন্দর কাপর খানি কিম্বা তোমার খেলিবার উপাদানগুলি দক্ষিণের বাড়ীর বড় বৌএর ছেলেকে দিব, কেননা সে অতি শান্ত সুবোধ ছেলে, মাতার অতি বাধ্য। তাহার মা তাহাকে যাহা করিতে নিষেধ করেন, প্রাণান্তেও সে তাহা করে না। আনুসঙ্গিক এই রূপ তুলনা দিয়া এবং ভয়ও দেখাইয়া, অন্যায় কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবেন।

আমাদিগের গৃহিণী গৃহ ধর্ম্মে স্বামীর সহিত প্রথম প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রমে সন্তানের মাতা হইলেন। এক্ষণে তিনি গার্হস্থ ধর্ম্মে পূর্ণ প্রবিষ্টা। তাঁহার জীবনের সহিত সমস্ত সদ্বৃত্তি, সাধু ক্রিয়া সম্পূর্ণতাতে পরিণত। ভালবাসা; যে ভালবাসার কত গুণ; যে ভালবাসা দ্বারা লোকে সমস্ত জগতকে মুগ্ধ করিতে পারে, আমাদিগের গৃহিণীর পূর্ণ অঙ্গে সেই মধুর ভালবাসা পূর্ণ বিকশিত হয়, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনীয়। গৃহস্থ স্বামী উদ্ধত স্বভাব। ধর্ম্ম পথে সময় সময় তাহার পাদ স্খলন হয়। যে গৃহিণী এইরূপ স্বামীকে ভাল বাসেন বলিয়া কটু বলেন, আমরা বলিব, তিনি যথার্থ রূপ ভাল বাসিতে শিখেন নাই। তাঁহার ওরূপ ভালবাসার ফল মন্দ বৈ ভাল হইবে না, কেননা তিনি যত কর্কশ হইবেন, গৃহস্থ স্বামী সম্ভবতঃ তত মন্দ হইবেন। কিন্তু যথার্থ ভালবাসা যে কি পবিত্র, কিবা অতুল আনন্দ প্রদ পদার্থ, তাহা আমাদিগের গৃহিণী বুঝিতে পারিয়াছেন।

সেই জন্য আমরাও বুঝিয়াছি, তাঁহাকে এক দিনের জন্যও একটী কর্কশ কথা বলিতে হয় নাই, অথচ তাঁহার স্বামীর যে কোন ভুক্তি য়া-শক্তি ছিল, সমস্ত বিদূরিত হইয়া এক্ষণে কেবল আমাদিগের গৃহিণী গত চিত্ত। শ্বশুর শাশুড়ী তাঁহার ভাল বাসাতে মুগ্ধ। আমাদিগের পুত্রবধু স্বয়ং লক্ষ্মী, এই কথা ব্যতীত আর তাঁহারা কিছু বলেন না। বাস্তবিক যে গৃহের গৃহিণী বিশুদ্ধ ভাল বাসাতে শ্বশুর শাশুড়ী, স্বামী, দেবর, ও দেবর গণের সহধর্ম্মিণী গণ, সন্তান গণ এবং দাস দাসী গণ প্রভৃতি যাবতীয় পরিজন গণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিয়াছন, সে গৃহ নন্দন কানন। স্বর্গীয় সুখের দৃষ্টব্য ছবি তথায় সদা সর্ব্বক্ষণ বিরাজমান এবং উহা নিরূপম আনন্দের বিহার স্থান।

স্বর্গ অবিচ্ছেদে বিমলানন্দ সম্ভোগ স্থান। পৃথিবী ভিন্ন এই স্বনাম খ্যাত অন্য কোন লোক আছে কি না আমরা তাহা জানি না, জানিবার উপায়ও নাই, কেননা থাকিলেও আমরা নিয়ত তাহা দেখিতেছিনা। কিন্তু স্বর্গভোগ করিতে চাও কি নরক ভোগ করিতে চাও, এই পৃথিবীতেই সমস্ত। এই পৃথিবীই স্বর্গ, স্বর্গ ভোগের উপকরণ সকলই এই পৃথিবীতে আছে, কেবল বাছিয়া লওয়া চাই মাত্র। রমণীগণ এই উপকরণ সমুহের প্রধান উপকরণ। এই রমণী রত্নময় এক একটী পবিত্র গৃহস্থাশ্রমই এক একটী স্বর্গ, নন্দন কানন। আবার এই রমণী জাতির দোষেই এক একটা গৃহস্থাশ্রম, এক একটী নরক, পুরীষ হ্রদ। এই স্বর্গময় মনুষ্য জগতে জগদীশ্বর রমণী হৃদয়ে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। মিষ্টভাষা, পবিত্র ভালবাসা এবং সেবা শুশ্রূষা ইত্যাদি। সাধু জনের নিকট, স্বজন সম্পর্কীয় ব্যক্তির সম্মুখে; এ সকলের ত কথাই নাই, কিন্তু ধর্ম্মপথে স্খলিতপদ নিঃসম্পর্কীয় একটী মানবের

সম্মুখে একটী রমণী বা দেবী মূর্ত্তি দাড়াইয়া কি ভাবে কি রূপে কথামৃত বর্ষণ করিতেছেন, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ ও পর্য্যবেক্ষণ কর। কেমন মিষ্টভাষা, মিষ্টভাষার সহিত কেমন সুন্দর সদুপদেশ সমূহ এবং মিষ্ট ভাষার সহিত উপদেশ-জনিত কেমন চমৎকার মিষ্ট ভৎ'সনা। ভালবাসা কি পদার্থ, চিত্রিত করিয়া কেহ কাহাকে দেখাইতে পারে না। স্বার্থ, ভোগেচ্ছা প্রভৃতি জগতে যাহা কিছু মন্দ, পবিত্র ভালবাসার চরণকমলে সমস্ত উৎসর্গী কৃত। ভালবাসা চুম্বক প্রস্তর নহে সত্য, কিন্তু জানি না, বা বলিতে পারি না, কেন যেন কোন মহিয়সী আকর্ষণী শক্তি বলে সমস্ত জগত ভালবাসার দিকে আকর্ষিত হইতেছে। হৃদয়, ভালবাসার চক্ষুদ্বারা সীতার জীবন ব্যাপী দুঃখ দর্শন করিয়া গুরুতর শোকভারগ্রস্ত, আবার লক্ষ্মণের অসাধারণ ভ্রাতৃ ভক্তি দেখিয়া উৎফুল্ল ও আমোদিত। মানবহৃদয়ে ভালবাসার জন্ম অর্থাৎ মানবহৃদয় ভালবাসার জন্মভূমি; তন্মধ্যেও আবার রমণী হৃদয় উর্ব্বরা। বালিকা নিতান্ত শিশু, জগতের কিছু জানেনা, কিছু দেখে নাই অথচ কোথা হইতে তাহার সেই অপরিস্ফুট হৃদয়ে এত ভালবাসা আসিল, যাহার গুণে বর্ষীয়স্ পিতা, বর্ষীয়সী মাতা এত বিমুগ্ধ। কাল সহকারে আবার সেই বালিকা গৃহস্থের গৃহিণী। যাহাকে সে পূর্ব্বে কখন আর দেখিয়াছিল না, যাহার সংসর্গে পূর্ব্বে আর কখনও বসবাস করিয়াছিল না, এক্ষণে আবার সে সেই অপরিচিত মানবের সহধর্ম্মিণী, স্বামী গৃহনীতা। সেখানে যাইয়াও দেখিতে পাইবে সেই পবিত্র ভালবাসা। শ্বশুর শাশুড়ী ভালবাসায় মুগ্ধ, হৃদয়বল্লভ এককালে তদ্গত। ভাল বাসা এমনই মধুরময় পদার্থ; রমণী হৃদয়ে ভালবাসার এমনই আধিক্য। সেবা শুশ্রূষার পরীক্ষায় জগতে রমণী জাতি যে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইবেন, তাহার আর দ্বিতীয় কথা কি?

উহা এক কালে অবধারিত কথা। রুগ্ন শয্যায় শায়িত একটী মানব। এ সময়ে মাতা, ভগ্নি কি সহধর্ম্মিণীর সেবা শুশ্রূষা, সে সেবা শুশ্রূষার ত তুলনাই নাই, উপমাই নাই, অনুপমেয়, কিন্তু হতভাগার সে কেহই নাই; মাতা নাই, ভগিনী নাই, প্রাণোপমা সহধর্ম্মিণী নাই, তবু আছে একজন সহোদর ভ্রাতা। কিন্তু প্রতি বাসিনী সুশীলা দেবী দেখিলেন, ভ্রাতা রুগ্নের সর্ব্বাঙ্গীন শুশ্রূষা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, আপনি যাইয়া রুগ্নের পরিচর্য্যার ভার লইলেন। সেই রুগ্নের পাশে এই পবিত্র রমণী মূর্ত্তি উপবিষ্টা হইয়া কত যতনে রোগীর শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিল। রোগীর সঙ্গে রাত্রি জাগরণ, ঘৃণাশূন্য হৃদয়ে তাহার মল মূত্র পরিষ্কার করণ, অতি সাবধানতার সহিত রোগীকে নাড়ান চাড়ান, যাতনা-দাহ-দগ্ধ রোগীর শরীরে কোমল হস্ত সঞ্চালন দ্বারা অমৃত বর্ষণ, রমণী হৃদয় ভিন্ন রোগীর বিষময় শয্যাকে এই রূপ অতুল কার্য্য পরম্পরা দ্বারা সুখময় ও মধুময় করিতে আর কোন হৃদয়ের সাধ্য? তাই বলিয়াছি এই পৃথিবী স্বর্গধাম করিবার উপকরণ সমূহ মধ্যে রমণী প্রধান উপকরণ। কিন্তু তবে কি উল্লিখিত গুণ গ্রাম সমূহ জগতে সমস্ত রমণী হৃদয়েরই স্বতঃসিদ্ধ গুণগ্রাম, উহা কি ক্ষেত্রতত্ত্বের স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ। তবে কি পৃথিবীতে ব্যভিচারিণী কি স্বৈরিণী কেহ নাই, যাহার দুর্ব্বাক্য বর্ষণে আপন পর সকলেই ব্যতিব্যস্ত, সকলেই জর্জ্জরিত এরূপ স্ত্রীলোক কি পৃথিবীতে একান্ত দুর্ল্লভ, পৃথিবীতে কি নারীকুল কলঙ্ক বারাঙ্গনা নাই? আছে। কিন্তু তাহারা রমণীপদ বাচ্য নহে। তাহা-দিগের অস্তিত্ব দ্বারা জগত নরকাকারে পরিণত। যাঁহারা যথার্থ রমণী, তাঁহারা উল্লিখিত গুণ গ্রামের বিধায়িনী, পতিত জগতের উদ্ধার কারিণী, সমস্ত সংসারকে সুখময় করিতেই তাঁহাদিগের সৃষ্টি।

উদারতা; উদারতা যার পর নাই নিঃস্বার্থ সাধু প্রবৃত্তি। যিনি প্রকৃষ্টা গৃহিণী, তিনি নিশ্চয়ই এই উদারতার দাসী হইবেন। সত্য বটে, আমাদিগের দেশে অনেক সম্পন্না গৃহিণী, নামের জন্য দান দক্ষিণা এবং জলাশয়াদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং করিতেছেন, কিন্তু উহা কাম্য, উদারতার ফল বলা যাইতে পারে না। উদারতা নীরবে, নিঃস্বার্থ ভাবে, পরের উপকার করে। বিরলে বসাইয়া সময় সময় শরীর হইতে বিদ্ধ কণ্টক বাহির করিয়া দিয়া একান্ত সুখানুভব করায়। সহিষ্ণুতা; সমধ্বী গৃহিণী সহিষ্ণুতার অধীনা হইবেন। সন্তান দুধের জন্য আব্‌দার করিতেছে, ভৃত্যগণ স্নান করিতে যাইবে, মস্তকে মর্দ্দন জন্য তৈল চাহিতেছে, স্থবির শ্বশুরের পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে, এখনই তাঁহার পথ্য প্রস্তুত করিয়া দিতে হইতেছে, অসহিষ্ণু গৃহিণী হয় ত গোলমালে পড়িয়া কিছুই করিতে পারিলেন না; কিন্তু আমাদিগের গৃহিণী অসহিষ্ণু নহেন, তিনি সহিষ্ণুতার অধীনা। আস্তে আস্তে তিনি সমুদায় করিয়া উঠিলেন। যথার্থ সহিষ্ণুতার ফল এই বটে। অথবা দাস দাসী কাতর, শ্বশুর শাশুড়ী স্থবির, স্বামীটী রুগ্ন, নিজেরও শরীর সময় সময় রুগ্নাবস্থাপন্ন, এরূপ কষ্টের অবস্থাতেও যে গৃহিণী সংসারের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, যাবতীয় সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছেন, আমরা তাঁহার সহিষ্ণুতাকে শত শত ধন্যবাদ করিব। লজ্জা; লজ্জা গৃহিণীর পক্ষে অলঙ্কার। যাহার লজ্জা আছে, দেখিতে কুরূপা হইলেও আমরা তাহাকে বড়ই সুন্দর দেখি। কিন্তু আমাদিগের দেশের আধুনিক প্রবর্ত্তিত অবগুণ্ঠন ও অবরোধ প্রথাই যে লজ্জার ফল, তাহা কখনই নহে; বরঞ্চ উহাতে যথার্থ লজ্জাবতী সুন্দরী গৃহিণীর প্রসন্ন মুখ কান্তির শোভা নষ্ট করে। শ্বশুর শাশুড়ী যদি ইহা বলিতে পারিলেন যে, বধুমাতা! তোমাকে এই কর্ম্ম

করিতে আমরা পূর্ব্বে একবার নিষেধ করিয়াছিলাম, পুনরায় তুমি তাহা করিয়াছ। স্বামী যদি বলিলেন, প্রিয়ে! তোমার এই কর্ম্ম ন্যায় সিদ্ধ হয় নাই। তাহাদিগের এই কথায় গৃহিণী হৃদয়ের সহিত যে লজ্জা পাইলেন, সেই লজ্জার আঘাত যে গৃহিণীর ধমনীতে পর্য্যন্ত যাইয়া লাগিল, আমরা সেই গৃহিণী কেই যথার্থ লজ্জাবতী বলিব। ধৈর্য্য; স্ত্রীলোকের পক্ষে ধৈর্য্য বলবান প্রহরী। শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ প্রকারের যে কোন প্রকার বিপদই উপস্থিত হউক, ধৈর্য্য স্ত্রীলোককে উহা হইতে রক্ষা করিতে পারে। অতএব ধৈর্য্যকে সর্ব্বদা সঙ্গের সঙ্গী করিয়া রাখা গৃহিণীর কর্ত্তব্য। ভক্তি শ্রদ্ধা; ভক্তি শ্রদ্ধা মানব জাতির প্রধান ধর্ম্ম প্রবৃত্তি। আমাদিগের গৃহিণী এই ধর্ম্ম প্রবৃত্তিময়ী হইবেন, ইহা সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয়। ভক্তি মানব হৃদয়ের সঞ্জিবনী শক্তি। ক্ষণ কালের জন্য ভক্তির কার্য্য স্থগিদ্ হউক, দেখিতে পাইবে, হৃদয় অসার হইয়া পড়িয়াছে। ভক্তি শূন্য মানব নির্জ্জীব, মৃত, জড়পিণ্ড পাষাণ, আর যাহার হৃদয় সর্ব্বদা ভক্তিরসে পরিপ্লুত, তিনি মানব হইয়াও দেবতা, সংসারী হইয়াও যোগী। ভক্তির গতি নিয়ত ঊর্দ্ধ গামী, পুতঃ সলিলা জাহ্নবীর ন্যায় স্বচ্ছ ও নির্ম্মল, নীচতা সেই গতি পথের ত্রিসীমার মধ্যেও আসিতে পারে না। কি নর কি নারী, যাহার হৃদয়ে উল্লিখিত ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সরল ভাবে স্থান প্রাপ্ত হয় না, তিনি মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে পারেন না। করুণাময় বিশ্বপতি আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন, পালন করিতেছেন, এবং আমাদিগের অশেষবিধ মঙ্গল সাধন করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার নিকট আমাদিগের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু যদি ভক্তিশ্রদ্ধা উপকরণ না থাকিত, তবে কৃতজ্ঞতাকে আমরা কি দিয়া গঠন করিতাম? যে পিতা মাতা আমাদিগের জন্মাবধি

একশেষ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, জগতে অতুল স্নেহের সহিত লালন পালন করিয়াছেন, আর যে মহাপুরুষ, স্বার্থ বিরহিত চিত্তে আমার বিপদের সময় কত উপকার করিয়াছেন, আমরা যদি তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তির স্রোত ঢালিয়া না দেই, অভিধানে আমাদিগের অর্থে মনুষ্যের পরিবর্ত্তে অসুর বুঝাইবে। অতএব গৃহস্থের ন্যায় গৃহিণীরও শ্রদ্ধা ও ভক্তিময়ী হওয়া উচিত। যে গৃহিণীর এই সকল গুণ আছে, যিনি ন্যায়পরতা, সত্যবাদিত্ব এবং ধর্ম্মপরায়ণতার আধার, যিনি সর্ব্বদা মিষ্ট কথা বলেন, সকলের হিত চেষ্টা করেন, আপন সন্তান পর সন্তানকে সমান ভাবে দেখেন, আপনি না খাইয়া না পরিয়াও অন্যকে খাওয়াইয়া পরাইয়া সুখবোধ করেন, তিনি দেবী। দেবতারা স্বর্গ হইতে তাঁহার সুখ বিধান করেন এবং তাঁহার পবিত্র হৃদয়ে ঈশ্বরের সিংহাসন সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকে। তিনি যে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী, আত্মবিচ্ছেদ, নিরানন্দ, এবং দুঃখ রূপ পিশাচগণ সে গৃহের ত্রিসীমার মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে না।

বিবাহের পর হইতেই রমণী স্বামী গৃহ বাসিনী; সুতরাং পিতা মাতা এবং ভ্রাতা ভগিনীগণ হইতে দূরস্থা হইয়াছেন। এদেশে এই রূপ পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে পিতা মাতা এবং ভ্রাতা ভগিনীর সম্বন্ধও রমণীগণের নিকট হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। অনেক কামিনী এরূপ আছেন, যাহারা গৃহস্থের গৃহিণী হইয়া আপন কর্ত্তব্য সকল ভুলিয়া যান এবং স্বার্থপরতার স্রোতের মধ্যে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া বিলাসতা এবং ভোগ বাসনা চরিতার্থ করিতে থাকেন। তখন যে পিতা মাতা ভিন্ন এক মুহূর্ত্ত কালও জীবন ধারণের উপায় ছিলনা, এবং যে ভ্রাতা ভগিনীগণের সহিত শৈশবে অকৃত্রিম প্রণয় ছিল, যাহাদিগের সহিত একত্র

খেলান বেড়ান, একত্র জনক জননীর নিকট আহার অন্বেষণ, একত্র শয়ন ছিল, একত্র ভোজন ছিল, সেই পিতা মাতা ও ভ্রাতা ভগিনীগণও অনেক দূরে গিয়া পড়েন। আমাদিগের গৃহিণী আমাদিগের কথা শুনিবেন আমরা এরূপ আশা করিতে পারি; সুতরাং আমরা তাঁহাকে উপদেশ দেই যেন তিনি কদাচ এরূপ স্বার্থপরতার অন্যায় ভার বহন না করেন। নারী ললাট লিখিত বিধাতার অনুপম বিধি মতে, বিবাহের পর স্বামীর সহিত একত্র সহবাস বিধান জন্য দূরস্থানে বাস করা হেতুই কি আমাদিগের গৃহিণীর হৃদয় হইতে পিতা মাতা ও ভ্রাতা ভগিনীর সম্বন্ধ মুছিয়া যাইবে? কখনই নয়। পিতা মাতার সেই অকৃত্রিম স্নেহ, ভ্রাতা ভগিনী গণের সেই অকপট প্রণয়, আমাদিগের গৃহিণীর হৃদয় ক্ষেত্রে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিবে। সাধ্যানুসারে তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করিবেন। তাহাদিগের অমঙ্গল সমাচারে আপনাকে বিপন্না জ্ঞান করিবেন। আর সাক্ষাৎ সহকারে পিতামাতার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন এবং ভ্রাতা ভগিনীর সহিত পূর্ব্বরূপ সেই ভালবাসা সেই অকপট প্রণয়, বিভাসিত করিবেন।

গৃহস্থের ন্যায় গৃহিণীরও দাস দাসী গণের প্রতি সদয় ব্যবহার করা উচিত। দয়া, মিষ্ট ভাষা এবং তজ্জনিত অনুরাগ-উদ্দীপক গৃহস্থ চরিত্রের আশ্রয়ে যে গৃহে দাস দাসী গণ সুখে বাস করিতে আশা করিয়া থাকে, সে গৃহের গৃহিণী যদ্যপি বিপরীত আচরণ করেন, অযথা ক্রোধ করেন, দুর্ব্বাক্য বর্ষণ করেন, এবং ক্ষুদ্রতম অপরাধও ক্ষমা করিতে না জানেন, দাস দাসী গণ অধিক দিন সে গৃহে থাকিতে চায় না। বরঞ্চ গৃহস্থ কটু বলিলেও যদি গৃহিণী মিষ্ট কথা বলেন, দাস দাসী গণ আনন্দের সহিত

সে গৃহে বাস করিতে ভালবাসে। অধিকাংশ স্থলে কর্ত্তার কর্কশ আচরণ এবং অন্যায় দণ্ডের বিরুদ্ধে, দাস দাসীগণ কর্ত্রীর নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়া বিচারের প্রার্থনা করে। বিচারের ফল মন্দ ও বিপরীত হইলে, তাহারা ভগ্নচিত্ত ও সঙ্কোচিত হয়, সুতরাং স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে তাহাদিগের অভিরুচি জন্মে। অতএব দাস দাসী গণের প্রতি কঠোর ব্যবহার করা নীতিবিরুদ্ধ। সত্যবটে, তাহাদিগের কৃত অন্যায়ও দুষ্কর্ম্ম জন্য তাহাদিগেকে শাসন করা উচিত, কিন্তু তাহাদিগের অন্যায় ও অসঙ্গত কোন কার্য্যই যদি গৃহিণীর দৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে না পারে, গৃহিণীর চরিত্রে যদি এতই পবিত্রতা থাকে, যাহার তেজ অন্যায় ও দুর্নীতিকে ঘৃণা করে এবং তন্নিবন্ধন ভবিষ্যতে তাহারা আর কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে সাহসী না হয়, তা হইলেই যথেষ্ট শাসন থাকে। ইহার অধিক শাসন আর কি হইতে পারে?

গবাদি গৃহপালিত পশুদিগকে গৃহস্থের ন্যায় গৃহিণীরও স্বয়ং তত্ত্বাবধান করা কর্ত্তব্য। কেবল মাত্র ভৃত্যগণের প্রতি তাহাদিগের পারিচর্য্যার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা গৃহিণীর কর্ত্তব্য নয়। আমাদিগের দেশে, বিশেষতঃ পল্লীগ্রাম সমূহে, রাখাল যখন মাঠে চরাইয়া, গাভীগণ প্রভৃতি পালিত পশ্বাদি সহ সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ীতে প্রত্যাগত হয়, তখন গৃহিণীরা স্বহস্তে সেই সকল পশু দিগের আহার্য্য পরিবেশন করিয়া থাকেন, এ দৃশ্য কি সুন্দর!

গৃহস্থের ন্যায় গৃহিণীরও সময়ের সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সময় অমূল্য সম্পত্তি। ইহা একবার গেলে, শত সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দ্বারাও আর তাহা ফিরিয়া পাওয়া যায় না।

যে গৃহের গৃহিণী সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে জানেন, অভাব অভাব শব্দ সে ভাগ্যবান গৃহে শুনা যায় না। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমাদিগের দেশের অধিকাংশ গৃহিণীগণ সময়ের প্রকৃত ব্যবহার করিতে জানেন না। ইংলণ্ডীয় রমণীগণ পাকসাক করেন না যথার্থ, কিন্তু সর্ব্বদাই কোন না কোন কার্য্যে লিপ্ত থাকেন। একটুকু সময়ও তাঁহারা বৃথা ক্ষেপণ করেন না। সেইজন্য ভাগ্য লক্ষ্মীও আজ কাল তাঁহাদিগের উপরই প্রসন্না। গৃহস্থ অধ্যায়ে সময়ের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে যেরূপ লিখিত হইয়াছে, গৃহিণীরও তাহাই কর্ত্তব্য। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ক্রমে ক্রমে আমাদিগের গৃহিণী বার্দ্ধক্যে উপনীতা হইলেন। নিজের প্রযত্নে এবং স্থবির গৃহস্থ স্বামীর সাহায্যে, নিয়মিত সময়ে কন্যা সন্তান গণকে উপযুক্ত পাত্রস্থা করিয়াছেন। পুত্রসন্তান গণকে গৃহকার্য্যে উপদিষ্ট করাইয়া, ধার্ম্মিকা ও গুণবতী পাত্রির সহিত তাহাদিগের বিবাহ দিয়াছেন। এক্ষণ উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি সাংসারিক ভার অর্পণ করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্তান্তঃকরণের সহিত সংসার হইতে স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করিয়াছেন। যে ধর্ম্মভাব তাঁহাদিগের অঙ্গের ভূষণ স্বরূপ ছিল, অথচ সংসারের চিন্তাঘাতে সময় সময় ভগ্ন হইত, সাংসারিক চিন্তার অবসান জন্য, সেই ধর্ম্ম ভাব আমাদিগের ধার্ম্মিক ও ধার্ম্মিকা গৃহস্থ ও গৃহিণীর হৃদয় পটে আরও বদ্ধমূল হইয়াছে। এক্ষণে ভ্রান্তিক্রমে ক্ষণকালের জন্যও স্খলিত হয়না। তাহাদিগের জ্ঞান নেত্র গোচরে করুণাময় জগদীশ্বর সর্ব্বদা বিরাজমান। আমরা গৃহিণীর সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ আরও গুটীকত কথা বলিয়াই এই গৃহিণী অধ্যায়ের উপসংহার করিব।

গৃহ সামগ্রী সকল যথাস্থানে সংস্থাপিত রাখা গৃহিণীর বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্য। ইহাকেই প্রকৃত গৃহিণীপণা বলে। বলা বাহুল্য, গৃহস্থের অপেক্ষা গৃহিণীরই এই বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। সুশীলা নিমন্ত্রণোপলক্ষে মাসীর বাড়ীতে যাইয়া কয়েক দিবস যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার মাসী সম্পন্ন গৃহের কর্ত্রী ছিলেন বটে, কিন্তু সুশীলা দেখিলেন, তাঁহার মাসীর বাড়ীর জিনিষপত্র সকলই এলো মেলো। একদিবস একটী চাকর, একটী কাটারির জন্য কোন এক কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলনা। এক দিবস তাঁহার দাদা (মাসীর পুত্র) তন্ন তন্ন করিলেন, উপযুক্ত সময় উত্তীর্ণ হইল, তৎপরেও দুই দণ্ড কাল গেল, কিন্তু গামোছা খানি পাইলেন না। সুশীলার অন্তঃকরণে এইরূপ এলো মেলো ভাব বড়ই বাজিল। প্রত্যেক বস্তু তাহার যথাস্থানে রক্ষা করিতে জানেন না বলিয়াই তাঁহার মাসীর সংসারে প্রচুর অর্থ থাকা স্বত্ত্বেও, অনেক অভাব ও গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। সুশীলা বুঝিলেন, তাঁহার মাসীর এইরূপ অনভিজ্ঞতা বড়ই দোষ। এক দিবস সুশীলা তাঁহার মাসীর অনুমতি লইয়া, তদীয় গৃহের যাবতীয় জিনিষপত্র পরিপাটীরূপে শৃঙ্খলা করিলেন এবং যে জিনিষ যে ঘরে যে স্থানে রাখা উচিত, সেইস্থানে রক্ষা করিয়া দিলেন। মাসীমাকে বলিলেন, তিনি বাড়ীর সকলকে বলিয়া দিবেন যে, যিনি যখন যে জিনিষ দ্বারা কার্য্য করিবেন, কার্য্য সমাপনান্তে তিনি আবার সেই জিনিষ আনিয়া তাহার উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া দিবেন। সুশীলার এই মহৎ কার্য্যে তাঁহার মাসী অত্যন্ত উপকৃতা হইয়া তাঁহার নিকট যারপর নাই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছিলেন। সংসারের জিনিষপত্র গুলির প্রতি উদাসীন থাকিলে

এবং তাহা যথাযথ স্থানে সুশৃঙ্খলার সহিত রক্ষা করিতে না জানিলে, তন্নিবন্ধন যে অনেক সময় বিশেষ কষ্ট সহ্য করিতে হয়, সুশীলা বালিকা কাল হইতেই তাহা বুঝিয়া ছিলেন। গৃহ সামগ্রীর শৃঙ্খলা স্থাপন বিষয়ে উত্তমরূপে অভিজ্ঞা হইয়াছিলেন জন্য, সুশীলা যে একটী অদ্বিতীয়া গৃহিণী হইয়া উঠিয়াছিলেন, সুশীলার উপাখ্যান পাঠিকা মাত্রই তাহা অবগত আছেন।

এই রূপে সাংসারিক দ্রব্য সামগ্রীর পারিপাট্য ও সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন এবং প্রাত্যহিক আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন, গৃহিণীর নিতান্তই কর্ত্তব্য। নিম্নে গৃহিণীর নিত্যকর্ম্ম সম্বন্ধে সাদা-সিধে একটী পদ্যময় প্রবন্ধ লিখা গেল। আশা করি প্রত্যেক গৃহিণী ঐ সাদা-সিধে প্রবন্ধটী মুখস্থ করিয়া রাখিবেন এবং কায়মনোবাক্যের সহিত প্রতিদিন ঐ প্রবন্ধ কার্য্যে পরিণত করিবেন।

গতনিশী অন্তে যবে হইবেক ভোর।
সকলের অগ্রে উঠা প্রথম্ কার্য্য মোর॥
করিব উঠিয়া অগ্রে ঈশ্বর স্তবন।
তার পর গুরুজনে করিব পূজন॥
অতঃপর উঠাইব পুত্র কন্যাগণ।
ক্রমে সাংসারিক কার্য্য করিব পত্তন॥
অতি যতনে পুত্র কন্যা উঠাইয়া।
হস্ত মুখ সকলের দিব ধোয়াইয়া॥
শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী আদি গুরুজনে।
জল দিব হস্ত মুখ আদি প্রক্ষালনে॥
পাঠেতে নিযুক্ত করি সন্তান গণেরে।
ভৃত্যগণে দিব সব কার্য্য বিলি করে॥

ঘর দ্বার স্ব শরীর করি পরিষ্কার।
রন্ধন কার্য্যেতে আমি হব আগুসার॥
দেবর গণেরে স্নেহ করিব সম্মান।
তাদের সহধর্ম্মিণী ভগ্নীর সমান॥
রন্ধনে লইব ভগ্নীগণ সহায়তা।
সংসারের সকলেরে করিব মমতা॥
ত্বরা পাক কার্য্য আমি করি সমাপন।
শ্বশুর শাশুড়ী আদি যত গুরুজন॥
পুত্র কন্যা দাস দাসী শ্রেষ্ঠ কনিয়ান্।
যত আছে আমার সংসারে মতিমান॥
খাওয়াইব সকলেরে অতি সযতনে॥
শেষ যা রহিবে তাহা খাইব আপনে॥
প্রাণপতি কার্য্যক্ষেত্রে হবেন মগন।
পাঠশালে পাঠাইব পুত্র কন্যাগণ॥
খাওয়া দাওয়া পরে বাকি যত কার্য্য থাকে।
পুনঃ আরম্ভিব সমাপিব একে একে॥
স্থবির গুরুজনেরা সংসারের সার।
তাঁদের উপরে নাহি দিব কার্য্য ভার॥
কেবল শুশ্রূষা করি তুষিব তাঁদিগে।
কার্য্য কর্ম্মে মনোযোগ করিব চৌদিগে॥
ক্রমে অবসান যবে হবে দিবাকর।
প্রাণনাথ লভিবেন কার্য্যে অবসর॥
পুত্র কন্যাগণ সব পাঠশালা হতে।
পুলকিত চিত্তে যবে আসিবে বাড়িতে॥
জল খাওয়াইব সব আদরের ধনে।
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিব মনে মনে॥

রাত্রি আগমন মাত্র পুনশ্চ রন্ধন।
আরম্ভিব যত্নবতী হইয়া তখন॥
রাত্রির আহার্য্য পাক করি সযতনে।
পুনঃ খাওয়াইব সবে আনন্দিত মনে॥
অতঃপর করি দিব শয্যার রচন।
যথা যোগ্য স্থানে সবে করিবে শয়ন॥
এই রূপে সব কার্য্য হলে সমাহিত।
প্রাণনাথ পার্শ্বে আমি হইব শায়িত॥
তৎপূর্ব্বে উভয়ে মিলি একাগ্র চিত্তেতে।
স্তবন করিব জয় জগদীশ প্রীতে॥
মহামূল্য সময়ের একতিল অংশ।
কদাচিত না করিব মিছা মিছি ধ্বংস॥
করি এ সকল কার্য্য সাধু মনোমত।
গুরুজন আশীর্ব্বাদ লভিব সতত॥
হব হৃদয়েশ সোহাগিনী এ জগতে।
এই মতি দেন ঈশ গৃহিণী চরিতে॥

যিনি আপন গৃহিণী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে অভিলাষ করেন, জীবন অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই নামটুকু পর্য্যন্ত সংসার হইতে জন্মের মত তিরোহিত হইয়া না যায়, বরঞ্চ সকলে তাঁহাকে চিরস্মরণীয়া প্রকৃষ্টা গৃহিণী বলিয়া স্মরণ করে, যিনি এরূপ আশা করেন, পরলোকগতা হইয়া দেব লোক বাসিনী গণের সহিত চিদানন্দ ভোগাধিকারের অধিকারিণী হইবেন, যিনি এরূপ বাসনা করেন, গৃহিণী জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত উল্লিখিত সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম কায়মনোবাক্যের সহিত সদা সর্ব্বদা অবিসম্বাদিতরূপে নির্ব্বাহ করা তাঁহার নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

গৃহিণীর যে সকল গুণ থাকা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া আমরা বর্ণনা করিলাম, আমাদিগের গৃহিণী সে সমস্ত গুণেই গুণবতী হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার অন্তিম কাল উপস্থিত। হয় তাঁহার ধার্ম্মিক স্বামী স্থবির গৃহস্থ অগ্রবর্ত্তী হইয়া তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন, কিম্বা অনন্ত রাজ্যে যাইয়া আপন স্বামীর সহিত যে যে উপকরণ দ্বারা অনন্ত সুখভোগ করিবেন, সেই সকল উপকরণের সামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন জন্য আমাদিগের গৃহিণীই অগ্রবর্ত্তিণী হইতেছেন। দেখ কি চমৎকার! ধর্ম্মের কতই জোর! দুরন্ত কাল সম্মুখে দণ্ডায়মান। পাপাশঙ্কা মানবীই তাঁহাকে ভয় করিবে, কিন্তু আমাদিগের দেবীস্বরূপা গৃহিণী দেবী তাহাকে কিঞ্চিন্মাত্রও ভয় করেন না। ধার্ম্মিকা গৃহিণীর মৃত্যুকালেও নির্ভিকতা। ঈশ্বর যাহার হৃদয় রাজ্যে চিরকাল বিরাজমান, মৃত্যুকে তাঁহার ভয় কি? পাপিনীর নিকট মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি, কিন্তু ধার্ম্মিকার নিকট মৃত্যুর ছবি অতি প্রশান্ত। আমাদিগের গৃহিণী আনন্দের সহিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া জীবনের শেষ অঙ্ক অভিনয় করিতেছেন। আহা! দেখিতে দেখিতে পার্থিব দেহ ত্যাগ করিলেন। সন্তান গণ মা! মা! বলিয়া, অপরাপর আত্মীয় স্বজন অনুপমা আত্মীয়া বলিয়া, পাড়া প্রতিবেশী গণ গৃহিণীরূপা দেবী বলিয়া এবং দাস দাসী গণ গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপী কর্ত্রী বলিয়া কতই আক্ষেপ করিল। কিন্তু কিসের আক্ষেপ? গৃহিণী দেবী সুরলোক বাসিনী হইয়া অশেষ সুখ ভোগ করিতে চলিলেন। তাঁহার এই সুখের দশায় তাঁহার জন্য আমরা কেন আক্ষেপ করিব? আবার আর কি শুনি! আহা! ধন্য ধন্য! দেবলোকগতা আমাদিগের গৃহিণীকে যেন সুরলোক বাসিনী সুমনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন,

দেবি! তুমি কি পুণ্যবলে এই সুর লোকে উপস্থিত হইলে। আমাদিগের দেবী যেন শাণ্ডিলীর ন্যায় উত্তর করিতেছেন,

* নাহং কাষায়বসনা নাপি বল্কলধারিণী।
ন চ মুণ্ডা চ জটিলা ভূত্বা দেবত্বমাগতা॥
অহিতানি চ বাক্যানি সর্ব্বাণি পরুষানি চ।
অপ্রমত্তা চ ভর্ত্তারং কদাচিন্নাহমব্রুবং॥
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনে।
অপ্রমত্তা সদা যুক্তা শ্বশ্রূশ্বশুরবর্ত্তিনী॥
পৈশুন্যেন প্রবর্ত্তামি ন মমৈতন্মনোগতং।
প্রদ্বারি ন চ তিষ্ঠামি চিরং ন কথয়ামি চ॥
অসদ্বা হসিতং কিঞ্চিদহিতং বাপি কর্ম্মণা।
রহস্যমরহস্যং বা ন প্রবর্ত্তামি সর্ব্বথা॥
কার্য্যার্থে নির্গতঞ্চাপি ভর্ত্তারং গৃহমাগতং।
আসনেনোপসংযোজ্য পূজয়ামি সমাহিতা॥
যদন্নং নাভি জানাতি যদ্ভোজ্যং নাভিনন্দতি।
ভক্ষ্যং বা যদি বা লেহ্যং তৎসর্ব্বং বর্জ্জয়াম্যহং॥
কুটুম্বার্থে সমানীতং যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যমেবতু।
প্রাতরুত্থায় তৎ সর্ব্বং কারয়ামি করোমিচ॥
প্রবাসং যদি মে যাতি ভর্ত্তা কার্য্যেণ কেনচিৎ॥
মঙ্গলৈর্বহুভির্যুক্তা ভবামি নিয়তা তদা।
অঞ্জনং রোচনাঞ্চৈব স্নানং মাল্যানুলেপনং।
প্রসাধনঞ্চ নিষ্ক্রান্তে নাভিনন্দামি ভর্ত্তরি॥
নোত্থায় যামি ভর্ত্তারং সুখসুপ্তমহং সদা।
অন্তরেষ্বপি কার্য্যেষু তেন তুষ্যতি মে মনঃ॥
নায়াসয়ামি ভর্ত্তারং কুটুম্বার্থেঽপি সর্ব্বদা।
গুপ্তগুহ্যা সদা চাস্মি সুসংসৃষ্ট নিবেশনা॥

অর্থাৎ "দেবি! আমি শিরোমুণ্ডন, জটাধারণ অথবা কাষায় বস্ত্র বা বল্কল পরিধান করিয়া এই লোক লাভ করিয়াছি,

---

* হিন্দু ধর্ম্মনীতি হইতে উদ্ধৃত।

এরূপ বিবেচনা করিবেন না। আমি কখনও ভর্ত্তার প্রতি অহিতকর বা পরুষ বাক্য প্রয়োগ করি নাই। সর্ব্বদা অপ্রমত্ত ও যতব্রত হইয়া দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণ গণের পূজা এবং শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবা করিতাম। আমার মনে কখনই কুটিল ভাবের আবির্ভাব হয় নাই; আমি কদাপি বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান বা কোন ব্যক্তির সহিত অধিকক্ষণ কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতাম না। কি প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য কোন হাস্যজনক ও অহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে কখনই আমার প্রবৃত্তি হয় নাই; আমার ভর্ত্তা স্থানান্তর হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে, আমি সমাহিত চিত্তে তাঁহাকে আসন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত পূজা করিতাম। যে সমুদায় ভক্ষ্য বস্তু তাঁহার অপরিজ্ঞাত ও অনভিমত হইত, আমি কদাচ তৎসমুদায় ভক্ষণ করিতাম না। পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিজন দিগের নিমিত্ত যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, আমি প্রতি দিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং ও অন্য দ্বারা তৎসমুদায় সম্পাদন করিতাম। আমার পতি কোন কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করিলে, আমি কেশ সংস্কার এবং গন্ধমাল্য, অঞ্জন ও গোরচনা দ্বারা দেহের সৌন্দর্য্য সাধনে প্রবৃত্ত না হইয়া, সতত সংযতচিত্তে বিবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম। যখন তিনি নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেন, তখন বিশেষ কার্য্য থাকিলেও আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতাম না। পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত সর্ব্বদা তাঁহাকে আয়াস দিতাম না। গুপ্ত বিষয় কদাপি প্রকাশ করিতাম না এবং নিরন্তর গৃহ সমুদায় পরিষ্কার রাখিতাম।” যে নারী সমাহিত হইয়া এইরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনিই যথার্থ গৃহিণী। ইহ সংসারে তাঁহার হৃদয়

মানব ও দেব বাঞ্ছিত পরম পবিত্র। তাঁহার মূর্ত্তি সুশীতল, সুনির্ম্মল এবং শুভ্র সমুজ্জল শারদীয় পূর্ণশশী। তিনি স্বয়ং জীবন তোষিণী, স্বচ্ছা, আবিলত্ব বর্জ্জিতা পুতঃসলিলা জাহ্নবী॥ তিনি অন্তে স্বর্গ লোকে ও অরুন্ধতী প্রভৃতি সতী নারী গণের ন্যায় পরম সুখ সম্ভোগ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

রাজা ও প্রজা।

রাজা এবং রাজপদ কোন্ সময় কি কারণ বশতঃ প্রথম সংস্থাপিত হয়, তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন বিষয় বটে। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই কিছু রাজার অবতারণা হয় নাই; অর্থাৎ মানব জাতির সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই জগদীশ্বর রাজারূপ কোন স্বতন্ত্র মানব সৃষ্টি করেন নাই। পুরুষ ও প্রকৃতিই বলি কিম্বা আদম আর ইভই বলি, যে মূল হইতেই মানব জাতি উৎপত্তি * হইয়া থাকুক, স্থূল কথা এই যে, মানব জাতির প্রথম উৎপত্ত্যান্তে নর নারীর সন্তান সন্ততি ক্রমে ক্রমে জন্মগ্রহণ করতঃ ক্রমে ক্রমে

*আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, জল, স্থল, পশু পক্ষী প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গম এবং পরে পর মনুষ্য জাতির উৎপত্তি বিধান, শাস্ত্র ভেদে নানাবিধ। বিষ্ণু পুরাণ মতে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি নিমিত্ত এক মহৎ শক্তির সৃষ্টি করেন। উহাই প্রকৃতি পুরুষ এবং এই শক্তি হইতেই সমস্ত উৎপত্তি হইয়াছে। যথা—

প্রধানং পুরুষঞ্চাপি প্রবিশ্যাত্মেচ্ছয়া হরিঃ।
ক্ষোভয়ামাস সম্প্রাপ্তে সর্গকালে ব্যয়াব্যয়ৌ॥

অর্থাৎ হরি স্বীয় ইচ্ছানুসারে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ-স্বরূপ প্রকৃতি পুরুষেতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ক্ষোভিত করেন। অর্থাৎ ঈশ্বর কৃত সেই ক্ষোভই প্রকৃতি ও পুরুষকে সংযুক্ত করিয়া সৃষ্টিতে উন্মুখ করেন।

স্বয়ম্ভূ মনু নিজ সংহিতাতে লিখিয়াছেন যে, যে বিরাট পুরুষ স্বয়ং উদ্ভব হইয়া প্রাণী সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি নিজেই সেই বিরাট পুরুষ। তাঁহা হইতেই মরীচ্যাদি ঋষিগণ উৎপত্তি হইয়া প্রজাপতি বলিয়া খ্যাত হন এবং ক্রমান্বয়ে মনুষ্য উৎপত্তি হইতে থাকে। যথা—

তপস্তপ্ত্বাসৃজদ্ যন্তু স স্বয়ং পুরুষো বরাট্।
তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজ সত্তমাঃ॥

মানব জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া জনপদ গঠিত হয় এবং এই জনপদ গঠনের পর তাহা রক্ষণের প্রয়োজন হেতুভূতই রাজ-পদের প্রতিষ্ঠা হয়। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন

'অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥
ইন্দ্রানিল যমার্কাণাং অগ্নেশ্চ বরুণস্যচ।
চন্দ্র বিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্যশাশ্বতীঃ"

অর্থাৎ জগত অরাজক হইলে সকলেই বলবানের ভয়ে বিচলিত হইবে, এই হেতু জগদীশ্বর জগত রক্ষার নিমিত্ত ইন্দ্র, বায়ু, যম

অহং প্রজাঃ সিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরং।
পতীন্ প্রজানামসৃজং মহর্ষীনাদিতো দশ॥
মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদ মেবচ॥

অর্থাৎ, হে দ্বিজগণ! সেই বিরাট পুরুষ তপস্যা বিধান পূর্ব্বক স্বয়ং যাহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা মনু বলিয়া আমাকে অবগত হও। আমি প্রজা সৃষ্টিকরণাভিলাষী হইয়া দুষ্কর তপস্যা বিধান পূর্ব্বক প্রথমতঃ প্রজাপতি মহর্ষি দশজনকে সৃজন করিয়াছিলাম। তাঁহারা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদ এই দশজন স্ব স্ব নাম দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন।

এই নিমিত্ত মনু হইতে মানব অর্থাৎ মনুষ্য। আবার এই ঊনবিংশ শতাব্দির ইংরেজি বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত প্রবর ডারউইনের মতে মনুষ্য বানর বংশ সম্ভূত। বানর শব্দে এই স্থলে বন মানুষকে বুঝাইবে। এই শেষোক্ত মতের বিবরণ শুনিলে আর্য্য সন্তানগণের অন্তঃকরণে সহসা হাস্য রসের উদ্রেক হইতে পারে সত্য, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে ডারউইনের এই মতের সহিত আমাদিগের হিন্দু শাস্ত্রীয় মতের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সর্ব্ব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত প্রমাণ মতে, বিশেষতঃ জগতের কার্য্য কারণানুসারী প্রত্যক্ষীভূত প্রমাণমতে, সকলেরই ইহা হৃদ্বোধ মতে প্রতীতি হইবে যে, পশ্চাৎ যাহা সৃজন করা যাইবে, সেই সৃষ্টের জন্য যাহা প্রয়োজন, জগদীশ্বর বা উল্লিখিত শক্তি সেই প্রয়োজনীয় বিষয়ীভূত পদার্থ পূর্ব্বেই সৃষ্টি করিয়াছেন। এই নিয়মানুক্রমে পর পর পদার্থ নিচয় সৃষ্টি হইয়া সর্ব্বশেষে মনুষ্য জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশ বায়ু আদি ভূতগণ, চন্দ্র, সূর্য্য, জল ও স্থল প্রভৃতি স্থাবরাস্থাবর, তৎপরে জলচর স্থলচর

সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র এবং কুবের এই অষ্ট দিক্-পালের সারাংশ গ্রহণ করিয়া রাজার সৃষ্টি করেন। রাজ-পদ সৃষ্টি হওয়ার যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, "জগত অরাজক হইলে সকলেই বলবানের ভয়ে ভীত ও বিচলিত হইবে" এই কথা ঐ সকল কারণের সূত্রপাত বলিয়া গণ্য করি; কিন্তু

জঙ্গম প্রাণীবর্গ ধারাবাহিক রূপে সৃজিত হইয়াছে। আমাদিগের শাস্ত্র মতে ভগবানের অবতার মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ এবং বামন ইত্যাদি, পর পর উৎকর্ষ। হস্তপদ শূন্য মৎস্য হইতে হস্তপদবিশিষ্ট কূর্ম্ম শ্রেষ্ঠ; আবার কূর্ম্ম হইতে পশু বিশেষ বরাহ শ্রেষ্ঠ; আবার পাশবাবস্থার উন্নতি কিঞ্চিৎ মনুষ্যত্বের সহিত নৃসিংহ অবতার; আবার সেই নৃসিংহ অবতারের পরই বামন অবতার। বামন অর্থে ক্ষুদ্রকায় অর্থাৎ বালক। মনুষ্য যখন বালক, তখন তাহার পাশবাবস্থা। পশুরা যেমন চারি পায়ে হাটে, বালকও তেমনই দুই হস্ত এবং দুই পদের উপর ভর দিয়া হামাগুড়ি করিয়া চলে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে কলেবর বৃদ্ধি হইয়া পূর্ণ মনুষ্য হয়। সভ্যতার অভাবই পূর্ণ পাশবাবস্থা। বানর অর্থাৎ বন মানুষে আর আমাদিগেতে আকৃতিগত কোন প্রভেদ নাই, ব্যবহারগত প্রভেদ সম্পূর্ণ। অসভ্য বন মানুষের কোন সন্তান ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য, বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি এবং জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া পর পর সভ্য মনুষ্য জাতির উৎপত্তি সাধন করিবে, আশ্চর্য্য কি? আবার বামন অবতারের পরই রামাবতার; অর্থাৎ বালকের পরের অবস্থাই সম্পূর্ণ মনুষ্য। সুতরাং কল্পনা বিরহিত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে বিবেচনা করিলে এই মতের সহিত ডারউইনের মতের ঐক্য থাকা প্রতীতি হইবে।

মনু হইতে যে মানব, মহাভারতেও তাহা লিখিত আছে, যথা :—

ধর্ম্মাত্মা স মনুর্ধীমান্ যত্র বংশ প্রতিষ্ঠিতঃ॥
মনোর্ব্বংশো মানবানাং ততোঽয়ং প্রথিতোভবৎ॥

অর্থাৎ সেই মনু ধর্ম্মাত্মা বুদ্ধিমান্ বংশধর ছিলেন। সেই হেতু মনুর সন্তানগণ মানব নামে প্রসিদ্ধ।

মহাভারত, আদি পর্ব্ব।

যাহা হউক এ সম্বন্ধে অধিক বলিবার এ পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। মনুষ্য জাতি ক্রমে উৎপত্তি হইয়া ক্রমে ক্রমে সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত সমাজ বন্ধন হয়, সমাজ হইলেই তাহার নেতা আবশ্যক এবং এই নেতৃত্ব হইতেই যে রাজা বা রাজ-পদের উৎপত্তি হইয়াছে, এ স্থলে তাহা বলাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

মহর্ষি যে বলিয়াছেন যে, প্রভু অর্থাৎ ঈশ্বর রাজা সৃষ্টি করেন, সেই প্রভু স্থানে আমরা জন সাধারণের সমাজ বলি, আর তদীয় ইন্দ্রাদি অষ্ট দিক্‌-পালের সারাংশ স্থলে আমরা জন সমূহের শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক এই ত্রিবিধ শক্তির সারভূত অংশ বলি। অর্থাৎ জনপদের বৃদ্ধি সহকারে একে অন্যের প্রতি ঈর্ষা ও অন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলে, তন্নিবন্ধন জন সমাজের সামাজিকেরা সকলে কি কথক সংখ্যক একত্র সমবেত হইয়া, আপনাদিগের স্ব স্ব স্বত্ব রক্ষা এবং পরাক্রান্তের অত্যাচার হইতে মুক্তি লাভ নিমিত্ত, সকল বিষয়ে সমধিক সামর্থ্য সম্পন্ন ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষেক করিত এবং কেহ শারীরিক শ্রমের অংশ, কেহ কেহ মানসিক শ্রমের অংশ যথা কিরূপে রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয় তৎ সম্বন্ধে সবিশেষ উপদেশ ও লিখন পঠনাদি এবং কেহ কেহ বা উপার্জ্জিত অর্থের অংশ (রাজ করাদি) দ্বারা সাহায্য করিত। এই রূপে রাজ শক্তি প্রথম জন্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমে সমাজেশ্বর হইতে মণ্ডলেশ্বর, মণ্ডলেশ্বর হইতে রাজা এবং রাজা হইতে রাজাধিরাজ বা সম্রাট মূর্ত্তির অবতারণা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে প্রথমতঃ আমাদিগের বৈদিক আর্য্য জাতি লইয়া দেখা যাউক;—

* "ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথমাষ্টকের ২২ সূক্তের ষোড়শাদি ঋকে আমরা দেখিতে পাই যে, বৈদিক ঋষিগণ তাঁহাদিগের সপ্ত পরিবারের নিবাস স্থান বিশিষ্ট ভুপ্রদেশের কথা বলিয়াছেন এবং ঐ স্থান হইতে যে বিষ্ণু তাঁহাদিগকে লইয়া ভারতবর্ষাভিমুখে আসিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা স্থির যে, আর্য্যগণ ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী নহেন এবং তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রাচীন বাসস্থান হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া-

* শ্রীযুক্ত রমানাথ সরস্বতী কৃত 'বৈদিক আর্য্য সমাজ' হইতে উদ্ধৃত।

ছিলেন। অমরকোষ, ছন্দরত্নাবলী প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে ইন্দ্রালয় নামে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরস্থিত এক স্থানের উল্লেখ আছে। জনষ্টোন সাহেব কৃত এসিয়ার মানচিত্রে "ইন্দ্রালয়" নামে একটী স্থান হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরে দৃষ্ট হয়। এই ইন্দ্রালয়ই বোধ হয় আর্য্যদিগের আদিম নিবাস ভূমি। ইহারই ঋগ্বেদে 'প্রত্ন ওকঃ' নামে উল্লেখ আছে। এই প্রাচীন বাস স্থানে ইন্দ্র আর্য্যদিগকে রক্ষা করিতেন; সুতরাং ইহার নাম ইন্দ্রালয় হইয়াছে। ইন্দ্রালয় ইন্দ্র কর্ত্তৃক রক্ষিত, আর্য্যদিগের আদিম ভূমি। ইন্দ্র আর্য্যগণের রক্ষক ছিলেন বলিয়া, আর্য্যগণ তাঁহাদিগের আদি বাসভূমির ইন্দ্রালয় নাম রাখিয়াছিলেন। আর্য্যগণ ইন্দ্রালয় ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগের সাধারণ ভাষার সংস্কার করণান্তর উহাকে সংস্কৃত নামে নামিত করেন। ইহা বৈদিক সংস্কৃত ভাষা। প্রথমতঃ তাঁহারা পঞ্চনদ প্রদেশে সমাজ সংস্থাপন পূর্ব্বক বাস করেন। আর্য্যগণ পশ্চিম দিক হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পঞ্চনদ প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। পঞ্চনদ প্রদেশে তাঁহারা নানাবিধ জাতি দেখিতে পাইলেন। ইহারাই ঐ প্রদেশের আদিম নিবাসী। আর্য্যগণ বেদে ইহাদিগকে দস্যু, রাক্ষস, অসুর, পিশাচ প্রভৃতি নামে উল্লেখ করিয়াছেন। ঋগ্বেদে ইহাদিদের অশ্রদ্ধ, অযজ্ঞ, অজজ্ঞ, অকর্ম্মণা, অব্রত, অন্যব্রত, কৃষ্ণযোনি, আমাদ দাস প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষণ দৃষ্ট হয়। আর্য্যদিগের প্রতি ইহাদের কোন শ্রদ্ধা ছিল না। ইহারা কৃষ্ণ বর্ণ ছিল, আম মাংস ভক্ষণ করিত। এই সকল কারণে ইহাদিগের পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহারা আর্য্যদিগের ইন্দ্রাদি দেবগণকে মানিত না বলিয়া, বৈদিক ঋষিরা ইহাদিগকে অদেব, অনিন্দ্র প্রভৃতি শব্দে নির্দ্দেশ করি-

য়াছেন। এই দস্যুগণ আর্য্যদিগকে বাধা দিয়াছিল এবং আর্য্য-গণ দমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য বারম্বার ইন্দ্র-দেবের এবং অগ্নিদেবের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত প্রার্থনাপূর্ণ স্তব দ্বারাই ঋগ্বেদ সংহিতা পরিপূরিত।

বাস্তবিক বহুদিন উপদ্রুত হইয়া, আর্য্যগণ ক্রমশঃ স্ব শত্রুদিগকে অভিভূত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন এবং পঞ্চনদ প্রদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যতদিন না শান্তি সংস্থাপন হইয়াছিল, ততদিন তাঁহারা সর্ব্বদা সশঙ্কিত হইয়া থাকিতেন এবং কিরূপে সমাজের বন্ধন দৃঢ়তর করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতেন। তাঁহারা সমাজের উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিলেন এবং কৃষিকর্ম্ম ও পশুপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অগ্নি সংযোগ দ্বারা অনেক অরণ্যানী ভস্মীভূত করিয়া আর্য্য সমাজের পরিসর বৃদ্ধি করিলেন। ঋগ্বেদে পঞ্চনদ প্রদেশের নদী সকলের ও তটীরে আর্য্যদিগের অবদান সমূহের অনেকত্র উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আর্য্যগণ আর্য্যধর্ম্মের বলে বলবান এবং ইন্দ্রের আশ্রয়ে ভীতিরহিত। যতই পঞ্চনদ প্রদেশ শান্তির ছায়াতে সুশীতল হইতে লাগিল, ততই আর্য্যদিগের সামাজিক ও রাজ নৈতিক উন্নতি সমাজকে উন্নত করিতে লাগিল। আর্য্য ঋষিগণ লোক ব্যবহারে নিপুণ ছিলেন পুর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কিরূপে সমাজ সংস্কার করিতে হয় তাহা জানিতেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, আর্য্য সমাজের একটী অভাব রহিয়াছে, আর্য্য সমাজের কেহ নেতা নাই। যে সমাজের শাসনশক্তি কাহারও হস্তে নিহিত না থাকে, সে সমাজের উন্নতি হয় না যেহেতু সে সমাজে সকলেই প্রধান হইয়া আধিপত্য করিতে চাহে এবং তাহা হইতে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটে। সুতরাং আর্য্য সমাজের আধিপত্য

কোন ব্যক্তি বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের হস্তে নিহিত করা উচিত। আর্য্য সমাজ তখন কতকগুলি আর্য্য পরিবারের সমষ্টি মাত্র। তখন তাঁহাদিগের সংখ্যা অল্প। এই পরিবার সকলের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ছিল না। সকলেই একত্র শান্তি সহকারে বাস করিতেন, কেহ কাহার উপর কোন অত্যাচার করিতেন না। প্রতি পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিগণ একজন কর্ত্তার অধীনে থাকিতেন, এই কর্ত্তাই তাঁহাদিগের প্রধান ছিলেন এবং তাহাদিগকে শাসন করিতেন। অনেক পরিবারের নেতৃগণই পুরোহিতের কার্য্য করিতেন। অর্থাৎ যেমন সামাজিক বিষয়ে সেই পরিবারের অন্তর্ভুত ব্যক্তিগণকে শাসন করিতেন তদ্রূপ ধর্ম্ম বিষয়েও তিনি সকলকে উপদেশ দিতেন ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের পথ প্রদর্শন করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল। তখন আর্য্যদিগের কেহ রাজা ছিল না। এই প্রকারে আর্য্য সমাজ দিন দিন পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আর্য্য সমাজের সংখ্যা ও পরিবার বৃদ্ধি হইল। সমাজের পরিসর ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িল। আর্য্যগণ সুতরাং নানা নগরী ও পুরী নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইলেন। এক এক পরিবার বা বংশের লোকেরা এক এক নগর বা পুর নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেকেই নিজ প্রয়োজনানুসারে সকল বিষয় প্রস্তুত করিলেন এবং নিজ নগরের বা পুরের মঙ্গল সাধনে যত্নশীল হইলেন। যে সকল ভয়ঙ্কর অরণ্য মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি শ্বাপদগণ অকুতোভয়ে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত, তৎসমুদায় আর্য্যদিগের বাসস্থান হইয়া উঠিল। যে সকল প্রদেশে ব্যাধ ও শাকুনিক প্রভৃতি ব্যতীত মনুষ্যের সমাগম হইত না,

তথায় ক্রমশঃ আর্য্য নগর সকল প্রতিষ্ঠিত হইতে লগিল। যে সকল স্থান ভয় ও বিপদের কেন্দ্র ছিল, তাহা শান্তি ও সুখের আবাস হইল। ক্রমে ক্রমে আর্য্য সমাজে গ্রাম, নগর, পুর প্রভৃতির উৎপত্তির সহিত সমাজের আকৃতি ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইল। সমাজের উন্নতির সহিত শাসন প্রণালীর উন্নতি হইয়া থাকে। আর্য্যসমাজ পরিবারের সমষ্টি, লোকের সমষ্টি নহে। কেবল লোকের সমষ্টি হইতে সমাজ নির্ম্মাণ হইতে পারে না। কতকগুলি লোকের সমষ্টি হইলে একটী পরিবার হয়, তৎপর কতকগুলি পরিবারের সমষ্টি হইলে একটী সমাজের সুত্রপাত হইয়া থাকে। সমাজবন্ধন না হইলে লোকের বাসস্থানের স্থিরত্ব থাকে না। যে সকল জাতির মধ্যে সমাজ বন্ধন হয় নাই, তাহারা একত্র সকলে মিলিয়া থাকিতে পারে না। তাহারা আজ এস্থানে রহিয়াছে কল্য ওস্থানে যাইবে। আর্য্য সমাজে এরূপ কিছু ছিল না। আর্য্যগণের স্থির বাসস্থান ছিল। তাঁহারা সকলে মিলিয়া একত্র বাস করিতেন এবং পরস্পরের সাহায্যে সমাজের উপকার করিতে সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহারা নগরাদি নির্ম্মাণ করিয়া স্থির শাসন প্রণালী সংস্থাপনে উদ্যত হইলেন এবং আপনাদিগের মধ্য হইতে বিচক্ষণ ও কার্য্যদক্ষ ব্যক্তি সকল নির্ব্বাচন পূর্ব্বক, তাহাদিগকে আপনাদিগের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করিলেন। ইহারাই আর্য্য সমাজের রাজা হইলেন। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত হইল। বৈদিক কালিন ঋষিরা রাজাদিগের উপদেশক হইলেন। তাঁহারা সর্ব্ব সম্মতিতে এরূপ ব্যবস্থা সকল প্রবর্ত্তিত করিলেন যে, তৎসমুদায় যিনি অমান্য করিবেন, তিনি সেই ব্যবস্থা অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন। ঋগ্বেদ

সংহিতার এক স্থানে সপ্তদণ্ডনীয় নূতন নগরের কথা আছে। আর ঋগ্বেদের অনেক স্থলে দৃষ্ট হয় যে, রাজাগণ সুশাসন পূর্ব্বক প্রজা পালন করিতেন। রাজারা হস্তিতে আরোহণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত নগর পরিভ্রমণ করিতেন এবং প্রজাদিগের হিত সাধনে যত্নবান থাকিতেন। সমাজে কোন শান্তিভঙ্গ বা অত্যাচারের নিমিত্ত রাজা দায়ী ছিলেন। তিনি দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন করিতেন। উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে দান করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আর্য্যসমাজে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হইল। সমাজের প্রথমাবস্থায় ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যেই প্রজাদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা সকল সময় খাটে না। সমাজের উন্নতি ও সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে পর বৃহৎ সাম্রাজ্যই ভাল। এইরূপে ক্ষুদ্র রাজ্যের পর ক্রমে বৃহৎ সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইল।”

এই দৃষ্টান্ত দ্বারাই রাজা এবং রাজপদের উৎপত্তির প্রকৃষ্ট কারণ বিশেষ রূপে বুঝা যাইতে পারিতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, আদিম কালে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া যখন এক এক জনের স্ত্রী পুত্র ভ্রাতা ভগ্নী দ্বারা এক এক পৃথক পরিবার গঠিত হয়, তখন ঐ পরিবারের মধ্যে এক জন কর্ত্তা নামে অভিহিত হইয়া, পরিবারস্থ অপর সকলের উপর প্রভুতা করিতেন। এই প্রভুতাই বহু পরিবারের কর্ত্তৃত্বের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া, ক্রমে ক্রমে রাজশক্তির মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বিশেষ রূপ বিবেচনা করিলে এই কারণ উল্লিখিত কারণের এক অঙ্গ মাত্র। এইরূপ কর্ত্তৃত্ব দ্বারা গুরু পুরোহিতও এক সময়ে ধর্ম্মোপদেশকত্ব সহ রাজত্ব করিতেন। যাহা হউক আমরা এই বিষয় লইয়া অধিক দূরে

আসিয়াছি। স্থূল বক্তব্য এই যে, রাজপদ আর কিছুই নহে, উহা জন সাধারণের বিশেষ শক্তির সমষ্টি, আর রাজারূপ একটী মানব ঐ শক্তি সমষ্টির আধার মাত্র। এক্ষণে আমরা রাজার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে স্থূল স্থূল বিষয়গুলি লিখিয়া প্রস্তাব উপসংহার করিব।

এই রূপে রাজ পদের প্রতিষ্ঠা হইল এবং রাজা সামাজিক প্রকৃতি পুঞ্জের প্রভু হইলেন। প্রকৃতি পুঞ্জ অর্থাৎ এক দেশস্থ অধিবাসীগণ যে মনুষ্যকে আপনাদিগের ধন প্রাণ কুল মান মর্য্যাদা বিষয়ক সমুদায় স্বত্বের রক্ষাকর্ত্তা বা প্রভু পদে অধিষ্ঠিত করিলেন, সেই মানবই সুতরাং রাজা হইলেন। অসংখ্য বা বহুসংখ্যক প্রাণির রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্যে রাজাকে যে কতদূর সাবধান ও সতর্ক হওয়া উচিত, তাহা লিখাই বহুলতা মাত্র। আমরা সাধারণ একটী পরিবারের ভার স্কন্ধে লইয়া, তাহারই রক্ষণাবেক্ষণে অবসন্ন হইয়া পড়ি, সুতরাং রাজার বিস্তৃত রাজ্যের অধিবাসী-ময় পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য যে কতদূর কঠিন, বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই তাহা বিশদ রূপে বুঝিতে পারেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জগদীশ্বর রাজা রূপ কোন স্বতন্ত্র পদার্থ সৃজন করিয়াছিলেন না বা করেন নাই। রাজা অপর সাধারণের ন্যায় হস্তপদবিশিষ্ট একটী মানব মূর্ত্তি। মনুষ্যের যত বড় বিশাল মস্তিষ্কই হউক না কেন, সমস্ত রাজ্যের, সমস্ত প্রজার সম্পদ বিপদ এবং সুখ দুঃখ একা ধারণা করিয়া তৎ প্রতিবিধান করা সাধ্যায়ত্ত নহে। এই হেতুভূতই রাজ কর্ম্মচারীগণ নিয়োগের আবশ্যকতা জন্মিয়াছে। যখন ১২০৩ খ্রীঃ অব্দে বক্তিয়ার খিলিজি সপ্তদশ মাত্র অশ্বারোহী লইয়া তদানিন্তন বঙ্গ দেশের অন্যতর রাজধানী নবদ্বীপে প্রবেশ করেন, তখন ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল বলিয়া বঙ্গেশ্বর লক্ষণ সেন এক্ষণে কি কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে মন্ত্রণার

জন্য কি আকুল হইয়াছিলেন না? সেই সময় যদি কেহ তাঁহার যথার্থ মন্ত্রী থাকিত, যদি তিনি যথার্থ মন্ত্রীর পরিবর্ত্তে অপরিণামদর্শী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মন্ত্রণা গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে হয়ত রাজাকে পলায়নপর হইতে হইত না। নিয়তি চক্রনেমির আবর্ত্তনে কত কত রাজাকে একবার উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে, আবার অবনতির নিম্নতম প্রদেশে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। যৎকালে নবাব শিরাজউদ্দৌলা অমিত বুদ্ধি অমিতপরাক্রম এবং অমিতচক্রী লর্ড ক্লাইবের সহিত পলাশীর যুদ্ধ ক্ষেত্রে সমরাভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন সেই কালপ্রতিম সমর হইতে সেনাপতি মিরজাফরের সেনাপতিত্ব-গুণনির্ম্মিত বাহুবলের সহায়তায় বরঞ্চ বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াই প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, এইরূপ আশাই তৎকালে নবাবের বিদগ্ধ মানসক্ষেত্রে সময় সময় বারিসিঞ্চন করিতে ছিল; কিন্তু হায়! নিয়তির নিম্নতম প্রদেশে নিক্ষিপ্ত হইতে হইবে বলিয়াই কপটী মিরজাফরের তৎকালীয় কপট বাক্য বিশ্বাস করিয়া যদি তিনি মোহনলালের উৎসাহ ভঙ্গ না করিতেন, তবে হয়ত বঙ্গদেশ, বঙ্গদেশ লইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষে এখন আমরা অন্যরূপ চিত্র দেখিতে পাইতাম। হয়ত বর্ত্তমানা ভারত লক্ষ্মীর পরিবর্ত্তে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র সম্ভূতা স্বতন্ত্র বেশধারিণী এবং স্বতন্ত্রালঙ্কারবিভূষিতা অন্য কোন স্থলজা লক্ষ্মীর পূজাবিধি এতদিন ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইত।

উল্লিখিত কারণ পরম্পরাই দেখা যাইতেছে যে, মন্ত্রী এবং সেনাপতি প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ করা রাজধর্ম্মের কর্ত্তব্য কার্য্য। আমরা আমাদিগের হৃদয়ে অধিক সত্য পরিগ্রহণ জন্য উল্লিখিত দুইটী আধুনিক ঐতিহাসিক

বৃত্তান্ত ঘটিত কারণ উল্লেখ করিলাম, বাস্তবিক অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঐরূপ কারণ সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে এবং অতি প্রাচীন কাল হইতেই রাজার মন্ত্রী, সেনাপতি এবং বিচারক প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীগণ নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। এই সকল কর্ম্মচারী নিয়োগ বিষয়ে রাজার অত্যন্ত সতর্ক হওয়া বিধেয়। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিষ্ণু শর্ম্মা বলিয়াছেন

> স্বদেশজং কুলাচারং বিশুদ্ধমর্থ বা শুচিং।
> মন্ত্রজ্ঞমব্যসনিনং ব্যভিচারবিবর্জ্জিতং॥
> অধীত ব্যবহারজ্ঞং মৌলখ্যাতং বিপশ্চিতং।
> অর্থস্যোৎপাদকঞ্চৈব বিদধ্যান্মন্ত্রিণং নৃপঃ॥

অর্থাৎ নিজ দেশজাত কুলাচারবেত্তা, ন্যায্য ও বিশুদ্ধ ধনোপার্জ্জক ভিন্ন কোন রূপ অন্যায্য উৎকোচাদি ধন-অগ্রাহক, পবিত্র, মন্ত্রজ্ঞাতা, ব্যসন ও ব্যভিচার দোষ রহিত, ব্যবহারজ্ঞ, উত্তম বংশজাত, খ্যাতনামা পণ্ডিত, ধনের উৎপাদক, এতাদৃশ ব্যক্তিকে রাজা মন্ত্রী করিবেন। যাহার এই সমস্ত গুণ নাই, তাহাকে মন্ত্রিত্বে বরণ করা রাজনীতি বিরুদ্ধ; যেহেতু প্রমাদী, ব্যসনী এবং ব্যভিচারী মন্ত্রী হইলে, রাজা এবং রাজ্যে উভয়ের সম্বন্ধ কি অমঙ্গলই না সংঘটন হইতে পারে? নীতিশাস্ত্র বিশারদ মন্ত্রী প্রবর চাণক্যের মন্ত্রণাবলে ও বুদ্ধি কৌশলে শূদ্র জাতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রবল পরাক্রমী রাজা হইয়া, প্রায় সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যেরও অনেক ভূভাগ অধিকার করিয়া অতিশয় বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী উইলিয়ম পিটের মন্ত্রণার উত্তেজনা শক্তি, মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টিকে পরাস্ত করিয়া সমস্ত ইউরোপ খণ্ডে শান্তি সংস্থাপন করিয়াছিল। আবার মাতুল কুল পাংশুল শকুনির দুষ্ট মন্ত্রণায়, বিশাল কুরুবংশ ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত রাজেন্দ্র ও বীরেন্দ্র বর্গের সহিত কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে চির শায়িত হইয়াছে। অতএবই বিদ্বান্, বুদ্ধিমান,

নীতিশাস্ত্র বিশারদ, মন্ত্রণাকুশল এবং ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিকে মন্ত্রির পদে অধিষ্ঠিত করা উচিত। এই রূপে রাজা গুণবানকে মন্ত্রী, সেনাপতি, বিচারক, কোষাধ্যক্ষ এবং অপরাপর রাজকর্ম্মচারী প্রভৃতি যাহাকে যে পদে নিযুক্ত করা আবশ্যক, তাহাকে সেই পদে নিযুক্ত করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। মন্ত্রী, সেনাপতি, বিচারক এবং চতুরঙ্গ সেনা প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীগণ রাজা এবং রাজ্য উভয়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। উল্লিখিত গুণ... গুণবান মন্ত্রী, বিশ্বাসী মহাবীর্য্যশালী এবং সমরকুশল সেন... দৈনিক আয়ব্যয়ের গণনাপটু এবং মহতী বিশ্বাসাধার কে... ধ্যক্ষ, বিশ্বাসী বিদ্বান এবং ধর্ম্ম পরায়ণ বিশেষতঃ ব্যবস্থা শাস্ত্রজ্ঞ বিচারক, সমরকুল দুর্দ্ধর্ষপরাক্রম এবং শত্রু সম্মুখে শমন সদৃশ সেনাপতি ও অশ্বারোহী, গজারোহী, রথারোহী এবং পাদাতিক এই চতুরঙ্গ সেনাময় যে রাজা ও রাজ্য তাহাদিগের বিপদ অনেক দূরবর্ত্তী।

পণ্ডিতবর বিষ্ণুশর্ম্মা হিতোপদেশ নামক গ্রন্থে কাক ও কূর্ম্মাদির গল্পচ্ছলে রাজনীতি বিষয়ক মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ এবং সন্ধি রাজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য, এই চারি বিষয় অতি পরিপাটী রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। মিত্রলাভ দ্বারা ইংলণ্ড এবং জার্ম্মণি পৃথিবীতে একমাত্র অতুল ও অনুপম ফরাশি রাজ্যের ঈশ্বর সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টীকে পরাস্ত করিয়া, অরাতিগণের ভীতির উদ্রেক করতঃ বিজয়াচলের শিখর দেশে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সুহৃদ্ভেদ দ্বারা রামচন্দ্র দুর্জ্জয় দশাননকে, গ্রিসিয়েন গণ ট্রজেনদিগকে এবং মহম্মদ ঘোড়ী ভারতের শেষ হিন্দু রাজা ক্ষত্রিয় বীর পৃথুরায়কে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সন্ধি, বৈরীভাব পরিত্যাগে পরস্পরের মিলন এবং বিগ্রহ যুদ্ধ। সন্ধি এবং বিগ্রহ

এতদুভয়ের মধ্যে সন্ধিই বাঞ্ছনীয়; বিশেষতঃ রাজা যখন আপনাপেক্ষা সমধিক বলবানের লক্ষ্য হইবেন, সমুদায় উপায় উপেক্ষা করিয়াও সন্ধিরই আশ্রয় লইতে যত্ন করিবেন। এই যত্নের বিফলতা ঘটিলে সুতরাং বিগ্রহ অনিবার্য্য। ভারতবর্ষ এক্ষণে মর্ম্মদাহে জর্জ্জরিত এবং তন্নিবন্ধন মাতৃ ক্রোড়স্থ নিদ্রিত শিশুর ন্যায় চিরসেব্যা মাতৃ সদৃশা অবনতি বা অধীনতার ক্রোড়স্থিত এবং নিদ্রিত। প্রভেদ এই যে, ক্ষুধা লাগিলে শিশু আবার উঠিয়া বসে, কিন্তু ভারতবর্ষের আর ক্ষুধা লাগিবে না, ভারতবর্ষকে আর উঠিতেও হইবে না। যে দিন হইতে থানেশ্বরের ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে হিন্দুরাজ পৃথু, মহম্মদ ঘোড়ীর নিকট পরাস্ত হইয়াছেন, সেই দিন হইতে ভারতবর্ষের অস্তাচলে যে স্বাধীনতা সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, ভারতবর্ষের উদয়াচলে আর সে সূর্য্য উদয় হইবে না, স্বাধীনতার বিমল পৌর্ণমাসীর রজনীর পরিবর্ত্তে, ভারতবর্ষে এক্ষণে চিরদিনের জন্য বিষাদপূর্ণা ঘোরতমা অমাবস্যার রজনী বিরাজিতা। বাস্তবিকই ভারতবর্ষ এক্ষণে নিস্তেজ এবং নির্ব্বীর্য্য। কিন্তু এক সময় এই ভারতবর্ষই যুদ্ধ বিগ্রহের প্রধান রঙ্গভূমি ছিল। কিরূপে যুদ্ধ করিতে হয়, ভারতবর্ষস্থ বীরবর্গ বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়গণ তাহার বিশেষ আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষ জগতে অনুপম। বীরত্বাভিমানী মহাদ্বীপ ও ইউরোপের বীরত্বাকাশে অনেক কাল অনেক বৎসরের পর ক্বচিৎ কখনও এক-আদ্‌টী যুদ্ধরূপ ধূমকেতুর উদয় হইয়াছে, কিন্তু অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের শেষ শয়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, এই রূপ ধূমকেতু ভারতবর্ষে পুনঃ পুনঃ উদয় হইয়া, বারম্বার বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। "আমি কার্ত্তবীর্য্য, মুচুকুন্দ, পরশুরাম, রাম, লক্ষ্মণ,

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভীম, অর্জ্জুন, জরাসন্ধ এবং শিশুপাল প্রভৃতি বীরগণের সমকক্ষ বীর সন্তান প্রসবিনী বটি” ইহা বলিয়া ভারতবর্ষের সমক্ষে পৃথিবীর আর কোন্ দেশ যে গর্ব্ব করিতে পারে, পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস আমাদিগকে এখনও তাহা জানাইয়া দেয় নাই। বীরচরিতামৃত ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসও আমাদিগকে যাহা জ্ঞাত করাইয়াছে, তাহা হইতেও কি আমরা প্রচুর পরিমাণে বীররস পান করিতে পারি না? প্রাতঃস্মরণীয় রাজপুত-কুল-গৌরব সিংহ-প্রতাপ প্রতাপ সিংহ, ভারতের শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা পৃথুরায়, পাঞ্জাব কেশরী রণজিত সিংহ, মহারণা সঙ্গ, জয় সিংহ এবং মহারাষ্ট্র-কুল-তিলক শিবজী প্রভৃতি বীর পুরুষগণ যুদ্ধ কি রূপে করিতে হয়, বীরত্ব ধর্ম্মের লক্ষণ কি, তাহা পৃথিবীকে বিলক্ষণরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। ভীম সিংহ মৃত্যজীৎ সিংহ ও অজিত সিংহ এবং চিতোরের অপরাপর রাজপুত ক্ষত্রিয়গণের বালক বৃদ্ধ যুবা এবং বালিকা বৃদ্ধা যুবতী শেষ দশাতেও বীর ধর্ম্মের যে রূপ উজ্জ্বলচিত্র জগৎ সমক্ষে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, চন্দ্র সূর্য্যের অস্তিত্ব কাল পর্য্যন্ত উহা লোক সমাজে দেদীপ্যমান থাকিবে, তাহার কোনই সন্দেহ নাই। অধিক কি, ভারতবর্ষের অনেক রণরঙ্গিনী ক্ষত্রিয় রমণীগণ রণরঙ্গে মত্ত হইয়া, সমর সাগরে অকাতরে ঝম্প দিয়া বীররমণীর পরিচয় দিয়াছেন। যে ইতিহাসে সেই সকল শক্তিস্বরূপা দেবীগণের জীবনী লিখিত আছে, আমরা সে ইতিহাসকেও বন্দনা করিতে বাধ্য। আমরা যখন সেই সকল জীবনী পাঠ করি, তখনই সে কাল আর এ কাল মনে পড়ে। মনে পড়ে ভারতবর্ষ কি ছিল কি হইয়াছে!

আর্য্য বুধগণ রাজাদিগের সাম, দান, ভেদ, দণ্ড উপায় চতুষ্টয়

যে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহাই প্রোক্ত পণ্ডিতবর বিষ্ণুশর্ম্মার মিত্র-লাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ এবং সন্ধি। সাম অর্থাৎ সমতাই সন্ধি। দানাদি উপকরণ দ্বারাই মিত্রলাভ। ভেদই সুহৃদ্ভেদ আর দণ্ডই বিগ্রহ অর্থাৎ যুদ্ধ দ্বারা রাজারা দণ্ড বিধান করিবেন। এতদ্ব্যতীত রাজাদিগের যড়্গুণ, পঞ্চাঙ্গ মন্ত্রণা, ত্রয়শক্তি এবং সপ্তাঙ্গ রাজ্য আর্য্য পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; যথা "সন্ধি বিগ্রহ যানাসন সংশ্রয়দ্বৈধীভাবাঃ ষাড়্গুণ্যং কর্ম্মণামারম্ভোপায়ঃ।" সন্ধি অর্থাৎ মিলন; বিগ্রহ বা যুদ্ধ এবং তদঙ্গীয় বিপক্ষের দেশ দাহ লুণ্ঠনাদি; যান অর্থাৎ বিপক্ষের প্রতি যাত্রা; আসন অর্থাৎ বিগ্রহাদির নিবৃত্তি; সংশ্রয় অর্থাৎ দুই বলবানের মধ্যস্থিত ব্যক্তির এক ব্যক্তিকে বাক্য দ্বারা ধন দারাদির সমর্পন; দ্বৈধী ভাব অর্থাৎ একের সহিত মিত্রতা অপরের সহিত কলহ; রাজাদিগের এই ছয় গুণ কর্ম্মারম্ভের উপায় হয়। "পুরুষার্থোদ্রব্য সম্পদ্দেশকালবিভাগোহরিনিপাত প্রতীকার কার্য্যসিদ্ধিশ্চঃ পঞ্চাঙ্গো মন্ত্রঃ।" অর্থাৎ পুরুষার্থ, সম্পত্তি, দেশ কালের বিবেচনা, শত্রুবধের প্রতীকার, কর্ম্মসিদ্ধি এই পাচ প্রকার মন্ত্রণা। "উৎসাহশক্তি মন্ত্রশক্তিঃ প্রভু শক্তিশ্চ ইতি শক্তি এয়ং।" অথাৎ উৎসাহ শক্তি মন্ত্র শক্তি প্রভাবশক্তি এই তিন প্রকার শক্তি হয়। আর "স্বাম্যমাত্য সুহৃৎ কোষো রাষ্ট্র দুর্গ বলানিচ, পরস্পরোপকারী চ রাজ্যং সপ্তাঙ্গ মুচ্যতে।" অর্থাৎ স্বামী অর্থাৎ ভূপতি স্বয়ং, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ এবং বল ইহারা পরস্পর উপকারক সপ্তাঙ্গ রাজ্য হয়। এই সপ্তাঙ্গের মধ্যে দুর্গাঙ্গকে পণ্ডিতবর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং যে রূপ দুর্গ প্রশস্ত তাহাও বর্ণনা করিয়াছেন যথা ঃ—

"একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
শতং শত সহস্রাণি তস্মাদ্দুর্গং বিশেষ্যতো॥

অদুর্গোবিষয়ঃ কস্য নারেঃ পরিভবাস্পদং।
অদুর্গো নাশ্রয়ো রাজা পোতচ্যুত মনুষ্যবৎ॥
দুর্গং কুর্য্যান্মহা খাত মুচ্চ প্রাকার সংযুতং।
সযন্ত্রং সজলং শৈল সরিন্মরু বনাশ্রয়ং॥
বিস্তীর্ণং চাতি বিষমং ধনধান্য রসান্বিতং।
অপ্রবেশ প্রসারশ্চ সপ্তৈতা দুর্গসম্পদঃ॥”

অর্থাৎ প্রাকারস্থ ধনুর্দ্ধর এক ব্যক্তি শত লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে, শত লোক লক্ষ লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে, সেই হেতুক দুর্গ প্রশস্ত হয়। আর অদুর্গদেশ কোন্ বৈরী কর্ত্তৃক পরাভব স্থান না হয়? নৌকাচ্যুত মনুষ্যের ন্যায় অদুর্গ রাজাকে আশ্রয়চ্যুত বলা যাইতে পারে। পর্ব্বত, নদী, মরুভূমি, অরণ্য আশ্রয়েতে উচ্চ প্রাকারযুক্ত অতিশয় খাত সযন্ত্র সজল দুর্গ করিবেক। বিস্তীর্ণ অতি বিষম ও ধন ধান্য রসাদি যুক্ত এবং প্রবেশ নির্গম রহিত অর্থাৎ গুপ্ত পথ বিশিষ্ট এই রূপ দুর্গ বিশেষ সম্পত্তি। বাস্তবিক দুর্গ যে কি সম্পত্তি মহারাষ্ট্র কুলতিলক শিবজীর জীবনী আলোচনা করিলে কথঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে। মোগল সম্রাট আওরংজিব বুঝিতে পারিয়াছিলেন, দুর্গস্বামী শিবজী তাঁহার কেমন প্রবল প্রতিযোগী। সায়স্তা খাঁ একবার মাত্র দুর্গাধিকার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাও সুহৃদ্ভেদের ফলজনিত। যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলে আর দুইটী বিষয়ে মনোযোগ রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। বিশ্বাসী চর দ্বারা বিপক্ষ পক্ষের সৈন্য দল সামর্থ্য এবং আহার্য্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান লইয়া উপস্থিত সহকারে কার্য্যোদ্ধার করা কর্ত্তব্য। পণ্ডিত বিষ্ণুশর্ম্মার কল্পিত ময়ুররাজ চিত্রবর্ণ, মেঘ বর্ণ বায়সের কৃত প্রত্যয়োৎপাদনের সাহায্য অনতিবিলম্বে বিপক্ষ হংসরাজ হিরণ্য গর্ভকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিল।

“কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য? আর কি প্রকারে রাজ্য রক্ষা, শত্রু পরাজয়, চর প্রয়োগ এবং স্ত্রী পুত্র

ভৃত্য ও বর্গ চতুষ্টয়ের অন্যান্য লোকদিগের বিশ্বাসোৎপাদন করিতে হয়? নরপতি কি প্রকার ব্যবহার অবলম্বন করিলে, ইহ-লোক ও পরলোকে অনায়াসে সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হন? ভূপতি কি প্রকারে প্রজা পালন করিলে মনস্তাপ বিহীন ও ধর্ম্মের নিকট নিরপরাধ হইতে পারেন? আর কি প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করিলে মনুষ্যগণের উন্নতি সাধন এবং পুণ্য লোক সকল পরাজয় করিতে সমর্থ হন? এবং কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গে পরম প্রীতি ও অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে সমর্থ হন? নরপতি কোন্ কোন্ ব্যক্তির ধনে অধিকারী হইবেন এবং কি প্রকার বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কালাতিপাত করিবেন? কিরূপ স্বভাব ও কিরূপ আচারসম্পন্ন লোককে রাজমন্ত্রী নিযুক্ত করা এবং কিরূপ লোকের প্রতি বিশ্বাস আর কিরূপ লোকের প্রতিই বা অবিশ্বাস করা ভূপতির কর্ত্তব্য? জ্ঞাতিদিগের সমাদর করিলে বন্ধু বান্ধব এবং বন্ধু বান্ধব গণের সমাদর করিলে জ্ঞাতিবর্গ ক্রোধ প্রকাশ করে, অতএব কি প্রকারে ঐ উভয় পক্ষকে বশীভূত করা যায়? সভাসদ্ সহায়, সুহৃৎ, মন্ত্রী ও সেনানী প্রভৃতির লক্ষণ কি? ইহলোকে ভূপতি কি প্রকারে প্রজাপালন করিলে পরম প্রীতি ও অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিতে পারেন? কিপ্র-কার পুর মধ্যে নরপতির অবস্থান করা বর্ত্তব্য? তিনি কি পূর্ব্বকৃত পুরমধ্যেই বাস করিবেন না স্বয়ং পুর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করিবেন? কি প্রকারে রাজ্য রক্ষা ও রাজ্য সংগ্রহ করিতে হয়? যখন ভূপতি প্রচুর ধনসম্পন্ন হইয়াও সমধিক অর্থ লাভ করিতে বাসনা করিবেন, তখন তাঁহার কি প্রকার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য? ভূপতি ধার্ম্মিক হইতে মানস করিলে কি প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন?

বলবান রাজা দুর্ব্বল রাজাকে পরাজয় করিতে বাসনা করিলে, তাঁহাকে কি প্রকারে উহা সম্পাদন করিতে হইবে ?" রাজাদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও কর্ত্তব্য এই সকল বিষয়ে পিতামহ ভীষ্মদেবকে মহারাজ যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলে, পুরুষেন্দ্র ভীষ্মদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে যে সকল সারগর্ভ উপদেশজনক উত্তর দিয়াছিলেন, মহাভারতীয় শান্তি পর্ব্বে তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। বাহুল্য ভয়ে এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা গেল না। শান্তি পর্ব্ব পাঠ করিলেই সকলে দেখিতে ও জানিতে পারেন। মহাপুরুষ ভীষ্মদেবের ঐ সকল উত্তর রূপ উপদেশ মালার সারত্ব ও যাথার্থ্য গ্রহণ পূর্ব্বক রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করা প্রত্যেক রাজার কর্ত্তব্য।

আমরা এতক্ষণ অনেক বাহুল্য বক্তৃতা করিলাম। এক্ষণে রাজধর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সুপ্রশস্ত কার্য্য প্রজা-পালনবিষয়ে আমাদিগের কিঞ্চিৎ বক্তব্য। রাজা প্রজার সম্বন্ধ অতি সুষ্ঠু সম্বন্ধ। প্রজা শক্তিই রাজশক্তি, পরস্পর অভিন্ন। অধ্যায়ের প্রারম্ভেও আমরা তাহাই বলিয়াছি। যে রাজা প্রজাকে হীন এবং অধম বিবেচনা করেন, সে রাজার সহিত প্রজার সম্বন্ধের সামঞ্জস্য নাই। যে দেশে এই সামঞ্জস্য নাই, সে দেশের রাজশক্তি অঙ্গহীনা। যে দেশে রাজার গৌরব প্রজার গৌরবকে পদ-দলিত করে, যে দেশে প্রজাশক্তির বিনাশ রাজশক্তির বিকাশ বলিয়া গণ্য হয়, আমরা বলি সে দেশে রাজা নাই, প্রজা নাই, রাজা প্রজার কোন সম্বন্ধ নাই, কিছুই নাই। আবার যে দেশে প্রজার স্বাভাবিক স্বত্বের কিঞ্চিন্মাত্রও উপেক্ষিত না হয়, যে দেশের রাজা একটী মাত্র প্রজার তিরোধানকে আপনার অঙ্গের কোন এক অংশ, না হয় কোন একটী পরমাণুরও বিনাশ বিবেচনা

করেন এবং সেই বিবেচনা বাস্তবিক যাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থান হইতে উদ্ভব হয়, সে দেশে রাজা আছে, প্রজা আছে এবং রাজা প্রজার স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। রাজার বিপদে প্রজার বিপদ এবং প্রজার বিপদে রাজার বিপদ; রাজার সুখে প্রজার সুখ এবং প্রজার সুখে রাজার সুখ; রাজা প্রজার এই জড়িত সম্বন্ধের নিয়মিত শাসনে যে দেশ শাসিত হয়, সেই দেশই প্রকৃত দেশ এবং সেই রাজাই প্রকৃত রাজা। যে দেশে উহার অভাব, আজ হউক কাল হউক, দুদিন দশদিন পরেই হউক, কিম্বা সম্ভবাতিরিক্ত কাল গৌণেই হউক, এক সময়ে নিশ্চয়ই অনামিকা, অপমানিতা এবং শেষে মৃতা প্রজাশক্তির চিতার পার্শ্ব দেশে সে দেশের রাজশক্তি-কেও মহাশয়ন করিতে হইবে। প্রজাগণ যাহাতে সুখে এবং নিরুদ্বেগে রাজ্যে বাস করিতে পারে, কায়মনোবাক্যে তাহার বিধান করিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রজারঞ্জন করাই রাজার সনাতন ধর্ম্ম।

"তপত্যাদিত্য বচ্চৈষ চক্ষুংষিচ মনাংসিচ।
নচৈনং ভুবি শক্নোতি কশ্চিদপ্যভিবীক্ষিতুং॥
সোঽগ্নি র্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্ম্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রাভাবতঃ॥
বালোপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতাহ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি॥
একমেব দহত্যগ্নির্নরং দুরুপসর্পিণং।
কুলং দহতি রাজাগ্নিঃ সপশু দ্রব্যসঞ্চয়ং॥
যস্য প্রসাদে পদ্মাশ্রী র্বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়োহি সঃ॥
তংযস্তু দ্বেষ্টি সংমোহাৎ স বিনশ্যত্যসংশয়ং।
তস্যহ্যাশু বিনাশায় রাজা প্রকুরুতে মনঃ॥

মনুসংহিতার এই বচন গুলি পাঠ করিলে হৃদয় চমকিত হইয়া উঠে। সূর্য্য তনয় মনু, নৃপতি বংশের আদি পুরুষ ছিলেন। অলোক-

সামান্য রামচন্দ্র তাঁহারই বংশের অবতংস। রামচন্দ্র মনু সংহিতার এই বচন গুলি পাঠ করিয়াছিলেন কি না, আমরা তাহা জানি না। পাঠ করিয়া থাকিলেও হৃদয়ের সহিত করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। ঐ বচন গুলির অর্থ এই যে "রাজা সূর্য্যের ন্যায় দর্শকগণের চক্ষু ও মনকে তাপিত করেন। কোন মনুষ্যই তাঁহাকে সম্মুখে সম্মুখে অবলোকন করিতে পারে না। অতিশয় প্রভাব জন্য তিনিই অগ্নি, তিনিই বায়ু, তিনিই সূর্য্য, তিনিই চন্দ্র, তিনিই যম, তিনিই কুবের, তিনিই বরুণ এবং তিনিই মহেন্দ্র। রাজা একটী প্রধান দেবতা বিশেষ, কেবল নররূপে অধিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং রাজা বালক হইলেও তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞান করিবে না। যে ব্যক্তি অসাবধান হইয়া অগ্নির মধ্যস্থ হয়, অগ্নি কেবল সেই দুরুপসর্পিণ মনুষ্যকেই দহন করে, কিন্তু রাজাস্বরূপ অগ্নি পালিত পশু এবং সঞ্চিত দ্রব্যাদির সহিত সমস্ত কুল দহন করে। যাঁহার প্রসন্নতা দ্বারা উৎকৃষ্টা শ্রীলাভ হইতে পারে, যাঁহার পরাক্রমের সহায়তায় নিশ্চয় বিজয়লক্ষ্মী লাভ হইতে পারে, তিনিই সর্ব্ব-তেজোময় রাজা। রাজার ক্রোধ হইলে ক্রোধ ভাজনের নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটে। যে ব্যক্তি মোহপরবশ হইয়া রাজার অনভিমত কার্য্য করে, সে নিশ্চয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাহার আশুবিনাশ জন্য রাজা স্বয়ং মনোযোগ করেন।" এই বচন গুলি যিনিই পাঠ করিবেন তিনিই বুঝিবেন যে, রাজশক্তি জ্বলন্ত অগ্নি আর প্রজা শক্তি ইন্দন। রাজশক্তি বেগবতী স্রোতস্বতী, আর প্রজাশক্তি বালির বাঁধ। রাজশক্তি মূর্ত্তিমতী লোলজিহ্বা শক্তি, আর প্রজাশক্তি বধ্য ছাগ। অর্থাৎ প্রজা কিছুই নহে। মনুষ্য সংখ্যার মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না। কেবল রাজাই সর্ব্বেসর্ব্বা বা হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। এই নিমিত্তই আমরা বলিয়াছি যে, নৃপকুলতিলক সূর্য্যবংশাবতংস রামচন্দ্র এই বচন গুলি পাঠ করিয়া

ছিলেন না; করিয়া থাকিলেও হৃদয়ের সহিত করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। অন্যথা জগতে তিনি স্বীয় চরিত্রের যে চমৎকার চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, কদাচ তাহা রাখিয়া যাইতে পারিতেন না; তাহা হইলে প্রজাভিরাম রামচরিত্র, নবমীরদিনে নবদুর্ব্বাদলনিভ কোমল ও শান্ত মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া, যুগ যুগান্তর কাল পর্য্যন্ত বিরাজিত ও পূজিত হইতে থাকিত না। রাজার শক্তির যদি ইয়ত্তা না থাকে, ইচ্ছা যদি নিয়মের সীমাবদ্ধ না হয় এবং তাঁহার কৃত দুষ্কার্য্যের যদি বিচারস্থান না থাকে, তাহা হইলে কোন রাজ্যই চলিতে পারে না। সংসার ভয়ানক স্থান হইয়া উঠে। রাজা যেই ক্রোধ করিলেন, অমনি একটী মনুষ্যের জীবনান্ত হইল, রাজা ইচ্ছা করিলেন, অমনি পুত্র কলত্রাদির সহিত এক ব্যক্তির বংশ ধ্বংস হইল, রাজ ধর্ম্মের এইরূপ কর্ম্ম যদি প্রশস্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারিত, তাহা হইলে যে নিষ্ঠুর নর পিশাচের নাম শুনিলে বালকেরা পর্য্যন্ত হস্ত দ্বারা কর্ণাচ্ছাদন করিয়া থাকে, নৃপতি কুলকলঙ্ক ঘৃণিত স্বভাব এবং নরাধম রোম সম্রাট সেই নিরো রাজ্য লাভ লালসায় মাতৃ হত্যা এবং ক্রোধেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা সম্পাদন নিবন্ধন অথচ কখন কখন বা আমোদ প্রমোদের জন্যও নরহত্যা প্রভৃতি দুষ্কার্য্যকে শাস্ত্রের অনভিমত বলিতে পারি না, কেননা ক্রোধের উদয় হইলেই এবং ইচ্ছা করিলেই রাজা নর হত্যা, কুল নাশ, সকলই করিতে পারেন। মনুসংহিতা অতি প্রাচীন কাল হইতেই ব্যবহার শাস্ত্র বা আইনরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যে সকল শ্লোক লইয়া আমরা আন্দোলন করিলাম, তাহা প্রজার ভয় বা রাজার প্রতি প্রজার আশক্তি অর্থাৎ শ্রদ্ধা ভক্তি বর্দ্ধনোপযোগী উপদেশমালা। অন্যথা যথার্থই যদি সিংহাসনোপবিষ্ট সুবর্ণ মুকুট মণ্ডিত মহাপুরুষেরা মনুষ্য নহেন, কেবল মনুষ্য রূপী দেবতা এবং প্রজার সম্বন্ধে হর্ত্তা কর্ত্তা

বিধাতা হওয়াই ঐ সকল শ্লোকের যথার্থ অর্থ হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন রাজাগণ অধিকাংশই প্রজারঞ্জক নরপতি বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারিতেন না। *প্রাচীন কালের রাজন্যবর্গ কেহই প্রজাপরতন্ত্র রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন না বরঞ্চ শাস্ত্রানুসারে সকলেই স্বেচ্ছাচারী ছিলেন সত্য, কিন্তু বস্তুগত্যা স্বেচ্ছাচার দ্বারা তাঁহারা কখন রাজ্য শাসন করেন নাই। তাঁহাদিগের ন্যায়পরতা, দয়া এবং প্রজাবৎসলতা গুণের সহিত কোন দেশের রাজার তুলনা হয় না। ভারতবর্ষ চিরকালই ধর্ম্মনীতির পবিত্র বাস ভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজনীতি শাস্ত্র স্বেচ্ছাচারী হইলেও ধর্ম্ম-নীতির শাসনে রাজন্যগণ শাসিত হইতেন। মান্ধাতা, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির এবং বিক্রমাদিত্য ও ভারতীয় পূর্ব্বতন অন্যান্য রাজাগণ সকলেই স্বেচ্ছাচারীছিলেন কিন্তু প্রজার নিমিত্ত তাঁহারা যে সকল কষ্টরাশি সহ্য করিয়াছেন, যে সকল ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহা জগতে অনুপম। প্রজাপরতন্ত্র রাজ্যের প্রজাগণ অপেক্ষা তাঁহাদিগের প্রজাগণ নিতান্ত অসুখী ছিল না, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। ধর্ম্ম শাস্ত্রের শাসনে পূর্ব্বতন রাজারা যে শাসিত হইতেন, তাহার আর এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই যে, তাঁহারা রাজ-নীতি বিষয়ক মন্ত্রণা এবং রাজশক্তি প্রয়োগ কালে ধর্ম্ম শাস্ত্রবিদ্ দয়াশীল ঋষিগণের বাক্য কদাচ লঙ্ঘন করিতে পারিতেন না। রাজাদিগের উপর প্রজাবৎসল ঋষি সমাজের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতিও তপোরত ঋষিগণকে সন্দর্শন মাত্র পাদ্যার্ঘ্য দ্বারা পূজা করিতেন। তাঁহাদিগের আদেশ শিরো-ধার্য্য করিয়া লইতেন এবং তাঁহাদিগের উপদেশ রাজাদিগের স্বেচ্ছাচারের পথে প্রবল প্রতিবন্ধকতা সাধন করিত *। প্রকৃত

* শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ কৃত রাজা ও প্রজা দেখ।

প্রস্তাবে রাজাকেও অতিশয় সাবধান ও সতর্ক হইয়া চলা উচিত। রাজার পক্ষে স্বেচ্ছাচার দ্বারা কার্য্য করা রাজ্য শাসন বা প্রজা-পালন নহে, উহা নামান্তরে রাজ্য নাশ এবং প্রজা বিনাশ। যে মনুসংহিতায় উল্লিখিত বচন গুলি লিখিত হইয়াছে, সেই সংহিতা-য়ই ইন্দ্রিয়সুখাশক্ত দুর্ব্বিনীত এবং অধার্ম্মিক রাজার বিনাশ সম্ভাবনার কথা স্পষ্ট লিখিত আছে যথা ঃ—

"সমীক্ষ্য স ধৃতঃ সম্যক্ সর্ব্বা রঞ্জয়তি প্রজাঃ।
অসমীক্ষ্য প্রণীতস্তু বিনাশয়তি সর্ব্বতঃ॥
তং রাজা প্রণয়ন্ সম্যক্ ত্রিবর্গেণাভিবর্দ্ধতে।
কামাত্মা বিষমঃ ক্ষুদ্রো দণ্ডেনৈব নিহন্যতে॥
দণ্ডোহি সুমহত্তেজো দুর্দ্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবং॥

অর্থাৎ সেই দণ্ড সম্যক্প্রকার শাস্ত্রানুসারে অপরাধানুরূপ বিধান করিলে, প্রজাসকল রাজার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে। অমনোযোগ এবং লোভাদি প্রযুক্ত অবিচারে দণ্ড বিধান করিলে, সমস্ত রাষ্ট্র পুত্রাদি নাশ হয়। রাজা সেই দণ্ড যথাবিহিতরূপ প্রয়োগ করিলে ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ ফলে বর্দ্ধিত হন। আর যিনি বিষয়াভিলাষী, ক্রুদ্ধ এবং ছলান্বেষী, তিনি স্বপ্রযোজ্য দণ্ড দ্বারা নিজেই বিনাশ প্রাপ্ত হন। যেহেতু দণ্ড মহাতেজ স্বরূপ এবং অশিক্ষিত ব্যবস্থাপকের দুঃখে ধাবণীয়। অতএব এরূপ প্রকৃষ্ট দণ্ড রাজধর্ম্ম বিরহিত নৃপতিকে পুত্রাদি বন্ধুর সহিত বিনাশ করে।"

সত্যবটে রাজা অসাধারণ মনুষ্য, রাজার ক্ষমতা অসা-ধারণ ক্ষমতা। কিন্তু এই অসাধারণতার মূল কি? আমরা বলি, সমবেত প্রজাই তাহার মূল। মহারাজ! অদ্য আপনার

প্রজা মণ্ডলী অপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যাউক, কল্য আপনি পথের কাঙ্গালী বা শ্মশানস্থিত শব। আবার অদ্য আপনি নির্ব্বাসিত; কল্য লক্ষ লক্ষ প্রজা সমবেত হইয়া আপনাকে রাজপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিল, তখন পুনরায় আপনি সেই মহিমার্ণব রাজা। মুসলমান রাজ কুলতিলক আকবর, চিতোর আক্রমণ করিলে, ভীরু উদয়সিংহ পলায়ন করিয়া যে অরণ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন, চিতোরের হতাবশিষ্ট প্রজাবর্গ সমবেত হইয়া সেই অরণ্যকেই সৌধরাজি বিরাজিত উদয়পুর নামক রাজ্যে পরিগণিত করিয়া তুলিয়াছিল। অতএব প্রজাই রাজা এবং প্রজাই রাজপদ। যদি এইরূপই সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইলে সর্ব্বতোভাবে প্রজার সুখ রাশি বিধান ও বর্দ্ধন করিয়া প্রজাপালন করাই রাজার সনাতন ধর্ম্ম। দেশ প্রচলিত নীতিশাস্ত্রের বিধি সম্মত হউক বা না হউক, যে রাজা বিবেচনা করেন যে, প্রজা অপরাধ করিলে আমি যেমন তাহার দণ্ডবিধান করিতে পারি, সেইরূপ আমি অপরাধ করিলেও সমবেত প্রজাবর্গ আমার দণ্ড বিধান করিতে পারে, তাঁহার প্রশস্ত অন্তঃকরণে রাজধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব সর্ব্বদা নিহিত থাকে। একদিকে তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রম, অন্যদিকে প্রজার নিকট অপরাধের ভয়। আমি সেব্য, প্রজাগণ সেবক, এই দুষ্ট সম্বন্ধ তাঁহার হৃদয় হইতে সর্ব্বদা পরিত্যজ্য হয়। বরঞ্চ রাজশক্তি এবং প্রজাশক্তি, উভয়শক্তি মিলিত ভাবে কার্য্য করিয়া রাজ্যের সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিতে থাকে। ইংলণ্ড এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত স্থল বটে। ইংলণ্ডেশ্বরী পার্লিমেণ্টের শাসনাধীনা। রাজ-শক্তি এবং প্রজাশক্তি এক্ষণে সংমিলিত। সেই জন্য কেসিভিলনুসের পর্ণকুটীরাবৃত ব্রিটনদ্বীপ, এক্ষণে সৌধরাজি বিরাজিত দুর্জ্জয় ব্রিটিস সাম্রাজ্য। ইংলণ্ড অপেক্ষায়ও

আমেরিকাই এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত স্থানে অধিক অগ্রগণ্য। ইংলণ্ডের প্রজা স্বাধীন হইলেও প্রভুতাবঞ্চিত। আমেরিকার ছোট বড় সকলেই প্রভু, সকলেই রাজা। যাহারা রাজানামে অভিহিত, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা প্রজার সেবায় নিযুক্ত। এই নিমিত্ত সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থ, প্রতাপ, সুখ, ভোগ ইত্যাদি সকল বিষয়ে সসাগরা পৃথিবীর সমস্ত দেশাপেক্ষা, আমেরিকা আজ কাল সকল বিষয়েই অধিক উন্নতিশালিনী।

রাজা নরপতি। কিন্তু এই পতিত্বের অর্থ কি? আমরা বলি, যাহারা তাঁহাকে এইরূপ পতিত্বে বরণ করিয়াছে, সর্ব্বতোভাবে সেই নররূপ প্রজাবৃন্দের সেবা করাই সেই পতিত্বের যথার্থ তাৎপর্য্য। কালিকাপূরাণে লিখিত আছে,

> অপুত্রস্য নৃপঃ পুত্রো নির্ধনস্য ধনং নৃপঃ।
> অমাতুর্জ্জননী রাজা অতাতস্য পিতা নৃপঃ॥
> অনাথস্য নৃপো নাথো হ্যভর্ত্তুঃ পার্থিবঃ পতিঃ।
> অভৃত্যস্য নৃপো ভৃত্যো নৃপ এব নৃণাং সখা॥

অর্থাৎ রাজা পুত্র বিহীন ব্যক্তির পুত্র, নির্ধনের ধন, মাতৃহীনের মাতা, পিতৃহীনের পিতা, অনাথের নাথ, স্বামী হীনার পার্থিবপতি এবং ভৃত্যহীনের ভৃত্য; এইরূপে রাজা মনুষ্যগণের সখাস্বরূপ। বাস্তবিক এই কয়েকটী বচন দ্বারা রাজার কর্ত্তব্য কার্য্য সুন্দররূপে বিভাসিত হইয়াছে। কালিকাপূরাণের এই বচন আর মনুসংহিতার পূর্ব্বোক্ত ‘তপত্যাদিত্য বচ্চৈষ চক্ষংষি — রাজা প্রকরুতে মনঃ’ ইত্যাদি বচন, তুলনায় স্বর্গ মর্ত্য প্রভেদ কি না, ভাবুক পাঠক মাত্রই তাহা বুঝিতে পারিবেন। ‘আমি যে মহান প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়া এই সর্ব্বজনসম্মানিত রাজপদে অধিরূঢ় হইয়াছি, সর্ব্বতোভাবে সেই প্রতিজ্ঞা পরিপালন করিয়া প্রজারঞ্জন কার্য্যে সর্ব্বদা

বদ্ধপরিকর থাকিব' যে ধার্ম্মিক রাজা এই রূপ বাসনা করেন, কালিকা পুরাণের উক্ত বচন চতুষ্টয় ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার স্মৃতিপথে জাগরূক রাখা কর্ত্তব্য। রাজন্! আপনি রাজ্য মধ্যে কৃষি, বাণিজ্য এবং শিল্পকার্য্য প্রচলিত করিতেছেন, প্রশস্ত রাজপথ সকল নির্ম্মাণ এবং গভীর জলাশয়াদি খনন করাইতেছেন, শান্তিরক্ষক সৈন্য সামন্ত নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু কাহার জন্য এ সমস্ত আড়ম্বর। প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রজার সুখ বিধান জন্যই কি নহে? রাজন্! আপনি যখন নিম্ন ও মস্তকোপরি মণি মুক্তা খচিত সিংহাসন ও চন্দ্রাতপ এবং চতুষ্পার্শ্বে নানাবিধ কারু কার্য্যময় নয়নতৃপ্তিকর তৈজস পত্র অবলোকন করিবেন, হয়ত সুযোগ পাইয়া সেই সময়ে ঐশ্বর্য্যবিকার আপনার হৃদয়কে আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হইবে; কিন্তু তাহার সেই গুরুতর আক্রমণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য আপনি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন। আপনি ভাবিবেন, এই বিপুলা পৃথিবীতে অপর সাধারণের ন্যায় আমিও একটী উলঙ্গ মনুষ্য, একা জন্মিয়াছি, অন্তে আমাকেও অপর সাধারণের ন্যায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে। যে সকল ঐশ্বর্য্যরাশি সন্দর্শন করিয়া আমার চিত্ত মুগ্ধ হইতেছে, উহা প্রজাপ্রদত্ত ধনরাশি এবং তদ্বিনিময় সাধিত সামগ্রী সম্ভার। আমি কোন ধন লইয়া আসি নাই, অন্তেও কোন ধন লইয়া আমি যাইতে পারিব না। প্রজা প্রদত্ত ধনে আমি ধনী, প্রজা প্রদত্ত বলে আমি বলীয়ান। প্রজাগণ আমাকে রাজা স্বীকার করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছে, আমি রাজা হইয়াছি। যাহারা আমাকে রাজা করিয়াছে, যাহাদিগের দ্বারা আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্য, সদা-সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যের সহিত তাহাদিগের হিতচিন্তা এবং সুখ বিধান করাই আমার কর্ত্তব্য কার্য্য।

মহারাজ! শাস্ত্রানুসারে আপনি দণ্ডধর। এই দণ্ডের সহায়তায় আপনি ধর্ম্মের শাসন বিস্তার করিয়া পাপরূপ পিশাচের আক্রমণ হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাস্য, আপনি আত্মশাসন জন্য কি রূপ দণ্ড ধারণ করিয়াছেন? এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে ভুত কালের রাজন্যগণের ও বীরেন্দ্রবর্গের অতিত জীবনী, অর্থাৎ তাঁহাদিগের আবির্ভাব ও তিরোভাব, সুখেরদশা ও দুর্দ্দশা, সুকার্য্য ও কুকার্য্য এবং তজ্জনিত ফলাফলের বিষয় সর্ব্বক্ষণ পর্য্যালোচনা করা আপনার কর্ত্তব্য। আপনার কোন রূপ দুষ্প্রবৃত্তি যখন বেগবতী হইবে, তখন ঐরূপ পর্য্যালোচনা আপনার দুষ্প্রবৃত্তির পথে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা সাধন করিতে পারিবে। সুতরাং তন্নিবন্ধন সম্পূর্ণ রূপে না হউক, অনেকাংশে আপনার আত্ম শাসন সাধিত হইবে। "যে দুর্জ্জয় দশানন লঙ্কাদ্বীপে বিস্তর আধিপত্য বা সাম্রাজ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক সমস্ত জগৎ বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সমস্ত রাজন্যগণকে কম্পিত কম্পবান করিয়াছিলেন, অযোধ্যাপতি অথচ ভিখারীবেশী রামচন্দ্রের সুতীক্ষ্ণ বিষাক্ত বাণ, সেই দশাননের বজ্রলেপময় প্রশস্ত বুকে পতিত হইয়া, তাঁহার সেই প্রবল প্রতাপ চিরকালের জন্য বিলুপ্ত করিয়াছে। এক্ষণ কোথায় সেই দশানন, কোথায় তাঁহার সেই দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রম! যে ভীম-বাহু ভৃগুনন্দন পরশুরাম ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংশ প্রতিজ্ঞায় বদ্ধপরিকর হইয়া একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন, দুরন্ত কালের জগদ্ব্যাপ্ত কবলে, তাঁহাকেও চিরকালের জন্য কবলিত হইতে হইয়াছে! যে বীরেন্দ্রকেশরী বীরচূড়ামণি মহাবীর ভীষ্মদেব কুরুক্ষেত্রের তুমুল সংগ্রাম রূপ তরঙ্গাকুলিত মহাসমুদ্র মধ্যে অটল গিরিবর সদৃশ বিরাজমান ছিলেন; যিনি মূর্ত্তিমান সত্য, বীরত্বাকাশের মূর্ত্তিমান সূর্য্য এবং পৃথিবী মণ্ডলে সর্ব্বোচ্চ পুরুষ

পদাধিষ্ঠিত ছিলেন; যাঁহার প্রতিজ্ঞা এক্ষণ পর্য্যন্ত বালক বৃদ্ধ যুবা সকল শ্রেণীর লোক মুখে উপমাস্থলে প্রদর্শিত হইয়া থাকে, সেই মুর্ত্তিমান বীরধর্ম্ম-মহারথী ভীষ্মদেবকেও উত্তর কালে শর শয্যায় মহাশয়ন করিতে হইয়াছে! কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সংগ্রামের প্রবর্ত্তক এবং অধিনায়ক অভিমানী দুর্যোধনের বিশাল উরুদেশ যে বলবান পাণ্ডব কুলর্ষভ ভীম কর্ত্তৃক ভঙ্গ হইয়াছিল, এক্ষণে কোথায় সেই ভীম, কোথায় বা সেই অভিমানী দুর্যোধন, আর কোথায় তাঁহার অভিমান! জুলিয়স্ শিজার যখন ইউরোপ ও আফ্রিকা দর্পের সহিত অধিকার করেন, তখন তিনি স্বীয় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের ভার আপনা আপানই বহন করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন; ব্রুটস্ যে গোপনে তাঁহার বিনাশ জন্য তীক্ষ্ণ অস্ত্র বিশেষরূপ শাণিত করিয়া রাখিয়াছিল, স্বপ্নেও কি শিজার তাহা কখনও ভাবিতে অবসর পাইয়াছিলেন? কালক্রমে ব্রুটসের সেই শাণিতাস্ত্র, শিজারের দর্প গর্ব্বিত স্ফীত বুকে পতিত হইয়া, তাঁহাকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছে। কর্শিকাদ্বীপজাত সামান্য নেপোলিয়ান, আপনার দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রম প্রভাবে পরিশেষে তদানীন্তন দুর্জ্জয় ফ্রান্স রাজ্যের সম্রাট হইয়াছিলেন। মহাবাহু ভৃগুপুত্র পরশু-রাম যেরূপ পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন, পরাক্রম কেশরী দুর্ব্বার নেপোলিয়নও সেই রূপ, একবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত সমস্ত ইউরোপ খণ্ডকে প্রকম্পিত করিয়াছিলেন; পরিশেষে সুপ্রসিদ্ধ ওয়াটারলুর রঙ্গভূমিতে ডিউক অব ওয়েলিং-টনরূপ প্রচণ্ড রাহু যে তাঁহার সহিত তাঁহার বাহুবলার্জ্জিত গৌরব সূর্য্যকে পূর্ণগ্রাস করিবে, ইহা কি তিনি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন? জগৎ প্রসিদ্ধ ময়ুর তক্তরূপ সুবর্ণাসনোপবিষ্ট কুটচক্রী মোগল সম্রাট্ দুর্দ্দান্ত আরংজিব যখন সাম্রাজ্য লাভ লালসায় একান্ত উন্মত্ত হইয়া তৎপথে পতিত কণ্টকস্বরূপ

ভ্রাতৃগণকে হত্যা এবং পিতাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করতঃ রাজ্য আপন করায়ত্ত পূর্ব্বক একদিকে আপনার সেই দুর্ব্বাসনার চরম চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন, সামান্য পার্ব্বতীয় অথচ স্বশক্তি-সমুত্থিত স্বকৃত-স্বাধীন মহারাষ্ট্র কুলতিলক বীরদর্পী শিবজির আজানুলম্বিত বাহুবলের এবং বিপক্ষের মর্ম্মভেদী প্রখর বুদ্ধি তেজের ঘাত-প্রতিঘাতে, অপরদিকে সেই দুরন্ত দিল্লীশ্বর চিরটাকালই জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন। হায়! বীরসাহচর্য্য-লোলুপ সর্ব্বান্তক কৃতান্ত যদি শিবজিকে আরংজিবের অগ্রবর্ত্তী না করিতেন, হয়ত আজ্ ভারতবর্ষকে আমরা অন্যচিত্রে চিত্রিত দেখিতাম। অতএব হে রাজন! এসংসারে রাজত্ব এবং তদনুচর ঐশ্বর্য্য, প্রতাপ এবং বলবীর্য্য কিছুই চিরস্থায়ী নহে। রাজা ও একটী ক্ষুদ্রতম প্রজার একই নিদান, চরমে ঠিক সমান গতি। রাজার যদি প্রকৃত সুখ কিছু থাকে তবে তাহা প্রজারঞ্জন জনিত আত্ম-প্রসন্নতা। ইতিহাসের লিখা ভিন্নও যদি রাজার অমর হইবার কোন উপায় থাকে, তবে তাহাও সেই প্রজারঞ্জনজনিত সুনাম। যে উপায় বলে রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের নাম লোকাভিরাম এবং পাণ্ডব বংশাবতংস যুধিষ্ঠিরের নাম ধর্ম্মরাজ; যে নাম আজ্ পর্য্যন্তও আছে এবং চন্দ্র সূর্য্যের অস্তিত্ব কাল পর্য্যন্ত থাকিবে।*

* হে মহারাজ! অর্থচিন্তা ত আপনার ধর্ম্মচিন্তাকে দূরীভূত করিতে সমর্থ হয় নাই? সুখানুভবে ব্যাসক্ত হইয়া পবিত্র মনকে ত কলুষিত করেন নাই? ভবদীয় পূর্ব্ব পুরুষদিগের আচরিত বৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া ত ত্রিবর্গের সেবা করিতেছেন? অর্থলোভ ত আপনার ধর্ম্মার্জ্জনের পথের প্রতিরোধক হয় নাই? অথবা

*শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় কৃত মহাভারত, সভাপর্ব্ব বাঙ্গলা অনুবাদ।

ঐকান্তিক ধর্ম্মচিন্তা ত আপনার অর্থাগমের প্রতিবন্ধকতা করে নাই? একান্ত কামরসাস্বাদনে লোলুপ হইয়া ত ধর্ম্মার্থোপার্জ্জনে বিরাগ প্রদর্শন করেন নাই? যথা সময়ে ত পরস্পর সকলেরই যথাবিধি সেবা করা হইয়া থাকে? সপ্ত উপায়, গুণ ষট্‌ক ও স্বপরপক্ষ বলাবল ত সম্যক্ পর্য্যালোচিত হয়? কৃষি বাণিজ্য দুর্গসংস্কার, সেতু নির্ম্মাণ, আয়ব্যয় শ্রবণ, পৌরকার্য্যদর্শন ও জনপদ পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজকার্য্য ত সম্যক্ প্রকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে? আপনার সপ্ত প্রকৃতি ত কুশলে রহিয়াছে? তাহারা ত সকলেই সমৃদ্ধিসম্পন্ন? তাহাদের ত প্রভুভক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই? তাহারা ত কেহই ব্যসনে লিপ্ত নহে? কপট দূতগণ ত নির্ভয়ে উপস্থিত হইয়া আপনার বা ভবদীয় মন্ত্রীগণের গুপ্ত মন্ত্রণা ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই? কে শত্রু কে মিত্র ও কেইবা যথার্থ উদাসীন, আলাপ মাত্রেই ত তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন? আবশ্যক মতে ত সন্ধিস্থাপন ও যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করা হয়? উদাসীন মধ্যমের প্রতি ত মধ্যস্থ ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন? আত্মসদৃশ বৃদ্ধ, পবিত্র স্বভাব, সম্বোধনক্ষম, সদ্বংশজাত, অনুগত ব্যক্তিগণ ত মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত আছে? যেহেতু মন্ত্রণাই জয়লাভের একমাত্র কারণ। অতএব আপনি ত মন্ত্র-কুশল শাস্ত্রবিদ্যাবিশারদ অমাত্য নিযুক্ত করিয়াছেন? বিপক্ষেরা ত আপনার কোন প্রকার অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হয় নাই? যথা কালে ত নিদ্রিত ও জাগরিত হন? পরার্দ্ধ রাত্রিতে ত অর্থচিন্তা করিয়া থাকেন? মন্ত্রণা কালে ত একাকী অথবা বহুজন পরিবৃত থাকেন না? স্থিরীকৃত মন্ত্রণা ত জনপদদিগের নিকট অপ্রকাশিত থাকে? স্বল্পায়াস সাধ্য ক্রিয়াগুলিন ত শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া থাকেন? কৃষীবলেরা ত আপনার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও ভক্তির সহিত ব্যবহার

করিয়া থাকে? তাহারা ত কখন আপনার অনিষ্ট চেষ্টা পায় নাই? কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে ত পরীক্ষার জন্য বিশেষ নিপুণ, ধর্ম্মজ্ঞ, শাস্ত্রকোবিৎ পণ্ডিতগণ নিয়োজিত করিয়া থাকেন? কুমারগণকে যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ করিবার নিমিত্ত ত উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ উপদেষ্টা নিযুক্ত করা হয়? সহস্র সহস্র মূর্খ বিনিময়ে একজন মাত্র পণ্ডিত পাইয়া ত সন্তোষ লাভ করেন? কারণ, উপস্থিত আপদ্ বিপদ্ প্রতীকার নিমিত্ত পণ্ডিত লোকের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক। দুর্গসমূহ ত পানীয় ও আহারোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী সমুদায়ে পরিপূর্ণ আছে এবং তাহাতে কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্রের ত কিছু মাত্র অসদ্ভাব উপস্থিত নাই? দুর্গের প্রহরীগণ ত সর্ব্বদাই সতর্কতাপূর্ব্বক দুর্গের ও রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে? শান্ত দান্ত বুদ্ধিমান্ ও অতি বিচক্ষণ একজনও অমাত্য থাকিলে রাজা এবং রাজপুত্রের রাজ্যলক্ষ্মী চিরস্থায়িনী করিয়া তুলে। মহারাজ! গূঢ়চরদ্বারা বিপক্ষ চরের গতিবিধি ত অবগত হইয়া থাকেন? স্থিরচেতা হইয়া বিপক্ষদলের অজ্ঞাতসারে তাহাদিগের কার্য্যসকল ত অবলোকন করিয়া থাকেন? আপনার পৌরোহিত্যে নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণ ত বিনয়ী, অসূয়াশূন্য, সদ্বংশজাত ও সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বিত বটে? আপনার হোমকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ত বেদবিধিজ্ঞ সরলান্তঃকরণ ও কার্য্যদক্ষ বটে? যাঁহাকে দৈবজ্ঞ বলিয়া শুভাশুভ গণনার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনি ত জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ে নিপুণ? কার্য্যের লাঘব গৌরব বিবেচনা করিয়া ত প্রধানের প্রতি প্রধান, মধ্যমের প্রতি মধ্যম ও নিকৃষ্টের প্রতি নিকৃষ্ট কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া থাকেন? পূর্ব্বপুরুষাগত অতি নির্ম্মলস্বভাব বৃদ্ধ সচিবদিগকে ত রাজ্যের প্রধান প্রধান কার্য্য

সম্পাদনে নিযুক্ত করিয়াছেন ? অতি কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া প্রকৃতিমণ্ডলকে ত উদ্বেজিত করেন নাই ? পতিত ব্যক্তিকে যাজকেরা এবং কামাতুর উগ্রস্বভাব স্বামীকে মহিলাগণ যেরূপ হেয় জ্ঞান করে, আপনার রাজ্যশাসনকারী মন্ত্রীগণ ত আপনাকে সেরূপ অবজ্ঞা করিয়া থাকে না ? যাহাদিগকে সৈন্যাপত্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহারা ত প্রখ্যাতবংশসম্ভূত, শৌর্য্য-বীর্য্য, গাম্ভীর্য্যশালী কার্য্যদক্ষ ও প্রভুপরায়ণ বটে ? যাহারা সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধে বিলক্ষণ দক্ষ, সচ্চরিত্র, সাহসী ও বলবান্ তাহাদিগকে ত যথোচিত পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং যথা সময়ে তাহারা ত আপনাপন বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকে ? কারণ, তাহা না হইলে তাহাদের দ্বারা সুচারুরূপে কার্য্য সম্পন্ন হওয়া দূরে থাকুক্, বরং বিদ্রোহাদি বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সদ্বংশজাত প্রধান প্রধান ব্যক্তি-গণ ত আপনার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন ? কেমন, সময়ে সময়ে তাঁহারা ত আপনার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রাণ পর্য্যন্তও দিতে প্রস্তুত ? যথেচ্ছাচারী শাসনানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ত যাবতীয় যুদ্ধ কার্য্য সম্পাদনার্থে নিযুক্ত করা হয় নাই ? যদি কখন কোন ব্যক্তি আপন শক্তি ও ক্ষমতানুসারে আপনার কোন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দেয়, তাহা হইলে সে ত তৎক্ষণাৎ সম্যক রূপ পুরস্কৃত ও সম্মানিত হয় ? জ্ঞানী কৃতবিদ্য নম্র স্বভাব গুণীগণের ত গুণের যথেষ্ট পুরস্কার করিয়া থাকেন ? মহারাজ ! যাঁহারা কেবল আপনার মঙ্গল সাধনের জন্য অকালে কালের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছে, তাহাদের স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারবর্গ ত ভরণ পোষণের জন্য কখন কোন প্রকার কষ্ট পায় নাই ? যদি শত্রু পক্ষীয়েরা হীনবল বা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হয়, তাহা

হইলে তাহাদিগকে ত অপত্য নির্ব্বিশেষে রক্ষা করিয়া থাকেন? হে ভরতর্ষভ! বিপক্ষকে ব্যসনাসক্ত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মন্ত্র, কোষ ও ভৃত্য ত্রিবিধি বল লইয়া তাহাকে ত আক্রমণ করিয়া থাকেন? পিতা মাতার যেমন সকল সন্তানের প্রতি সমান দয়া থাকে, আপনি ত সেই রূপ সমুদ্র মেখলা সমগ্রা পৃথিবীকে সম দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া থাকেন? সৈন্যগণের ব্যবসায় ও জয় লাভ বিবেচনা করিয়া, তাহাদিগকে অগ্রিম দান পূর্ব্বক যথা সময় ত যুদ্ধ যাত্রায় নির্গত হন? পরস্পরের ভেদ সাধন করণা-ভিপ্রায়ে বিপক্ষীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধৃবর্গকে ত যথা সম্ভব অর্থ দান করিয়া থাকেন। স্বয়ং ইন্দ্রিয়গণ সম্যক্ বশীকৃত করিয়া ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র রাজগণকে ত আক্রমণ ও করপ্রদ করিয়াছেন? যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ত সাম দান বিধি ভেদ ও দণ্ডের যথা বিধি প্রয়োগ করিয়া থাকেন? নিজাধিকৃত প্রদেশ সকল সুদৃঢ় রূপে রক্ষিত করিয়া ত বিপক্ষের রাজ্য জয় করিতে বহির্গত হন? বিপক্ষ রাজগণকে সম্যক্ পরাজয় করিয়া ত পরে স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন? প্রধান সৈনিক পুরুষ কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত অষ্টাঙ্গযুক্ত চতুরঙ্গিনী সেনা ত শত্রু জয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে? বিপক্ষ রাজ্যের শস্যচ্ছেদন ও সংগ্রহ কাল উপেক্ষা না করিয়া ত শত্রুনিপাতনে প্রবৃত্ত হন? অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত ত্বদধিকৃত পুরুষেরা ত স্বরাজ্যে ও পররাজ্যে নিযুক্ত হইয়া তৎকার্য্য সম্যকরূপে সম্পাদন করিয়া থাকে? তাহারা ত পরস্পর পরস্পরের প্রতি দ্বেষ করিয়া দেয় না? ভবদীয় ভক্ষ্যভোজ গাত্র মার্জ্জন বস্ত্র ও গন্ধ দ্রব্য সকল রক্ষা করিবার জন্য যে সকল ভৃত্য নিযুক্ত হইয়াছে, তাহারা ত সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী ও বিশ্বাস ভাজন? কর্ম্মচারীগণ ত ধান্যাগার, বাহন, দ্বার, অস্ত্র শস্ত্র ও অর্থাগম প্রভৃতির সম্যক তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে? হে মহারাজ!

আপনি ত আভ্যন্তরিক ও বাহ্য জনগণ হইতে আপনাকে, আত্মীয় লোক হইতে বাহ্য জনগণকে এবং তাহাদের পরস্পর হইতে পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকেন? আয়ের চতুর্থ ভাগ, অৰ্দ্ধ ভাগ বা ত্রি ভাগ দ্বারা নিজ ব্যয় ত নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন? বৃদ্ধ লোক, জ্ঞাতিবর্গ, গুরুজন, বণিক, শিল্পী, আশ্রিত, দীন দরিদ্র ও অনাথদিগকে ত ধনধান্য দান দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া থাকেন? আয় ও ব্যয়ের নিরূপণকারী গণক ও লেখকগণ পূর্ব্বাহ্নেই ত সবিশেষ বিবরণ আপনার গোচর করিয়া থাকে? বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত শুভাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মচারীগণ ত বিনাপরাধে আপনার নিকট হইতে কর্ম্মচ্যুত হয় না? অধিকৃত বর্গের গুণ দোষ বিচার করিয়া ত তাহাদিগকে নিযুক্ত করা হয়? অর্থলোলুপ, তস্কর, শত্রু বা অপ্রাপ্ত-ব্যবহার ব্যক্তিগণ ত আপনার কার্য্যে নিযুক্ত হয় নাই? দস্যু, অর্থগৃধ্ন, উদ্ধত নারীগণ বা কুমার বৃন্দ অথবা আপনি স্বয়ং ত রাষ্ট্রপীড়া উৎপাদন করেন না? রাজ্য মধ্যে স্থানে স্থানে ত কৃষকদিগের কৃষিকার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত আবশ্যকীয় জলাশয়, কূপ বা কৃত্রিম সরিদাদি খনন করিয়া থাকেন? অনাবৃষ্টি জন্য প্রজাগণের ত কোন বিশেষ ক্ষতি উপস্থিত হয় না? প্রজাদিগের প্রয়োজন মতে স্বল্প বৃদ্ধি নিরূপণ করিয়া ঋণদানে তাহাদিগকে ত অনুগৃহীত করিয়া থাকেন? আপনার বার্ত্তা সকল ত প্রকৃত সাধুলোক দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে? জনপদবাসী প্রকৃত বীরপুরুষেরা ত মহারাজের মঙ্গল চিন্তায় একান্ত নিরত আছে? নগর রক্ষার নিমিত্ত পল্লীগ্রাম সকল নগরের ন্যায় এবং ঘোষ পল্লী ত পল্লীগ্রামের ন্যায় করিয়া রাখিয়াছেন? আপনার নগরাদি ত সম্যক্ বশীভূত আছে? তস্করেরা ত ত্বদীয় বিষয় মধ্যে সম বিষম স্থলে দলবদ্ধ হইয়া নগরের কোন অনিষ্ট উৎপাদনে সমর্থ হয় না? প্রমদাগণের ত সমুচিত

রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদিগকে শান্ত্বনা করিয়া থাকেন ? বিশ্বাস করিয়া ত তাহাদিগের নিকট কোন গুহ্য বিষয় প্রকাশ করেন না ? কোন অশুভ ঘটনায় খিন্নচিত্তে অন্তঃপুরে গমন করিয়া ত মহিলাগণের বদন দর্শনে ও স্রক্চন্দনাদি বিষয়ের অনুভব সুখে ত নিমগ্ন হয়েন না ? রজনীর পূর্ব্বার্দ্ধভাগ নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া পরার্দ্ধে ত ধর্ম্মার্থ চিন্তা করিয়া থাকেন ? হে মহারাজ ! প্রবোধিত হইয়া ত যথোচিত বেশভূষায় ভূষিত হয়েন এবং দেশকালজ্ঞ সচিব সমভিব্যাহারে দর্শনার্থী প্রজাগণকে ত দর্শন দিয়া তাহাদের সন্তোষ সম্পাদন করেন ? আপনার শরীর রক্ষক পুরুষেরা ত সশস্ত্র হইয়া আপনার দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকে ? যমের ন্যায় ত দোষীর দণ্ড ও গুণীর পুরস্কার করিয়া থাকেন ? প্রিয়াপ্রিয় পরীক্ষায় ত উপেক্ষা প্রদর্শন করেন নাই ? কায়িক পীড়া উপস্থিত হইলে ত তাহার শান্তির নিমিত্ত নিয়মানুসারী হইয়া চিকৎসকের উপদেশ মতে ঔষধাদি-সেবন করিয়া থাকেন ? মানসিক পীড়ার সময়ে ত বৃদ্ধদিগের সহিত কথা বার্ত্তায় কালহরণ করিয়া তাহার শান্তি বিধান করেন ? আপনার চিকৎসকগণ ত আপনার সুহৃদ্ ও অনুগত বটেন ? তাঁহারা ত চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন ? কিসে আপনি কায়িক ও মানসিক সুস্থ থাকেন, তাঁহাদের সেই চিন্তাই ত নিরন্তর বলবতী রহিয়াছে ? অর্থী ও প্রত্যর্থীদিগের কার্য্য দর্শনকালে আপনি ত লোভ মোহাদি রিপুগণের বশীভূত হয়েন না ? অরিগণ ত প্রভূত অর্থদানে নগরবাসী ও জনপদবাসী প্রকৃতিমণ্ডলকে কলুষিত করিয়া আপনার সহিত বিদ্রোহ উপস্থিত করিবার সুযোগ করে নাই ? অরাতিকুল হীনবল হইলে ত তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ উৎপীড়িত করেন না ? মন্ত্রবলেও ত প্রবল শত্রুকে

সমধিক যন্ত্রণা দিতেছেন না? বলপ্রয়োগে বা মন্ত্রনিয়োগে কাহার ত একবারে সর্ব্বনাশ করিয়া তুলেন না? প্রধান প্রধান রাজারা আপনার গুণে বশীভূত হইয়া ত প্রাণপণে আপনার মঙ্গল চেষ্টা করিতেছেন? আপনি ত গুণগ্রাহী হইয়া ব্রাহ্মণ ও সজ্জনগণের যথোচিত সেবা করিয়া থাকেন? কারণ, তাঁহাদের সেবাই নিখিল মঙ্গলের হেতু ও মোক্ষ ফলের প্রসূ হইয়া থাকে। হে মহারাজ! ত্রয়ীমূলক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হেতু আপনি ত পূর্ব্ব-পুরুষ প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন? চর্ব্ব্য, চোষ্য লেহ্য, পেয়, সুরস অন্নপানে, ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি জন্মাইয়া ত তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দান করিয়া থাকেন? বাজপেয় ও পুণ্ডরীক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইতে ত আপনার ঐকান্তিক ইচ্ছা আছে? শুভ ফলপ্রদ দেব, দ্বিজ, তপোধন, গুরুজন, বৃদ্ধ, জ্ঞাতিগণ এবং চৈত্যতরু দৃষ্টিমাত্র সকলকেই ত নমস্কার করিয়া থাকেন? ক্রোধ ও বিষয়াসক্তি আপনাকে ত নিতান্ত অভিভূত করিয়া তুলে নাই? আপনার পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই ত মঙ্গলময় বস্তুসকল হস্তে করিয়া অবস্থিতি করে? হে মহারাজ! আপনার বুদ্ধি ও ক্রিয়া ত আমার প্রশ্নের অনুসারী হইয়া চলিতেছে? কারণ, এরূপ হইলে উভয়ই আয়ুস্য, যশস্য, ও ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ত্রিবর্গেরই প্রসূ হইয়া থাকে। প্রাগুক্ত নিয়মানুসারে চলিয়া কার্য্য করিলে রাজ্য মধ্যে কখন কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না এবং রাজাও অক্লেশে সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া সুখে ও নিরুদ্বেগে কাল যাপন করিতে পারেন। হে রাজন্! কপটাচারী, লোভী, ভবদধিকৃত ব্যক্তি হইতে চৌর্য্যাপবাদগ্রস্ত হইয়া সৎকারার্হ ভদ্রস্বভাব কোন ব্যক্তি ত কখন রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয় নাই? যে সকল

দুষ্ট, অনিষ্টকারী, অসংস্বভাবসম্পন্ন লোক, অকৃতাপরাধী, পবিত্র-স্বভাব ভদ্র সন্তানদিগকে এই রূপ বিপজ্জালে নিপাতিত করে, তাহারাই ত আবার প্রকৃত তস্করদিগকে হৃত বস্তুর সহিত ধৃত করিয়া ধনলোভে সেই সকল ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেয় নাই ? হে ভরত কুলতিলক ! আপনার অমাত্যেরা ত উৎকোচে বশীভূত হইয়া ধনী ও দরিদ্র মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে যথাকে অযথা বলিয়া ব্যাখ্যা করে নাই ? নাস্তিকতা, মিথ্যা, অধর্ম্ম, ক্রোধ, অনবধানতা, দীর্ঘসূত্রতা, অনভিজ্ঞতা, আলস্য, চিত্ত চাঞ্চল্য, একাকী বিষয়-কার্য্য-চিন্তা, মূর্খের সহিত মন্ত্রণা, অধ্যবসিত কার্য্যে উপেক্ষা, মন্ত্ররক্ষায় ও গৃহস্থ মাঙ্গল্য কর্ম্মে হতাদর এবং অবিমৃষ্যকারীতা, রাজপরিহার্য্য এই চতুর্দ্দশ দোষ ত আপনি পরিত্যাগ করিয়াছেন ? বদ্ধমূল হইলেও রাজারা এই সকল দোষে প্রায়ই রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। হে রাজন্ ! আপনি ত বেদাধ্যয়ন, অর্থ, বনিতা ও শাস্ত্রজ্ঞান এই সমস্তের যথোপযুক্ত ফললাভ করিয়াছেন ? লাভাকাঙ্ক্ষী দূরদেশাগত বাণিজ্যোপজীবী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে আপনার নিযুক্ত শুল্ক সংগ্রহকারী পুরুষেরা ত যথা নিয়মে শুল্ক গ্রহণ করিয়া থাকে ? সেই সকল বণিকেরা ত আপনার রাষ্ট্র মধ্যে প্রতারিত না হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দ সহকারে অবস্থিতি পূর্ব্বক পণ্য দ্রব্যের সমুচিত বিনিয়োগে সমর্থ হয় ? আপনি ত ধর্ম্মার্থ প্রদর্শক বয়োজ্যেষ্ঠ গুণীগণের ধর্ম্মার্থগর্ভ বচন পরম্পরা অবহিত হইয়া শ্রবণ করেন ? কৃষি আর গো, পুষ্প, ফল ও ধর্ম্মের উন্নতি নিমিত্ত অকাতরে ঘৃত মধু দান করিয়া ত দ্বিজগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকেন ? উপকরণ সামগ্রীর সম্পাদক শিল্পীগণ ত আলস্যে বৃথা সময় অতিবাহন করিবার অবকাশ পায় না ? হে মহারাজ ! কাহারও নিকট হইতে কোন প্রকার উপকার প্রাপ্ত হইলে আপনি ত

অচিরে তাহা বিস্মৃত হন নাই? রাষ্ট্রবাসী সৎকর্ম্মনিরত ব্যক্তিরা ত সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া থাকেন? তাঁহাদিগকে সাধুশ্রেণী ভুক্ত করিয়া ত যথোচিত সংবর্দ্ধনা করেন? হস্ত্যশ্বরথাদির শুভাশুভ লক্ষণ সকল ত সম্যক্ অবগত হইয়াছেন? স্বীয় সৌধে বসিয়া ত ধনুর্ব্বেদের লক্ষণ সকল এবং নাগর যন্ত্র সূত্র অভিনিবেশ পূর্ব্বক অভ্যাস করিয়া থাকেন? হে নৃপেন্দ্র! অরিন্দম অস্ত্রশস্ত্র সকল ব্রহ্মদণ্ড ও বিষযোগ ত আপনি বিশেষ বিদিত আছেন? অত্যন্ত যত্নবান হইয়া ত অগ্নি, ব্যাল, রোগ ও ক্ষোভ হইতে স্বীয় রাজ্য রক্ষা করিতেছেন? বৃদ্ধ অন্ধ, কাণ, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধুহীন ও প্রব্রজিত ব্যক্তিদিগকে ত পিতার ন্যায় সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন? নিদ্রা, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, মার্দ্দব ও দীর্ঘসূত্রতা এই ছয়টি অনর্থ ত একবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন?"

স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবনদর্শী, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গোপদেশক ঋষি-শিরোমণি দেবর্ষি নারদ, ধর্ম্মরাজ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশচ্ছলে যথার্থ রাজনীতি বিষয়ক উক্ত সারগর্ভ প্রশ্ন সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রাজার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে সমস্তই ঐ প্রশ্নাবলিতে নিহিত রহিয়াছে। এমন বিষয় নাই যাহা উহাতে উল্লেখ হয় নাই। উহাতে যে উপদেশ আছে তাহা অমূল্য। চমৎকার উপদেশ। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, আপন মাহাত্ম্য গুণে সমুচিত উত্তর দানে যে দেবর্ষিকে আপ্যায়িত ও পরিতৃপ্ত করিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন, এস্থলে তাহা বলাই দ্বিরুক্তি। তাই আপনাকে বলি, রাজন্! বিবেকবুদ্ধি, জ্ঞান ও সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-সঙ্কুল ভবদীয় সার্দ্ধ-ত্রিহস্ত পরিমিত দেহ ও প্রকৃতিকে ত আপনি এরূপ ভাবে গঠিত করিয়া লইয়াছেন যে, যদ্যপি সেই ঋষি তুল্য কোন মহাত্মা

আজ আপনাকে ঐ রূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, আপনি ধর্ম্ম সহায়ে, অম্লানবদনে, অকাতরে জিজ্ঞাসুর আশানুরূপ উত্তর প্রদানে ত সক্ষম হইবেন ? যদি না হইতে পারেন, রাজ্য-ভার বহন করা আপনার বিড়ম্বনা, দুরপনেয় কলঙ্ক। আপনি যে রাজ্যের রাজা, সে রাজ্যের জনপদ জলধির অতল জলে নিমজ্জিত হউক, আপনিও কলঙ্কিত রাজা-নাম হইতে নিষ্কৃত লাভ করুন। আর তাহা না হইয়া, বাস্তবিকই যুধিষ্ঠিরের ন্যায় যদ্যপি আপনি উক্ত তত্ত্বদর্শী মহানুভব প্রবীণ জিজ্ঞাসুকে আশানুরূপ উত্তর দ্বারা পরিতৃপ্ত ও আপ্যায়িত করিতে পারেন, তবে আপনি রাজকুলের গৌরব-রত্ন। নিশ্চয় জানিবেন, বাসবের অমরাপুরীর ন্যায় অনন্ত ধামে প্রজাবৃন্দের আশীর্ব্বাদোপকরণ-নির্ম্মিত ভবদীয় মানব দেহান্ত অবিচ্ছেদ্য স্বর্গীয় চির সুখ সম্ভোগ স্থান দ্বিতীয় অমরাপুরী আপনার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। অধিক আর কিছুই বলিবার নাই।

রাজার বিষয় লিখিতে গেলেই প্রজার বিষয় আসিয়া পড়ে। অতএব রাজার সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিত হইল, বুদ্ধিমান পাঠক উহাতেই প্রজার বিষয় সম্যক্‌রূপে লিখিত হইয়াছে দেখিতে পাইবেন। এক্ষণে রাজার প্রতি প্রজার ন্যস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ গুটী দুই কথা লিখিয়া এই অধ্যায় উপসংহার করিলেই বোধ করি যথেষ্ট হইতে পারিবে।

রাজার রাজস্ব অবশ্য দেয়। আমরা রাজার বিষয়ে লিখিয়াছি 'কেহ কেহকে শারীরিক শ্রমের অংশ, কেহ কেহকে মানসিক শ্রমের অংশ এবং কেহ কেহকে উপার্জ্জিত অর্থের অংশ দ্বারা রাজাকে সাহায্য করিতে হইত এবং হয়'। এই শেষোক্ত

সাহায্যের ভার রাজ্যস্থ প্রায় সমস্ত প্রজাকেই বহন করিতে হয়, আর প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর সাহায্য অতি অল্প পরিমাণ প্রজাই বহন করিয়া থাকে। যে উদ্দেশ্যে রাজপদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য রাজার অর্থ একান্ত প্রয়োজনীয়। এই অর্থ রাজকোষে সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক জন্যই প্রজাগণকে অর্থ দ্বারা রাজার সাহায্য করা বিধেয়। ঐ আর্থিক সাহায্যই রাজার প্রাপ্য রাজস্ব এবং প্রজাগণেরও বাস্তবিক তাহা অবশ্য দেয়। প্রজার জন্যই রাজার সৈন্য সামন্ত, প্রজার জন্যই রাজার প্রহরী চৌকীদার, প্রজার জন্যই প্রশস্ত রাজপথ এবং প্রজার জন্যই গভীর জলাশয়। সুতরাং প্রজাগণ কর্ত্তৃক ন্যায্যরূপে রাজ কর রাজাকে প্রদত্ত না হইলে, রাজা ঐ সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি উপায়ে সম্পন্ন করিবেন? যে রাজ্যে রাজা কি রাজপদের কোন প্রয়োজন নাই, যে স্থানে সকলেই সভ্য ও স্বাধীন, পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে নিযুক্ত, কেহ কাহারও অপকার করে না, সে রাজ্যের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু যে রাজ্যে রাজা আছেন, প্রজারা যেখানে পরস্পর স্বাধীন ভাবে চলিতে না পারিয়া রাজ পদের প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছেন, যে স্থানে অন্যায়জনিত অভিযোগের বিচার সমবেত প্রজাভিন্নও কোন ঊর্দ্ধতন ক্ষমতার প্রয়োজন, সেই স্থানেই রাজার আবশ্যক এবং রাজ পদাধিষ্ঠিত রাজাকে, রাজত্ব ও রাজ পদ সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ জন্যই সেনানী প্রহরী প্রভৃতি নিযুক্ত করিতে হয় এবং তন্নিবন্ধন স্বীয় গার্হস্থ ব্যয়ের অতিরিক্ত প্রচুর ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। সেই ব্যয়ের কুলন জন্যই রাজাকে রাজস্ব প্রজার দেয়। তুমি বলিতে পার না যে আমি রাজার কোন রূপ সাহায্য চাই না; চৌকীদারের

চৌকীদারী, জলাশয়ের জল এবং রাজ পথে গমন আমার প্রয়োজন নাই সুতরাং আমি কোন রূপ কর দিতে বাধ্য হইতে পারি না। কেন না আদৌ তোমার এই কথা বলিবারই কোন অধিকার নাই। যদি তোমার এই সমস্ত নিষ্প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে মনুষ্য সমাজে তোমার বাস করাই হইতে পারেনা। সমাজে থাকিলে অপরাপর মনুষ্যের ন্যায় রাজ কর তোমাকেও বহন করিতে হইবেই কি হইবে। মনে কর তুমি যে স্থানে বসতি করিতেছ, তাহার চতুর্দ্দিকে অন্যান্যের বসতি আছে। সকলেই রাজার প্রজা। রজনীতে রাজকীয় প্রহরী উপস্থিত হইয়া সকলকে চৌর দস্যু প্রভৃতির জন্য সাবধান করিতেছে। কোন দুষ্ট লোক রাজ পথে কি গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করিয়া কোনরূপ অনিষ্ট করিতে না পারে, প্রহরীগণ তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিতেছে। প্রহরীর এই কার্য্য কিছু তোমাকে বাদ দিয়া করা যাইতে পারেনা। সুতরাং তোমার অনিচ্ছা স্বত্বেও কার্য্যতঃ রাজকর বিনিময়ে রাজ প্রদত্ত সাহায্যের ভাগী তোমাকেও হইতে হইতেছে। সুতরাং তোমাকে রাজস্বাংশ বহন করিতে হইবেই হইবে। দ্বিতীয়তঃ তুমি যে স্থানে বসতি করিতেছ, যে স্থানে কৃষিকার্য্য করিতেছ, নিয়মিত রূপে তাহার জন্য যদি রাজস্ব দিতে অস্বীকৃত হও, তোমার দৃষ্টান্তে তোমার প্রতিবাসী, শেষে প্রতিবাসী সকলেই সেই রূপ অস্বীকার করিতে পারে। তাহা হইলে রাজার অর্থশূন্য রাজকোষ দ্বারা প্রজার কি সাহায্য হইতে পারে? যে দেশে রাজা এবং রাজপদের কোনরূপ অস্তিত্বের প্রয়োজন নাই, সে দেশে তোমার বাস হইলে স্বতন্ত্র কথা কিন্তু রাজার রাজ্যে বাস করিয়া রাজকর প্রদান করিতে অস্বীকার করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে, প্রত্যুত নিয়মিত রূপে রাজকর প্রদান করা তোমার কর্ত্তব্য কার্য্য সমূহের মধ্যে একটী।

রাজ-দ্রোহী হওয়া প্রজার পক্ষে মহাপাপ। রাজা প্রজা-পীড়ক হইলে প্রজার প্রতি অনেক অসহনীয় অত্যাচার সংঘটিত হইতে পারে, এ কথা সত্য। কিন্তু সেই সকল অত্যাচার নিবারণের প্রকৃত পথ বিদ্রোহিতা নহে। রাজা অত্যাচারী হইলে প্রজাগণ তাঁহার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমবেত হইতে পারেন কিন্তু যাহাতে ভবিষ্যতে তিনি স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, সর্ব্বতোভাবে অর্থাৎ শারীরিক মানসিক এবং বাচনিক পরিশ্রম দ্বারা রাজাকে সেই রূপ সৎপথে আনয়ন করাই সেই সমবেত প্রজামণ্ডলীর কর্ত্তব্য কার্য্য। বিদ্রোহীতাচরণ কদাচ কর্ত্তব্য নহে। প্রচলিত রাজনীতির কোন বিধি অনিষ্টজনক হইলে প্রজাগণ তাহার সমালোচনা ও আন্দোলন করিয়া তাহা সংশো-ধনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। যাহাতে রাজনীতি মূলতঃ সঙ্গত এবং শাস্ত্রসম্মত হয়, প্রজাগণের তাহাতে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। ব্যবহার শাস্ত্রাদি এবং নিয়মাদি ন্যায্য ও উপযুক্ত রূপে বিধি বদ্ধ হইলেই প্রজার প্রতি রাজার অযথা অত্যাচারের কোন কারণ থাকে না। যদি কোন ক্রমেই রাজাকে প্রজাপীড়ন পরিত্যাগে প্রজারঞ্জন কার্য্যে দীক্ষিত করান যাইতে না পারে, তাহা হইলে বরঞ্চ তাঁহার রাজ্যে বসতি পরিত্যাগ করা বিধেয়, তথাপি রাজার প্রতি কোন রূপ বিদ্রোহিতাচরণ করা বিধেয় নয়। অত্যাচার নিবন্ধন রাজা প্রজাশূন্য হইলে, আপন দুষ্কৃতির ফল সম্যক্ রূপে আপনি ভোগ করিতে থাকিবেন।

রাজার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিমান হওয়া প্রজার কর্ত্তব্য। যে দেশের প্রজাগণ সভ্য, ন্যায়পরায়ণ, স্বদেশ হিতৈষী এবং রাজার প্রতি একান্ত অনুরক্ত, সে দেশের রাজা স্বয়ং প্রজাবৎসল এবং কর্ত্তব্য-কার্য্য-পরায়ণ না হইয়া থাকিতে পারেন না।

সমাপ্ত।